প্রথম আলো

Prothom Alo North America

3 August 2023, Thursday, 7th Year, Issue 333, 40 Pages

৩ আগস্ট ২০২৩, ১৯ শ্রাবণ ১৪৩০, ১৬ মহররম ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৩৩, পৃষ্ঠা: ৪০

স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন জাস্টিন ট্রুডো

পৃষ্ঠা ১৪

পর্যটন নগরী বার্সেলোনার উদ্যোক্তা সালমা ইসহাক

পৃষ্ঠা ২৯

নৃত্য যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় নিবেদিত সংগঠন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস- বিপার ৩০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি আমেরিকান প্রজন্ম। ছবি: সৈয়দ মাসুদুল কবির

রাজনীতিতে ঘাপটি মেরে বুড়ো রাজনীতিবিদরা

আমেরিকা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি 'ওল্ড ম্যান ক্লাব' থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। আমাদের দেশের প্রবীণ হিতৈষী সংগঠনের মতো হয়ে উঠেছে। আমেরিকার রাজনীতিতে নতুনদের উত্থান ঘটছে না। নতুনদের কাছে রাজনীতিতে তেমন আগ্রহও নেই। নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি না হলে দেশটির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

বয়সের কারণে এসব রাজনীতিকের দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যে সক্ষমতা প্রয়োজন, তা নেই। বেশির ভাগ আমেরিকানই

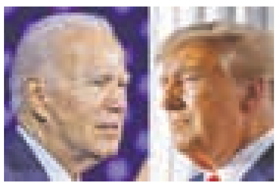

আর চান না প্রবীণ এই ব্যক্তিরাই নতুন করে দেশ পরিচালনার নেতৃত্বে আসুন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বয়সের ভারে জর্জরিত। সবচেয়ে প্রবীণ প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন দায়িত্ব পালন করছেন। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে প্রায়ই। সিনেটে রিপাবলিকানদের নেতা মিচ ম্যাককনেকের বয়স ৮১ বছর।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা বা আ.লীগ পালায় না: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগ সবসময় জনগণের পাশে আছে এবং আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনা কখনো পালিয়ে যায় না, বরং তার দলের একমাত্র লক্ষ্য দেশবাসীর জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

অপ্রতিরোধ্য ডোনাল্ড ট্রাম্প

জনমত জরীপ

ইব্রাহীম চৌধুরী

দুইবার ইম্পীচপম্যান্ট প্রস্তাবে পড়া সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পরই বহু মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন।

আমেরিকার ইতিহাসে কোন সাবেক প্রেসিডেন্টের নামে অপরাধ আইনে মামলা হয়েছে, এমন ইতিহাসও তাঁর। একাধিক আদালত থেকে জামিনে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবুও দলের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তায় কোন ভাটা পড়েনি। সমর্থকদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। চলমান সময়ের এক

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বিস্ময়কর রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁকে দেখছে অনুসারীরা। আসছে নির্বাচনে ট্রাম্পই রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে নিশ্চিত হচ্ছেন, এ বিষয়ে সংশয় থেকে এখন বেরিয়ে আসছেন অনেকেই।

২০১৬ সালের নির্বাচনের সময়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, ম্যানহাটনের ফিফথ এভিন্যুতে দাঁড়িয়ে আমি কাউকে গুলি করলেও একজন সমর্থকও আমি হারাবো না। সাত বছর আগে নিজের সম্পর্কে বলা উক্তি অক্ষরে অক্ষরে এখনও সত্য বলে প্রমাণ করে যাচ্ছেন ট্রাম্প। অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছেন তিনি। নিউইয়র্ক টাইমস এবং সিয়েনা কলেজের সর্বশেষ জরীপে দেখা গেছে ট্রাম্প রিপাবলিকান দলে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্ধীর চয়ে অন্তত ৩৭ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন। ৩১ জুলাই

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

তারেক-জোবাইদা মামলার রায়

আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে প্রতিহিংসা মেটানো হয়েছে

বললেন মির্জা ফখরুল

ঢাকা অফিস

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তাঁর স্ত্রী জোবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে দেওয়া রায়কে ফরমায়েশি, সরকারপ্রধানের হিংসা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, দেশজুড়ে যখন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

বিকল্পহীন বাস্তবতায় আসছে সরকার উচ্ছেদের 'এক আওয়াজ' কর্মসুচী

রাজনীতি

সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকর কর্মসুচী দিয়ে বিএনপি নতুন করে ভাবছে। 'এক আওয়াজ' নামের নতুন এক কর্মসুচীর কথা তাদের বিবেচনায় এখন।

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশে রাজনীতিতে অচলাবস্থা অবসানে স্পষ্ট দুই পথ। আপোষ অথবা সংঘাত। আপোষের পথে হাঁটার কোন সুযোগ বা আলামত নেই ক্ষমতাসীন সরকারের। সংঘাত করার মধ্য দিয়ে সরকারের পরিবর্তন হয়ে যাবে, এমন বাস্তবতাও বিরাজ করছে না। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের এ যাত্রাপথ নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার বলি হোক বাংলাদেশ, এমনটি কারোই কাম্য না হলেও বাস্তবতা নিষ্ঠুরই হয়ে উঠেছে।

সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকর কর্মসুচী দিয়ে বিএনপি নতুন করে ভাবছে। 'এক আওয়াজ' নামের নতুন এক কর্মসুচীর কথা তাদের বিবেচনায় এখন। তাদের মতে, এ কর্মসুচী ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। এমন কর্মসুচীর মাধ্যমে রাজনৈতিক সংঘাত গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়বে। সবই

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহু আকবার

নারায়ে রিসালাত
ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)

সম্পূর্ণ ফ্রি
ম্যারেইজ মিডিয়া

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষনা করিতেছি কোভিড-১৯ এর কারনে বন্ধ হয়ে যাওয়া ম্যারেজ মিডিয়া মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে পুনরায় কার্যক্রম আরম্ভ করেছি। আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিবাহ যোগ্য বাংলাদেশী সহ অন্যান্য মুসলিম বিশ্বের বহু পাত্র পাত্রী রয়েছে। তাহাদের অভিবাবক সহ তাহাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য ম্যারেজ মিডিয়া বিনা টাকায় কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আগ্রহী ব্যাক্তিবর্গ যোগাযোগ করুন।

আমেরিকায় মদিনা'র আলো ও লাইট অব দ্য আর্থ ইউএসএ

36-23 31st Street, Astoria, NY 11106
যোগাযোগ: ৭১৮-৯৩০-৬৫৫০
ইমেইল: marrigemedia62@gmail.com, lightoftheearth@gmail.com

!! জব জবহেল্প জব !!
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব
১. পোস্টাল জব
২. সিটি জব
৩.সিভিল সার্ভিস জব
৪.ইউ, এস, এ জব
৫.এম, টি , এ জব
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার

বেসরকারি জব
১.কাস্টমার সার্ভিস
২.অফিস অ্যাডমিন
৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব
৪. ডেলিভারি জব
৫. রেস্টুরেন্ট জব
৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব

এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.নিউ পাসপোর্ট/রিনিউ
২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:
১: পোস্টাল জব (USPS)---------(শনিবার-বৃহস্প তিবার)-----------(সঃ১০টা --বিঃ ৬টা)
২: ট্রাফিক এন.এজেন্ট -----------------------রবিবার -----------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩: স্কুল সেফটি এজেন্ট -----------------------মঙ্গলবার -----------(দু :১২টা --বিঃ ২টা)
৪: বেসিক কম্পিউটার ----------------------শনিবার---------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা)
৬: ট্রাস এন্ড ট্রাভেলস --(আয়রাফকাস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে ১ দিনের ভ্রমণ)

POSTAL JOB : (করণীয়):

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড ম্যেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

> Do you want apply for a green card? > Are you being deported?
> Are you having credit card problems? > Are you unable to pay your debts?
> Has your bank account been sealed? > Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

LOVE TO CARE HOME CARE INC

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE YOUR FAMILY LIKE OURS

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত CDPAP -এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

ALEGRA HOME CARE INC
UNITEC PROGRESS
জয় বাংলাদেশ
BACA
8th
BANGLA CDPAP & ALEGRA
Street Fair 2023
বাংলা সিডিপ্যাপ এন্ড অ্যালেগ্রা
Chief Guest & Inaugurator
DR. ABU ZAFAR MAHMOOD
Global Peach Ambassador, UN
Renowned Freedom Fighter
CEO & President Bangla CDPAP Services Inc. & Alegra Home Care Inc.
Abu Zafar Mahmood Foundation
Joy Bangladesh Inc.
Peoples United for Progress
বাংলা মেলা
Venue: Waterbury Avenue
(Bet. Zerega & Seabury Ave), Bronx, NY 10462
6 August 2023, Sunday
12 PM to 9 PM
বিশেষ আকর্ষণ
Free Kids Ride Live Music Stall & more
স্টলের জন্য যোগাযোগ:
আব্দুল হাসিম হাসনু 646-541-8591
মাকসুদা আহমেদ 347-393-0762
মোহাম্মদ সাদী মিন্টু 718-820-3619
আহমদ ফয়ছল 347-735-5823
আমন্ত্রণে: বাংলা মেলা উদযাপন কমিটি ২০২৩
আহমদ ফয়সল
আহবায়ক
347-735-5823
যুগ্ম আহবায়ক
মাকসুদা আহমেদ
লিয়াকত আলী
রায়হান জামান রানা
প্রধান সমন্বয়কারী
347-891-7276
সমন্বয়কারী
আব্দুর রহমান দুলাল
জুহায়েব চৌধুরী
ইভেন্ট সমন্বয়কারী
646-737-6068
সহ ইভেন্ট সমন্বয়কারী
শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া
সোহেল আহমদ
সদস্য সচিব
347-735-5823
যুগ্ম সদস্য সচিব
সালমা সুমি
মোহাম্মদ রনি
সার্বিক সহযোগিতায়
H. Bruce Fisher Esq., P.C.
212-957-3634
917-597-6349
Text 212-212
Personal Injury and Medial Malpractice
Starling Diagnostics
1480 East Ave, The Bronx, NY 10462
(718) 319-1610
Moinul Islam
Realtor
917-535-4131
Sponsors
CMG HOME LOANS
রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
+1 516 451 3748
AHAD&CO
Ahad Ali, CPA
Tel: 929-371-9915
Khalil Biryani
646-763-5073
Parkchester
917-494-5163
Mamun's Tutorial
(718) 507-2113
Al Aqsa Restaurant
SYLHET MOTORS
(917) 749-5483
EXIT
Sarwor Khan
Cell:347-665-7580
PERRY D. SILVER
Attorny at Law
Cell: 917.533.1033
MEADOWBROOK
Akib Hussain
শুভেচ্ছান্তে
সারওয়ার চৌধুরী
নবনির্বাচিত সভাপতি, 347-398-1563
আহবাব চৌধুরী
সভাপতি, 917-969-1991
শাহ বদরুজ্জামান রুহেল
নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক, 646-391-7967
আয়োজনে
বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইনক
Bangladeshi American Cultural Association Inc
501(C) (3) Nonprofit Charitable Organization
প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক: সোহেল আহমেদ কর্তৃক প্রচারিত
www.bacaus.com

সম্পাদকীয়

প্রবাসীদের সেবা নিশ্চিত করতে হবে

বাংলাদেশের বাইরে আরেকটি বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া বাংলাদেশীরা তাদের কর্মে কোলাহলে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন দেশের বাইরে। পূর্ব থেকে পশ্চিমের যেকোন দেশে বাংলাদেশিরা এখন চিহ্নিত এক জনগোষ্টি। শুধু সৌদি আরবেই বাস করেন ২৮ লাখের বেশি বাংলাদেশি। আরও বাংলাদেশিদের সে দেশে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে সৌদি আরব। কেননা, প্রবাসী বাংলাদেশিরা সেখানে পরিশ্রমী ও দক্ষ হিসেবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন।

গত সপ্তাহে সৌদি আরবের একটি গণমাধ্যম খবর প্রকাশ করে, বাংলাদেশের দক্ষ কর্মী এবং বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য সে দেশের দরজা উন্মুক্ত; অর্থাৎ চাকরির জন্য শুধু শ্রমিক নন, বিনিয়োগকারীরাও সুযোগ পাবেন সেখানে ব্যবসা করার। সৌদি আরবে অবকাঠামো, ভবন নির্মাণ, কৃষি, বস্ত্র, মাছ ধরা এবং খামারের মতো অসংখ্য খাতে বাংলাদেশি শ্রমিকেরা যেমন কাজ করতে পারবেন, তেমনি বিনিয়োগকারীরাও তাঁদের অর্থ লগ্নি করতে পারবেন।

সেখানকার ‘নিওম’ শহরের মতো বেশ কিছু মেগা প্রকল্পের জন্য বর্তমানে সৌদি আরবে বিপুল জনশক্তির প্রয়োজন। আর সে জন্যই দেশটির কর্তৃপক্ষ বিদেশি কর্মী, বিশেষ করে বাংলাদেশিদের আরও বেশি সুযোগ দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পেশাদারেরা অগ্রাধিকার পাবেন।

বাংলাদেশ থেকে অনেক শ্রমিক যান প্রবাসে কাজ করতে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। এগুলোর মধ্যে আবার সৌদি আরবেই যান বেশিসংখ্যক মানুষ। অনেক পাড়া-মহল্লায় খোঁজ নিলে দেখা যাবে, প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ না কেউ সৌদি আরবে বাস করছেন কাজের উদ্দেশ্যে।

রাষ্ট্রদূত এসা আল-দুহাইলান অনুরোধ করেন, বাংলাদেশ থেকে যেন প্রশিক্ষণ দিয়ে সৌদি আরবে দক্ষ কর্মী পাঠানো হয়। এতে উপকার দুই দেশেরই। সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি এবং এ-ও স্বীকার করেছেন যে তাঁরা সৌদি আরবের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক বিদেশে গেলে দেশেরও লাভ বৈকি। অর্থনীতিতে শুধু বিদেশকে নয়, দেশকেও প্রবাসীরা সমৃদ্ধ করেন। তাঁদের পাঠানো অর্থ দিয়ে দেশে তাঁদের সংসার যেমন চলে, তেমনি দেশটা সচল রাখতেও সাহায্য করে। এখানে রেমিট্যান্সের বিষয়টা আর ব্যাখ্যা না করলেও চলে।

দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে অনেক ক্ষেত্রে এই প্রবাসীদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয় না। বিমানবন্দরে তাঁদের হয়রানি বা প্রতারণার শিকার হওয়ার ঘটনা প্রায়ই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিমানবন্দরের কোনো কোনো অসাধু কর্মকর্তা প্রবাসীদের মালপত্র থেকে কোনো না কোনো জিনিস সরিয়ে নেন, অথবা বিমানবন্দর চত্বরে থাকা প্রতারক চক্র তাঁদের কোনো একটা ফাঁদে ফেলে হাতিয়ে নেয় মোটা অঙ্কের অর্থ। কিন্তু এ রকম আচরণ তাঁদের প্রাপ্য নয়।

শুধু ধন্যবাদ দিলেই চলবে না, তাঁদের নিরাপত্তাটাও নিশ্চিত করতে হবে—শুধু প্রবাসী কর্মীদের জন্য না, নির্বিশেষে সবার জন্য, সবখানে। এমন বাংলাদেশ চাওয়াটা নিশ্চয়ই অন্যায় কিছু নয়?

বাংলাদেশের বাইরে যেকন দেশে প্রবাসীদের কাছে প্রশ্ন করলেই তাদের সন্তোষের কথা জানা যায়। যাদের রেমিট্যান্স যোদ্ধা বলে গালভরা ভুলই দেই আমরা, রাষ্ট্র কি তাদের সমস্যা দেখভাল করছে। বিদেশ গমনের সময় পাসপোর্ট করা থেকে শুরু করে বিমানবন্দরে আশা যাওয়া নিয়ে প্রবাসীদের হেনস্তা ও হয়রানি বন্ধ করা যায়নি। বিদেশে কষ্টকর শ্রম দিয়ে প্রবাসীরা নির্ভিঘ্নে দেশে ফিরতে পারেন না। ইতালি সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন আতংকের সব খবর। পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য প্রবাসে থাকা লোকজনের আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। দেশে অর্থ ছাড়া কোন পুলিশ ভেরিফিকেশন পাওয়া যায় না। এসব নিয়ে সরকারি লোকজনের সাথে কথা বলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। বিমানবন্দরের যাত্রী হয়রানীর ঘটনাকে তারা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উল্লেখ করেন।

গত সপ্তাহে এক সভায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রবাসীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এই অর্থ বছরে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এর ফলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গত সপ্তাহে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন-এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর এবং সংস্থাসমূহের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো’র মহাপরিচালকের পক্ষে অতিরিক্ত মহাপরিচালক আ.স.ম আশরাফুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন। সভায় বলা হয়েছে, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে কাজে গতিশীলতা আনতে হবে। প্রবাসীদের কল্যাণে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দপ্তরসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রবাসীদের জন্য প্রবাস মন্ত্রণালয় আছে। বিমানবন্দরে হয়রানী হলে, থানা পুলিশে প্রবাসীদের জন্য সেবা না পাওয়া গেলে, ঘুষ দিয়ে পাসপোর্ট অফিসের দালালের পেছনে ঘুরঘুর করলে প্রবাসীদের দেখভালের কেউ আছে বলে মনে হয় না। এ নিয়ে কতৃপক্ষের সাথে কথা বললে, তারা অভিযোগ এড়িয়ে যেতে ভালোবাসেন। শুনতে হয়, এ আমার বিভাগের কাজ নয়, আমার মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়।

প্রবাসীদের সব সেবা দেখভালের জন্য একক সেবাকেন্দ্র কি গঠন করা যায় না? স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে। দেশে শাসন অপশাসন নিয়ে সাধারণ প্রবাসীদের উৎকণ্ঠা থাকে। প্রবাসীরা চান দেশে সুশাসন আসুক। প্রবাসীদের জন্য ন্যুনতম দুর্নীতিহীন সেবা নিশ্চিত করতে না পারাটা কোন অজুহাত হিসেবে দেখার আর সুযোগ নেই। এ নিয়ে শুধু কড়া অবস্থান নিলেই হবে না। দেশের স্বার্থে প্রবাসীদের সত্যিকারের মর্যাদা দেয়ার কোন বিকল্প হতে পারে না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও ইকারুসের ডানা

শেখর ভট্টাচার্য

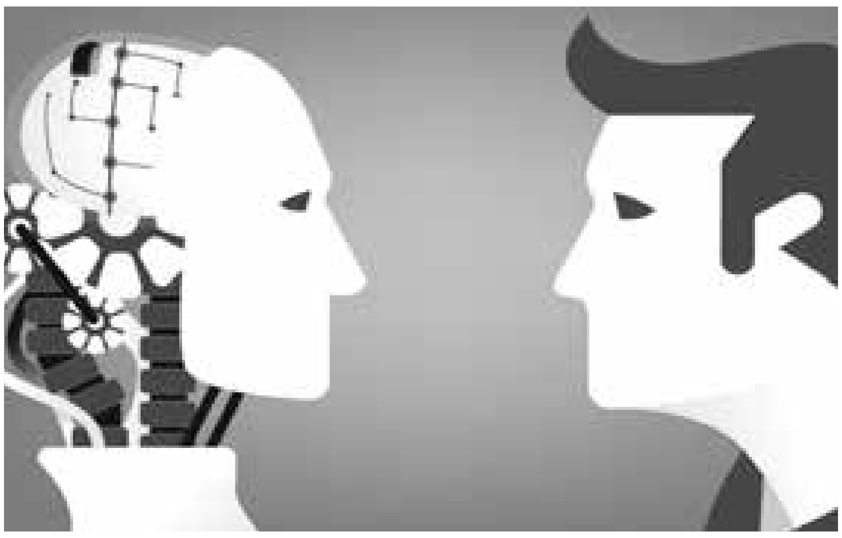

'দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি, আমি অপরাজিতা। বাংলাদেশের টেলিভিশন ইন্ড্রাস্টিতে প্রথম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রেজেন্টার হিসেবে থাকছি।' অপরাজিতার পরে হয়তো বাংলাদেশে আরও উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সংবাদ পাঠ করা হবে কিন্তু অপরাজিতা দর্শকদের কাছে সব সময় প্রথম হয়েই থাকবে। ১৯ জুলাই বুধবার সন্ধ্যে সাতটার খবর পাঠ করে অপরাজিতা। গাঢ় নীল শার্ট ও কোট পরিহিত অপরাজিতার সংবাদ পাঠ দেখে বোঝার উপায় ছিলোনা অপরাজিতা কোন মানুষ নয়।সংবাদ পাঠের সময় অন্য সংবাদ পাঠক অপরাজিতাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, "অপরাজিতা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রথম দিনে দর্শকদের জন্য কী খবর নিয়ে আসছেন, প্রথমদিনে কী থাকছে আপনার কাছে। জবাবে অপরাজিতা স্বাভাবিক মানুষের মতোই, অন্য সংবাদ পাঠককে বলা শুরু করে , "আপনাকে ধন্যবাদ"। "আপনাদের মতো করে আমিও চেষ্টা করবো নিউজ পড়ার। কতটুকু সম্ভব হবে জানি না।"
পরে খবর পড়া শুরু করার পূর্বে দর্শকদের উদ্দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই পাঠক বলে, 'দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি, আমি অপরাজিতা। এরপরই খবর পাঠ শুরু হয়। এমনকি অপরাজিতা প্রতিনিধিদেরকেও তার খবর পাঠের সাথে যুক্ত করে।

আমাদের দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণা ও ব্যবহার খুব সীমিত তাই অপরাজিতা ১৯ জুলাই দর্শকদের চমকে দিয়েছিলো। এর আগে ২০১৭ সালের ১৫ নভেম্বর, বুধবার রাজধানী ঢাকায় রোবট রেস্টুরেন্টের যাত্রা শুরু হয়। এটি বাংলাদেশে প্রথম রোবট রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্টে রোবটের মাধ্যমে কাস্টমারদের খাবার সরবরাহ করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একটি নতুন মাইলফলকের সূচনা হয়।

পাঠক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সংগঠিত ভাবে শুরু হয় অনেক পূর্বে যদিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে আমাদের মতো দেশে পঠন , পাঠন, চর্চা শুরু খুব বেশি দিনের কথা নয়। ১৯২০ সালে 'রুশম'স ইউনিভার্সেল রোবটস' নামে একটি সায়েন্স ফিকশন থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। জন ম্যাকার্থি সর্বপ্রথম আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এ আই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নামক টার্ম বা পরিভাষাটি ব্যবহার করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের হ্যানোভারে অবস্থিত, ডার্টমাউথ কলেজের এক কর্মশালায় প্রথম এআই গবেষণা ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ।

ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন গবেষণালয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সামান্য সংবাদ নিলে বুঝা যায় কৃত্রিম বদ্ধিমত্তার নানা প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে আমরা কতোটুকু পিছিয়ে আছি। পাঠক এই পর্যায়ে বলে নেই আমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোন গবেষক নই, এ'বিষয়ে আমার যতো ধারণা তা' দেশ বিদেশের নানা সংবাদ মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে কানাডার ইউনিভার্সিটি অব টরোন্টোতে নানা উদ্ভাবনের ধারাবাহিক সংবাদ জানা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়টি কী ? একটু সহজ করে বলি। মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা শক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তি নির্ভর করে যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে। কম্পিউটারকে মিমিকস কগনেটিক একেকে আনা হয় যাতে করে কম্পিউটার মানুষের মত ভাবতে পারে। যেমন শিক্ষা গ্রহণ এবং সমস্যার সমাধান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল মেশিন দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধি।

বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মী নিয়োগ করে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পত্রিকা ফরচুনের তথ্যমতে, প্রায় পাঁচশ নামকরা প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। প্রথাগত পরিবহণ ব্যবস্থাড় পরিবর্তে কৃত্রিম বুদ্ধিমতার বদৌলতে স্বয়ংক্রিয় পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোল সম্ভব। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কৃত্রিম বুদ্ধিসম্পন্ন রোবটকে মানুষের বন্ধুভাবাপন্ন করে তৈরি করা সম্ভব।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত বিকাশের সাথে সাথে ক্রমাগত একটি ভয় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তা হলো মানব সম্পদের ব্যবহার ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা। রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময়, উৎপাদনের মতো ইতিবাচক দিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যাপক প্রভাব কাজে লাগতে পারে, এটি এখন প্রমাণিত। এর সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নেতিবাচক ভূমিকা নিয়েও বিজ্ঞানী ও নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সতর্কতার সাথে আলোচনা চলছে।

জানা যায়, জাপানে ইতোমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সংবাদমাধ্যম কোম্পানি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানীর অভিমত, আগামী ১২০ বছরের মধ্যে মানুষ তাদের সব কাজ বুদ্ধিমান মেশিনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারবে। স্টাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকদের দাবি, তাদের তৈরি করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহজেই শরীরের বিভিন্ন পরীক্ষা করে মানুষের মৃত্যু কবে হবে, সেটা গণনা করে বলে দেবে। ৫০টিরও বেশি দেশ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য রোবট তৈরি করছে-যেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং শত্রুকে মোকাবিলা বা হত্যা করার মতো কাজগুলো করবে। বর্তমানে এ ধরনের রোবট এবং ড্রোনের গবেষণায় প্রচুর অর্থও ব্যয় করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, রোবট ২০৫০ সালের মধ্যে সব মানবিক কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করতে পারবে রোবট। শেয়ারবাজার থেকে শুরু করে নানা ব্যবসায়িক কাজে এর ব্যবহার বাড়ছে। এর বাইরে বেশি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হচ্ছে প্রতিরক্ষা। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতে, নতুন প্রযুক্তির কারণে বিশ্বে ১৩ কোটিরও বেশি কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। ডাটা অ্যানালিস্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপার, সোশ্যাল মিডিয়া স্পেশালিস্ট এ ধরনের কাজের ক্ষেত্র তৈরি হবে। এ ছাড়া শিক্ষক বা কাস্টমার সার্ভিস কর্মীর মতো কাজ, যাতে কিনা অনেক সুস্পষ্ট মানবিক গুণাবলির দরকার, সেরকম অনেক কাজও করতে সক্ষম হবে যন্ত্র।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত বিকাশের সাথে সাথে ক্রমাগত একটি ভয় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তা হলো মানব সম্পদের ব্যবহার ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা। রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময়, উৎপাদনের মতো ইতিবাচক দিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যাপক প্রভাব কাজে লাগতে পারে, এটি এখন প্রমাণিত। এর সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নেতিবাচক ভূমিকা নিয়েও বিজ্ঞানী ও নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সতর্কতার সাথে আলোচনা চলছে। 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম' এর মতে, ২০২২, ২০২৩ সালের মধ্যে রোবটের কারণে বিশ্বজুড়ে প্রায় সাড়ে ৭ কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে 'দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল' আখ্যায়িত করে এটাকে মানবজাতির জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর হুমকি হিসাবে অভিহিত করেছেন।' বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছেন, 'এরা এক সময়ে আমাদের অতিক্রম করে যাবে। এর ফলে মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে।' গুগলের প্রধান নির্বাহী সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার রুখতে নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলা। কীভাবে প্রযুক্তির অপব্যবহার হতে পারে, তা নিয়ে আগেই ভাবা উচিত। শুধু নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করলেই চলবে না, সে প্রযুক্তির ব্যবহার যেন মানবসভ্যতার বিপক্ষে না যায়, সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।' কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ হিসাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি জোরদার করতে হবে। মোটকথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নেতিবাচক ব্যবহার কঠোরভাবে রোধ করে এর ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে কোন উদ্ভাবনের ইতি, নেতি দুটো দিকই রয়েছে। গবেষকেরা বলছেন, ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইনটেলিজেন্সের (এজিআই) দিকে এগোবে। এটি এমন একটি সীমা যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের সমকক্ষ হয়ে উঠবে বা মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যাবে। মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও চ্যাটজিপিটির উদ্ভাবক ওপেন এআইয়ের মতো প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য এজিআই অর্জন। প্রতিষ্ঠানটির নথি অনুযায়ী, তারা এজিআই অর্জনের লক্ষ্য ঠিক রেখেছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকে ধারণা করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজিআই অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

নীতিবিদ্যার সেই সর্ব জনীন কথাটি মনে রাখতে হবে। চাকু দিয়ে সার্জন যেমন অস্ত্রপোচার করে রোগীর দীর্ঘ দিনের রোগ নিরাময় করতে পারেন একই ভাবে চাকু যখন দুর্জনের হাতে পড়ে তখন সেই চাকু মানুষের জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রীক পুরাণের সেই গল্পটির কথা আমাদের স্মরণ করা উচিৎ; কারাগারের নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভাস্কর ডিডেলাস এক জোড়া মোমের ডানা আবিষ্কার করেন। একটি তাঁর নিজের জন্য এবং অন্যটি পুত্র ইকারুসের জন্য। ডিডেলাস ইকারুসকে বার বার সতর্ক করে দেন , সে যেন ডানা ব্যবহার করে বেশী উপরে না ওঠে ,কারন এতে সূর্যের তাপে মোম গলে যেতে পারে । কিন্তু ইকারুস পিতার কথায় কান না দিয়ে , আকাশে ওড়ার আনন্দে সব ভুলে যায়,একসময় উড়তে উড়তে অনেক উপরে উঠে যায় ইকারুস।প্রখর সূর্য তাপে মোম গলে গিয়ে পাখা ভেঙ্গে যায় আর ইকারুস সমুদ্রে পতিত হয়ে চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উদ্ভাবন যেনো মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত সৃষ্টিশীল চিন্তার উৎসকে ধ্বংস করতে না পারে । মানুষের কল্যাণের জন্য এ আই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমস্ত গবেষণা নিবেদিত হোক, উদ্ভাবিত হোক, ব্যবহৃত হোক অবারিত ভাবে।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও স্বদেশপ্রেম

রহমান মৃধা

বিশ্বের মেধাবী শিক্ষার্থীরা কোথায় স্কলারশিপে পড়ালেখা করা যায়, সেই সুযোগের ব্যবহার করে বিদেশে পড়াশোনা করছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা নিজ অর্থে দেশ ছেড়ে বিদেশে পড়াশোনা করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী বিদেশ যাচ্ছেন। কিন্তু ডলার-সংকটের কারণে দেশের বেশির ভাগ বেসরকারি ব্যাংক এবং শিক্ষার্থীরা অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন।

বিদেশে উচ্চশিক্ষাপ্রত্যাশী শিক্ষার্থীরা মূলত দেশের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের ভর্তি, টিউশন, আবাসন ফিসহ বিভিন্ন খরচ বিদেশে পাঠান। প্রাথমিকভাবে বিদেশগামী একজন ছাত্র ২০-৩০ হাজার ডলার পর্যন্ত বিদেশে পাঠান। পাঁচজন ছাত্রের টিউশন ফি পাঠানো হলে এর পরিমাণ লাখ ডলার ছাড়িয়ে যায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে যেকোনো ব্যাংকের জন্য ১ লাখ ডলার অনেক মূল্যবান। বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর যে শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাচ্ছেন, এতে করে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো ডলারের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৮৮ লাখ। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে তা ১৫ কোটি ৩১ লাখ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাঠানোর ঘটনা নতুন কিছু নয়, তবে প্রশ্ন থেকে যায়—এর পরিমাণ কত? এদিকে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় উভয়ই কমেছে। বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান দুই উৎসেরই পতন হয়েছে। এসব পূরণ করতে প্রতিনিয়ত রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। রিজার্ভ যাতে নষ্ট না হয়, সেই চেষ্টা করে চলছে বিশ্বের ধনী দেশগুলো। অন্যদিকে সেটা কত দ্রুত শেষ করতে হবে তা নিয়ে পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ সরকার।

সবকিছু জানার পর মনে হচ্ছে প্রবাসী, পোশাকশ্রমিক, দিনমজুর, মেহনতি মানুষেরাই দেশটাকে টিকিয়ে রেখেছেন আর ধনীরা দেশের অর্থ, সম্পদ

ধনীরামপুরে পাচার করে দিচ্ছেন!

রাজধানী ঢাকা সব সময় জনবহুল। মানুষের যত বেশি বসবাস কোনো নির্দিষ্ট স্থানে, সেখানে দূষণের পরিমাণ ততই বেশি। এরপর জড়িত হয় ময়লা-আবর্জনা, কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া ইত্যাদি। পরিবেশ সুন্দর রাখতে সচেতন না হলে যা হয়। ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কারণে যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলতে আমরা দ্বিতীয়বার ভাবি কি না, সন্দেহ।

ইদানীং বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশি রাষ্ট্রদূতগুলো একটু বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করছেন বাংলাদেশকে নিয়ে। বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতেরা বাংলাদেশের নির্বাচন, ভোট গ্রহণ ও ভোট জালিয়াতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন মন্তব্য করেন। শিষ্টাচারবহির্ভূত কোনো কাজ করলে

সে বিষয়ে সরকারের কঠোর হওয়া দরকার, কিন্তু হচ্ছে কি সেটা?

পুরো লেখা পড়লে প্রশ্ন আসবে এতগুলো ঘটনা কেন জড়িত এখানে? একটির সঙ্গে আরেকটির কী সম্পর্ক? সম্পর্ক আছে, কারণ মানুষের মনুষ্যত্ব এবং বিবেকের অবনতির পেছনে একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। বায়ুদূষণে মনও দূষণ হয়, মনের কলুষতা, বিবেকের অবক্ষয়, শিক্ষার অধঃপতন, গণতন্ত্রের বিসর্জন—সবকিছু বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

আমি শুধু একটি বিষয়ের ওপর রিফ্লেক্ট করব—সেটা হলো শিক্ষা। এত টাকা খরচ করে বিদেশে পড়ে কি আমরা সঠিক শিক্ষা অর্জন করছি? নাকি আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, তাই যার যা খুশি তা-ই করছি? এর নাম তো স্বাধীনতা নয়? স্বাধীনতা মানে তো দায়িত্ব।

যা-ই হোক, আমার মতো অনেকেই বিদেশে পড়াশোনা করেছে। তবে দেশের বারোটা বাজিয়ে না। দেশ স্বাধীন হলে কিছু সুযোগ হলো বিদেশে লেখাপড়া করার, কিন্তু সেটা তো দেশের অর্থ ধ্বংস করে নয়; বরং বিদেশি বৃত্তির সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু এখন কী হচ্ছে এসব?

আমরা নিজেরাই নিজেদের পরিবারের শত্রু। মা-বাবা, ভাইবোনের মধ্যে যখন বিশ্বাস, ভালোবাসা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও আস্থা হারাতে চলেছি, সেখানে কীভাবে সম্ভব একটি জাতির পরিবর্তন আনা? হবে কি পরিবর্তন যদি ঘরের শত্রু হয় বিভীষণ?

আমাদের নিজেদের পৃথকভাবে প্রশ্ন করে জানতে হবে এবং শিখতে হবে, আমাদের কর্মের ফলন সম্পর্কে, সঙ্গে মাথার চিন্তা আর মুখের বুলি—এ দুটিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য ব্যবহার করতে হবে আমাদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বকে।

আমাদের ধ্যান-জ্ঞান এবং হৃদয়ে নৈতিকতার প্রভাব বিস্তার করার মতো কাজ করতে হবে। অন্তর যদি সুন্দর না করতে পারি, হবে কি আমাদের সাধনা সফল? সুন্দর ও সুশিক্ষার মধ্যে এক বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিশ্বাস ও মর্যাদাপূর্ণ নেতৃত্ব। পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন কাজ ও আচরণের প্রতিফলন সুন্দর হোক—এটাই প্রত্যাশা।

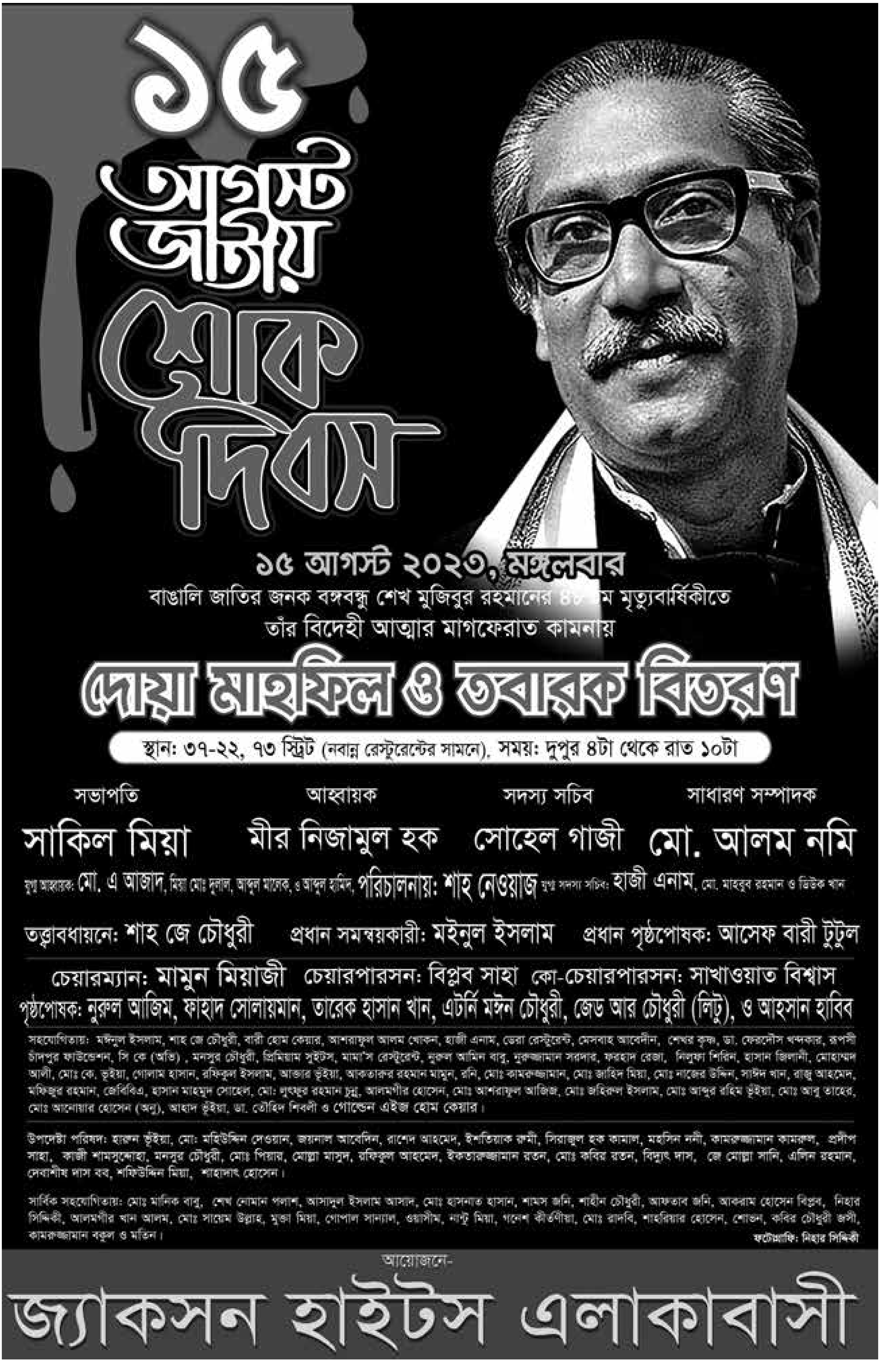
১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস
১৫ আগস্ট ২০২৩, মঙ্গলবার
বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে
তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়
দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ
স্থান: ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়: দুপুর ৪টা থেকে রাত ১০টা
সভাপতি
সাকিল মিয়া
আহ্বায়ক
মীর নিজামুল হক
সদস্য সচিব
সোহেল গাজী
সাধারণ সম্পাদক
মো. আলম নমি
যুগ্ম আহ্বায়ক: মো. এ আজাদ, মিয়া মোঃ দুলাল, আব্দুল মালেক, ও আব্দুল হামিদ, পরিচালনায়: শাহ নেওয়াজ যুগ্ম সদস্য সচিব: হাজী এনাম, মো. মাহবুব রহমান ও তৌফিক খান
তত্ত্বাবধায়নে: শাহ জে চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারী: মইনুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষক: আসেফ বারী টুটুল
চেয়ারম্যান: মামুন মিয়াজী চেয়ারপারসন: বিপ্লব সাহা কো-চেয়ারপারসন: সাখাওয়াত বিশ্বাস
পৃষ্ঠপোষক: নুরুল আজিম, ফাহাদ সোলায়মান, তারেক হাসান খান, এটর্নি মঈন চৌধুরী, জেড আর চৌধুরী (লিটু), ও আহসান হাবিব
সহযোগিতায়: মঈনুল ইসলাম, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, আশরাফুল আলম খোকন, হাজী এনাম, ডেরা রেস্টুরেন্ট, মেসবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, সি কে (অভি), মনসুর চৌধুরী, প্রিমিয়াম সুইটস, মামা'স রেস্টুরেন্ট, নুরুল আমিন বাবু, নুরুজ্জামান সরদার, ফরহাদ রেজা, দিলুফা শিরিন, হাসান জিলানী, মোহাম্মদ আলী, মোঃ কে. ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আক্তার ভূইয়া, আকতারুর রহমান মামুন, রনি, মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ জাহিদ মিয়া, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, মফিজুর রহমান, জেবিবিএ, হাসান মাহমুদ সোহেল, মোঃ লুৎফুর রহমান চুন্নু, আলমগীর হোসেন, মোঃ আশরাফুল আজিজ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহিম ভূইয়া, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনু), আহাদ ভূইয়া, ডা. তৌহিদ শিবলী ও গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার।
উপদেষ্টা পরিষদ: হারুন ভূইয়া, মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, জয়নাল আবেদিন, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক জামাল, মহসিন ননী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, মোঃ পিয়ার, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহমেদ, ইকতারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস বব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন।
সার্বিক সহযোগিতায়: মোঃ মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান, শামস জনি, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, নিহার সিদ্দিকী, আলমগীর খান আলম, মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া, গোপাল সান্যাল, ওয়াসীম, নান্টু মিয়া, গনেশ কীর্তনীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, কবির চৌধুরী জলী, কামরুজ্জামান বকুল ও মতিন।
ফটোগ্রাফি: নিহার সিদ্দিকী
আয়োজনে-
জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে কী হতে চলেছে

সেলিম খান

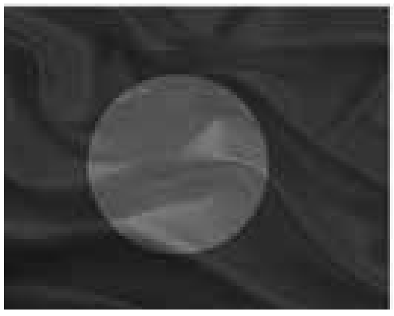

আগামী এক বছরেরও কম সময়ে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী পাঁচ বছর কারা ক্ষমতায় থাকবে, তা ঠিক করবে এই তিন দেশের ভোটাররা। এদের মধ্যে প্রথমে; অর্থাৎ, আগামী নভেম্বরে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হবে। এখন পর্যন্ত তেমনটাই বলা হচ্ছে। আর আগামী ডিসেম্বর বা জানুয়ারির শুরুতে আমাদের দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। সব শেষ মে ২০২৪-এ ভারতে লোকসভা নির্বাচনের কথা রয়েছে। যদিও আগামী বছর আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হবে। ২০২৪-এর ৭ মে রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ওই বছরেরই শেষের দিকে (৫ নভেম্বর) ঠিক হবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ভবিষ্যৎ।

আমরা আপাতত দুই পরাশক্তিকে নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে এই উপমহাদেশের দিকে নজর দিই। কারণ, প্রথম তিনটি দেশ একই উত্তারধিকার হিসেবে ব্রিটিশ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিজেদের রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ, এই ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন এবং তাঁরাই ঠিক করবেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। তবে একই উত্তরাধিকার নিয়ে চললেও বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানের প্রেক্ষিত একেবারেই ভিন্ন। মিল শুধু একটি জায়গায়, নির্বাচনকে ঘিরে টানটান উত্তেজনা। উত্তেজনার ধরন অবশ্য প্রকৃতিগতভাবে আলাদা।

পাকিস্তানের কথাই ধরা যাক। পাকিস্তান বোধহয় বিশ্বের একমাত্র দেশ, যেখানে কোনো প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বছরের মেয়াদ পুরো করতে পারেননি। দীর্ঘ দিন সামরিক শাসনে থাকা দেশটিতে কেন কেউ মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি, সে প্রশ্ন অবান্তর। মুখ্য হলো, রাওয়ালপিন্ডির সেনা কর্মকর্তারা কী চান। ২০১৮-তে নওয়াজ শরিফকে বিদায় দিয়ে তাঁদের মনে হয়েছিল পাঠান ইমরান খান হতে পারেন তাঁদের নিরাপদ সঙ্গী। কিন্তু ক্ষমতা পেয়ে খানসাহেব যে এভাবে বেঁকে বসবেন, তা তাঁরাও ভাবতে পারেননি! ফলে মেয়াদ শেষের আগেই ইমরানকে বিদায় দিয়ে ক্ষান্ত দেননি সেনা কর্মকর্তারা। তাঁকে জেলের ভাত (রুটিও হতে পারে) খাওয়ানোর সব আয়োজন পাকা বলা চলে। নভেম্বরের নির্বাচনে ইমরান বা তাঁর দল অংশ নিতে পারবে কিনা, তা নিয়েও সংশয় থেকেই গেছে।

ইমরানের বিরুদ্ধে বাকি অধিকাংশ দল, বিশেষ করে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ও পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) একাট্টা হওয়ায় পিন্ডির সামরিক কর্তারা একটু স্বস্তিতে। আর প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আগামী ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের দিনে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেছেন। এতে প্রাথমিক একটা ল্যাটা চুকলেও সমস্যা দেখা দিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবেন? সরকারের বড় শরিক পিপিপির সাথে এ ব্যাপারে এখনো মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেননি শাহবাজ। এরপর আছে ইমরান খানকে জেলে পুরে তাঁর দলকে (তেহরিক-ই-ইনসাফ) নির্বাচনের আঙিনা থেকে শত হাত দূরে রাখতে সেনা কর্তাদের চাপ। অথচ এখন পর্যন্ত জনপ্রিয়তার দৌড়ে ইমরান ও তাঁর দল অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। আর সেনাকর্তারা যেভাবে তাঁকে শহীদী মর্যাদা দিতে চলেছেন, তাতে ইমরান বলতেই পারেন, বিশ্বকাপ জেতার চেয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া অনেক সহজ। তাই শাহবাজ বা তাঁর সরকারের শরিকেরা যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় বসে যে খুব ভালো আছেন, এ কথা বলা কঠিন। কারণ ক্ষুধার্ত বাঘ সব সময় শিয়রে দাঁড়িয়ে। কখন যে কাকে গিলে খাবে বলা কঠিন।

আর দেশের অর্থনীতির কর্কট রোগ তো আছেই। আইএমএফ, চীন, সৌদি আরব বা সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাহায্যে কত কাল টিকে থাকা যাবে- এ এক লাখ টাকার প্রশ্ন। ডলারের দাম বাড়ায় গত দেড় বছরেরও কম সময়ে নগদ অর্থের মালিকদের সম্পদের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে গেছে। ফলে নভেম্বরের নির্বাচনে যারাই ক্ষমতায় আসবে, তাদের জন্য বিশেষ কোনো সুখবর থাকছে না, তখতে বসা ছাড়া।

আমাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এখনো মাস পাঁচেক বাকি। এরই মধ্যে বেশ জমে উঠেছে রাজনীতির মাঠ। শুধু দেশের বড় দুই দল নয়, ছোট-মাঝারি সব দল বা সংগঠনই মাঠে। ফলে পাল্টাপাল্টির খেলায় রাজনীতিতে একটা প্রাণবন্তভাব ফিরে এসেছে। বাইরের দেশগুলোও আমাদের নির্বাচন নিয়ে এবার অনেক আগে থেকে আগ্রহ দেখাচ্ছে। এই আগ্রহকে সরকার বাড়াবাড়ি মনে করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে অভিযোগ তুলেছে। সব মিলিয়ে এই প্রাণবন্ততাই বাঁচিয়ে রাখবে দেশের আগামী দিনের রাজনীতিকে। এটা এই পেশার সাথে যারা যুক্ত তাদের জন্য যেমন সুখবর, তেমনি দেশের জন্যও। গণতান্ত্রিক ধারার অবশ্যকীয় অংশ এই রাজনৈতিক উত্তেজনা।

যদিও এই উত্তেজনার একটি অংশ হলো নির্বাচন দলীয় না নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে- এই বিতর্ক। এই বিতর্কে ঘুরপাক খাওয়ার কারণে ইতিমধ্যে এ নিয়ে যে অনেক তাত্ত্বিক বিষয় উঠে আসছে, তা হয়তো অনেকের চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তাঁরা শুধু রাজপথে উত্তেজনা বা সংঘাতের আশঙ্কা- এ নিয়েই চিন্তিত। ভুলে গেলে চলবে না প্রায় চার শ বছর আমেরিকায় একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলে আসলেও মাত্র তিন-সাড়ে তিন বছর আগে ক্যাপিটল হিল দখল করে নিয়েছিল পরাজিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উগ্র সমর্থকেরা। অনেক কংগ্রেস সদস্য ও সিনেটর লুকিয়ে থেকে প্রাণে বেঁচেছিলেন। মার্কিন কংগ্রেসের তৎকালীন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির ল্যাপটপসহ সব নিয়ে গিয়েছিল ট্রাম্প সমর্থকেরা। ওই ঘটনা ছিল আমেরিকার ইতিহাসে নজিরবিহীন। তা থেকে আমেরিকার রাজনীতিকেরা শিক্ষা নিয়েছেন নিশ্চয়। কিন্তু ওই ঘটনার জন্য গণতান্ত্রিক ধারা তো ব্যাহত হয়নি। গণতন্ত্রের সৌন্দর্য এখানেই। সেখানে নানা মত-পাল্টা মত নিয়ে আলোচনা, আন্দোলন চলতে চলতে তা রেল লাইনের মতো না এগিয়ে মিলিত হয় একটি বিন্দুতে।

দলীয় না নিরপেক্ষ সরকার- এই বিতর্ক চলার মধ্যেই উঠে এসেছে নানা প্রস্তাব। এই ধরনের সংকট কাটাতে কেউ প্রস্তাব দিচ্ছেন দ্বিস্তরবিশিষ্ট জাতীয় সংসদ, যার উচ্চকক্ষ সব সময় সচল থাকবে। বিশ্বের সর্বত্র যেমন হয়। বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তান ব্রিটিশ শাসনের উত্তারাধিকার হওয়ার কারণে এখানে ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচের সরকার ও নির্বাচনী কাঠামো বর্তমান। এই কাঠামোর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো বহুদলীয় নির্বাচনে এখানে কোনো প্রার্থী ৫০ ভাগের অনেক কম ভোট পেয়েও জিতে যেতে পারেন। কোনো দল মাত্র ৩০-৪০ ভাগ ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ক্ষমতায় বসতে পারে। আর জেতার পরে বিরোধীদের কোনো পাত্তা না দিয়েও বহাল তবিয়তে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতে পারে। এরই বিকল্প হিসেব কেউ কেউ আনুপাতিক ভোটের হারে আসন সংখ্যা নির্ধারণের প্রস্তাব দিচ্ছেন। বিশ্বে জনগণের ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয় যেসব দেশে, তার ৬৫ ভাগ দেশেই এই আনুপাতিক ভোট ব্যবস্থা চালু আছে। এতে করে আইনসভায় একেবারে ছোট দলগুলোরও প্রতিনিধি থাকার সুযোগ তৈরি হয়। এই ব্যবস্থায় আইনসভার পাশাপাশি গণতন্ত্রই আরও শক্তিশালী হয়। কেউ কেউ আবার বলছেন, পুরোটা আনুপাতিক ভোটের হারে না করতে পারলে অন্তত অর্ধেক করা যেতে পারে, যেমনটা প্রতিবেশি নেপাল করেছে।

সব মিলিয়ে রাজপথের উত্তেজনার পাশাপাশি সরকার ব্যবস্থা নিয়ে এই তাত্ত্বিক আলোচনাও অনেক বড় প্রাপ্তি। মনে রাখা ভালো, তাত্ত্বিক আলোচনার ওপরেই গড়ে ওঠে ব্যবহারিক কাঠামোর সৌধ। ফলে আজ যত উত্তেজনাই রাজধানীর রাজপথে থাকুক না কেন, তা নিয়ে বিচলিত বা উৎকণ্ঠিত হওয়ার কারণ দেখি না। বরং রাজনীতিহীনতাকে দূর করতে এ ধরনের অহিংস উত্তেজনাকে স্বাগত জানানোই যায়।

এই উপমহাদেশে এখনো পর্যন্ত ভারতেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থায়ী রূপ পেয়েছে। সে কারণে দেশটি তার প্রতিবেশীদের কাছেও অনুসরণীয় ছিল। কিন্তু গত এক দশকে যে পরিবর্তন এসেছে, তাতে সেখানকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে সবাই চিন্তিত। এর উল্টো পাশে আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একক জনপ্রিয়তা। এই দৌড়ে তিনি অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। ফলে মোদির কাঁধে ভর করে বিজেপি যদি আবারও ভারতে ক্ষমতায় আসে, তাহলে নিজেদের ব্যর্থতার কথাই ভাবতে হবে কংগ্রেসসহ সব বিরোধী দলকে।

লোকসভার গত দুটো নির্বাচনে হারের পর বিরোধীরা কোনো শিক্ষা নেয়নি এমন নয়। বিরোধীদের মধ্যে এবার কংগ্রেস অনেক নমনীয়। কংগ্রেসের উদ্যোগে নতুন জোট ইন্ডিয়া (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স) আত্মপ্রকাশ করেছে। কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছে, ওই দল থেকে প্রধানমন্ত্রী হতে হবে এ রকম কোনো পূর্বশর্ত তাদের নেই। ফলে ২৬টি দলের এই জোটে অন্যরা এবার অনেক বেশি খোলা মনে আছে। তবে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে হটাতে কংগ্রেসের যে কোনো বিকল্প নেই, এটাও অন্য শরিকেরা ভালোমতোই বুঝেছে। মনিপুরের ঘটনায় সম্প্রতি ইন্ডিয়া জোটের দলগুলো এক হয়ে যেভাবে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন পণ্ড করে দিয়েছে, তাতে মোদির কিছুটা হলেও ভয় পাওয়ার অবকাশ আছে। এই একই বিষয়ে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে বিরোধী পক্ষ। এই প্রস্তাবে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তারা এটা করেছে এই ভেবে যে, মনিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদে দাঁড়িয়ে কিছু অন্তত বলুন, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি মনিপুরেও বিজেপি ক্ষমতায়। ফলে এই রাজ্যের জাতিগত সহিংসতা এখন দলটির গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোদিকে দূরে রেখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নেতৃত্বে সমস্যা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

আসলে বিজেপি ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে আগের দুবারের মতো মোদি বনাম রাহুল- এই লড়াইয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আর এই ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য মল্লিকার্জুন খাড়গের মতো দলিত নেতাকে সভাপতি পদে বসিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী ও তাঁর সন্তানেরা। ১৯৮৪ সালের পর; অর্থাৎ, গত প্রায় ৩৯ বছর বছরে গান্ধী পরিবারের কেউ প্রধানমন্ত্রী না হওয়া সত্ত্বেও ওই পরিবারের বশংবদ শাসনের অভিযোগ ক্রমাগত করে চলেছে বিজেপি। একে ভোঁতা করে দিতেই রাহুল প্রথমে দলের সভাপতি পদ ছেড়েছেন, এখন দলের কারও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা না থাকার কথা জানিয়েছেন। এতে করে লড়াইয়ের অভিমুখ মোদি-রাহুল থেকে ঘুরিয়ে মোদি-খাড়গের দিকে নিতে পেরেছে কংগ্রেস। ফলে লাভ হলো, রাহুলকে যেভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিজেপি আক্রমণ করতে পারত, খাড়গের বেলায় তা কঠিন। কারণ, দলিত কোনো নেতাকে আক্রমণের ঝুঁকি নির্বাচনের আগে বিজেপি নিতে পারবে না। দেশের বিভিন্ন স্থানে দলিত সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে ইতিমধ্যে বিজেপি বেশ বেকায়দায় আছে।

ভারতের বিগত দুটি লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে, সে দেশের ভোটাররা কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বাচনে আলাদা বিবেচনা নিয়ে ভোট দেয়। এটা বিজেপির জন্য যতটা সুবিধার, তাদের বিরোধীদের জন্য ততটাই উদ্বেগের। ইন্ডিয়া জোট এই বাধা কতটা কটিয়ে উঠতে পারবে তার ওপর নির্ভর করছে তাদের সাফল্য, বিশেষ করে হিন্দিভাষী রাজ্যগুলোতে। আর যদি তা না পারে, তাহলে আবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে নরেন্দ্র মোদি তাঁর কংগ্রেসি পূর্বসুরী জওহরলাল নেহেরুর টানা ক্ষমতায় থাকার রেকর্ড ভেঙে দেবেন। মোদির হাতে তৈরি হওয়া নতুন ভারতের আখ্যান নীরবে মেনে নিতে হবে কংগ্রেস ও তার সাথীদের।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

মাহবুবুর রহমানকে আজীবন সম্মাননা সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশনের

উত্তর আমেরিকা অফিস

বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশনের ঈদ পুনর্মিলনী ও পারিবারিক মিলনমেলায় আজীবন সম্মাননা জানানো হয়েছে সাংবাদিক মাহবুবুর রহমানকে। প্রবীণ সাংবাদিক এবং প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নিয়মিত কলামিস্ট মাহবুবুর রহমান নিজের এলাকার লোকজনের সম্মামনা গ্রহণ করে বলেছেন, নিজের এলাকার লোকজনের এমন ভালোবাসা প্রাপ্তি তাঁর জন্য গর্বের ও অহংকারের। নিজের পেশা দিয়ে নিজের এলাকার মানুষের হৃদয় জয় করাটা কঠিক কাজ হলেও গত ৫০ বছর তিনি পেশার সাথে সৎ থেকে দায়িত্ব পালন করে গেছেন বলে উল্লেখ করেন। তাঁর এ অগ্রযাত্রায় পাঠক ও জনসমাজ ব্যাপকভাবে পাশে ছিলেন বলেই সাংবাদিকতার অগ্রযাত্রা সবসময়ই আনন্দের ছিল বলে মাহবুবুর রহমান উল্লেখ করেন। তাঁকে সম্মাননা জানানোর জন্য তিনি সদর অ্যাসোসিয়েশনকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৩০ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের গুলশান ট্যারেসে আয়োজিত সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে খ্যাতিমান সাংবাদিক-লেখক মাহবুবুর রহমানকে ছাড়াও সম্মাননা দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মরহুম কামাল আহমেদ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দি অপটিমিস্টসকে। ঈদ পুনর্মিলনী উপলক্ষে সিলেট সদরবাসীর মিলন মেলা বসেছিল গুলশান টেরেসে। এ অনুষ্ঠানে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার লেখক সাংবাদিকসহ জনসমাজের উল্লেখযোগ্য লোকজন উপস্থিত ছিলেন। ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও।

সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক রানা ফেরদৌস চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে ভার্সুয়ালী বক্তব্য রাখেন সিলেট সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, এলিস আইল্যান্ড পদকে ভূষিত একমাত্র বাংলাদেশী বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

সাংবাদিক-লেখক মাহবুবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের নানাদিক তুলে ধরেন নিউইয়র্ক মেডিক্যাল কলেজের ইউরোলজি বিভাগের চেযারম্যান অ্যান্ড ডাইরেক্টর প্রফেসর ডা. সাদউজ্জামান চৌধুরী, ঠিকানার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এমএম শাহীন ও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সংস্করণের সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন। অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক রানা ফেরদৌস চৌধুরী ঠিকানার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এমএম শাহীন ও ৪ নং সাব সেক্টর কমান্ডার, সিলেট পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবরুল হোসেন বাবুলসহ সংগঠনের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে সাংবাদিক-লেখক মাহবুবুর রহমানের হাতে আজীবন সম্মাননা তুলে দেন। পরে সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অতিথিদের সাথে নিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মরহুম কামাল আহমেদের কন্যা রোমানা আহমেদ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দি অপটিমিস্টস'র সাধারণ সম্পাদক নিশাতের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট হস্তান্তর করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফোবানার সাবেক প্রেসিডেন্ট বেদারুল ইসলাম বাবলা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুনেদ খান, বিশিষ্ট শিল্পপতি জহিরুল ইসলাম, ইভেন্ট কমিটির আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম নাসিম, সমন্বয়কারী আব্দুল ওয়াদুদ ও সদস্য সচিব মিনহাজ চৌধুরী, সংগঠনের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সেলিনা উদ্দিন প্রমুখ।

নিউইয়র্ক মহানগর আ.লীগের সমাবেশ

শেখ শফিকুর রহমান

দেশব্যাপী বিএনপি জামায়াতের হত্যা ষড়যন্ত্র অগ্নি সন্ত্রাস নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে জ্যাকসন হাইটসে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগ। ৩০ জুলাই রোববার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান,সহসভাপতি এম উদ্দীন আলমগীর,সহসভাপতি বাবুল আহমদ,যুগ্ন সাধারন সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু,যুগ্ন সম্পাদক সিবলী সাদিক,সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুল হক হায়দার,সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন আহমদ,তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক গোলাম হাসান,ব্রঙ্কস বরো আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত,সাধারন সম্পাদক মোশাহিদ চৌধুরী,উপদেষ্টা তোফাজ্জল আলী,সদস্য আবুল কাসেম প্রমূখ। সমাবেশ শেষে মিছিল সহকারে বিভিন্ন শ্লোগানে ড্রাইভারসিটি প্লাজা প্রদক্ষিন করেন।

আ.লীগ মনে করে জাপাকে কোরবানি করা যায়: কাদের

ঢাকা অফিস

জি এম কাদের

জাতীয় পার্টির (জাপা) রাজনীতি সঠিক ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন খোদ দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর বনানীতে চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এক সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন। কাদের বলেন, 'মানুষ আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ভাবে। মানুষ বিকল্প চায়। কিন্তু আমরা (জাপা) বিকল্প হতে পারিনি। কারণ, আমাদের রাজনীতি সঠিক ছিল না।'

জাপা চেয়ারম্যান আরও বলেন, 'বিএনপি আমাদের অনেক ক্ষতি করতে চেয়েছে, আমরা সেটা রুখতে পেরেছি। কিন্তু আওয়ামী লীগ ঘরের ভেতরে ঢুকে আমাদের দল ভাঙতে চেয়েছে, এখনো চেষ্টা করছে। তারা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এ কারণেই মানুষ আমাদের গৃহপালিত মনে করে, আর আওয়ামী লীগ মনে করে, আমাদের কোরবানি করা যায়।'

নির্বাচন প্রসঙ্গে জাপা চেয়ারম্যান বলেন, 'নির্বাচনের নামে সিলেকশনে যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের দল যা সিদ্ধান্ত নেবে, তা-ই হবে। আমি শুধু আমার উপলব্ধি তুলে ধরছি। লোভ-লালসায় যারা আক্রান্ত হবে, তাদের ভবিষ্যৎ সুখকর হবে না। দেশের মানুষ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। বিশ্ববাসী বর্তমান পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে।' কাদের বলেন, জনগণ এই অবস্থা থেকে মুক্তি চায়। যারা জনগণের মুক্তির জন্য লড়াই করবে, জনগণ তাদের পক্ষে থাকবে। আমাদের রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করতে হবে। সত্যিকারের নির্বাচনের জন্য যে আন্দোলন, তাতে সমর্থন দিতে হলে মাঠেই দিতে হবে।

জি এম কাদের আরও বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার করা হচ্ছে, অনির্বাচিত সরকার বা সংবিধানের বাইরে যারা ভোট চাইবে, তাদের প্রতিহত করা হবে।

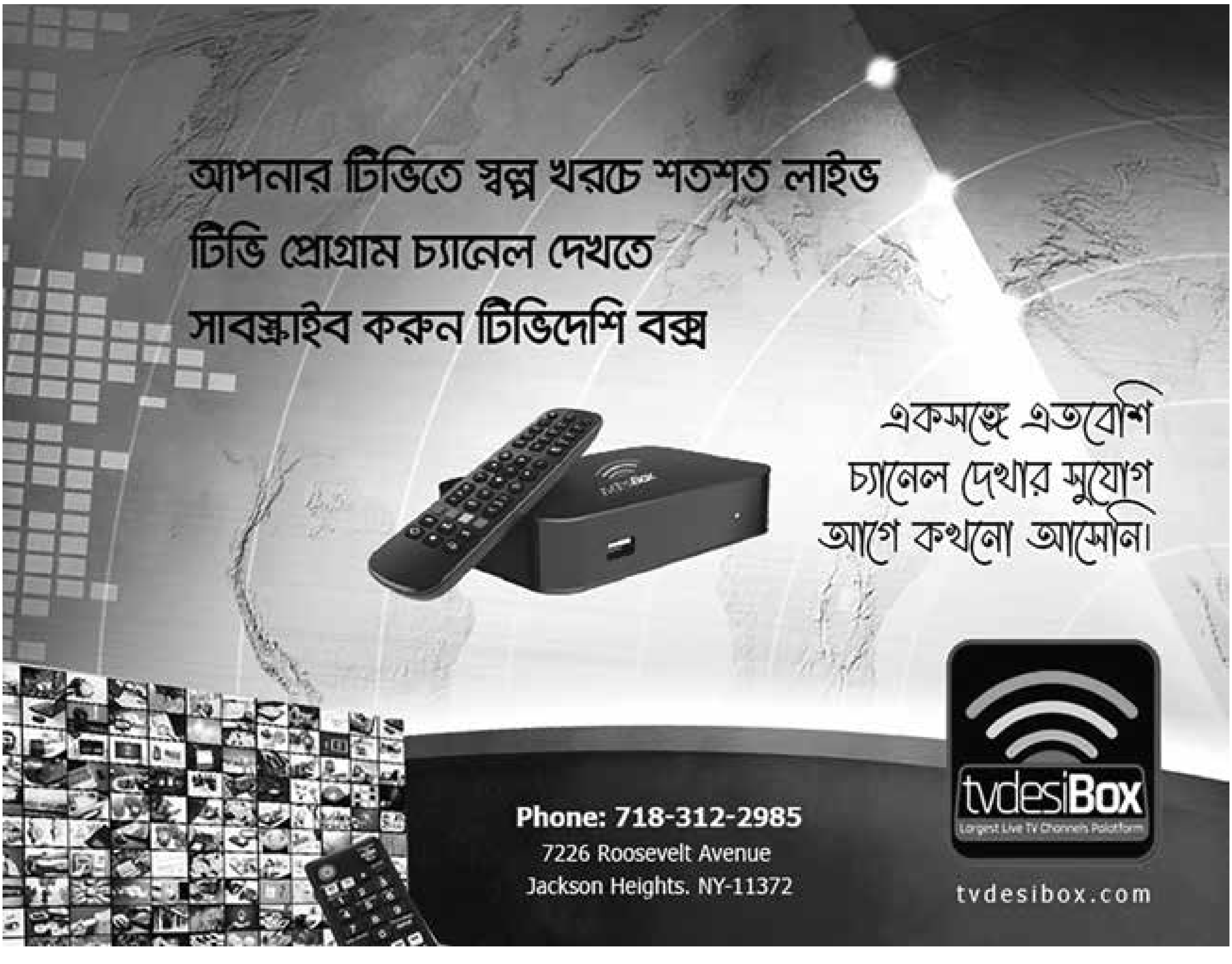

সিনেমার সাফল্যে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে পাইরেসি

বিশেষ প্রতিনিধি

মুক্তি পাওয়া আফরান নিশোর ‘সুড়ঙ্গ’ এবং শাকিব খানের ‘প্রিয়তমা’ সিনেমা দুটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। উত্তর আমেরিকায় সুড়ঙ্গ সিনেমার টিকিট নিয়ে দর্শকের হুড়োহুড়ি দেখা গেছে। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও দাপট দেখাচ্ছে সুড়ঙ্গ ও প্রিয়তমা। একসঙ্গে দুই সিনেমার সাফল্যে সবাই যখন সুদিনের আভা দেখতে পাচ্ছিলেন, তখন সে পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরোনো ব্যাধি পাইরেসি। গত কয়েক দিনে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে সিনেমা দুটির হল প্রিন্ট।

এমন দুঃসময়ে যখন ইন্ডাস্ট্রির সবার এক হয়ে লড়ার কথা, সেখানেও চলছে কাদা-ছোড়াছুড়ি। পরোক্ষভাবে একে অন্যকে দোষারোপের খেলায় মেতে উঠেছেন দুই সিনেমার শিল্পী-কলাকুশলীরা। সুড়ঙ্গর নির্মাতা রায়হান রাফী বলেছেন, ‘একটি চক্র পরিকল্পিতভাবে এমনটা করেছে। একটা ফিল্মকে পাইরেসি করা হলো পরিকল্পনা করে। শুরুতেই ছেড়ে দেওয়া হলো ইম্পর্ট্যান্ট ক্লাইমেক্স সিন। এখন পুরো সিনেমা। একটি সুনির্দিষ্ট চক্র সুড়ঙ্গের পেছনে লেগেছে, তাদের কারণে পাইরেসির শিকার হয়েছে সুড়ঙ্গ।’

২১ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে সুড়ঙ্গ মুক্তির পরেই অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে সিনেমাটি। অনেকেই মন্তব্য করেন, ভারত থেকেই সিনেমাটি পাইরেসির শিকার হয়েছে। তবে সম্পাদক সীমিত রায় ও নির্মাতা রাফী জানিয়েছেন, সিনেমাটির বাংলাদেশি ভার্সন পাইরেসি হয়েছে এবং সেটি দেশের হল থেকে। তাঁদের অভিযোগ, সুড়ঙ্গ পাইরেসির সঙ্গে হল কর্তৃপক্ষ জড়িত। তা না হলে, ফাঁকা হলে পুরো সিনেমা চালিয়ে ভিডিও ধারণ করা অসম্ভব। জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে রাফী বলেন, ‘ভিডিওগুলো যারা অনলাইনে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে। পাইরেসি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এবং এই অপরাধের শাস্তি অপরাধীদের পেতেই হবে। আমরা সেটা নিশ্চিত করবই।’

এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে পুলিশের তদন্ত বিভাগ ডিবি অফিসে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন সুড়ঙ্গের প্রযোজক ও নির্মাতা। এ সময় তাঁদের সঙ্গে প্রিয়তমা সিনেমার প্রযোজক আরশাদ আদনানও উপস্থিত ছিলেন।

১৪ কংগ্রেস সদস্যের চিঠি

শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশকে বাঁধাগ্রস্থ করার চেষ্টা চলছে: মোমেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

আব্দুল মোমেন

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসের ১৪ সদস্য। একই সঙ্গে তাঁরা জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের সদস্যপদ স্থগিত রাখার আহ্বান জানান। এসব বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তাঁরা ২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত লিন্ডা টমাস-গ্রিনফিল্ডকে চিঠি দিয়েছেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবুল মোমেন বলেছেন, কিছু লোক সরকারের ক্ষতি করতে দেশ ধ্বংসের তালে মেতে ওঠেছে। বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে না নিতে টাকা খরচ করছে। ২৮ জুলাই শুক্রবার

সিলেটের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য বব গুড এক টুইট বার্তায় (বর্তমান এক্স) বলেছেন, ‘বাংলাদেশের মানুষের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অধিকার রয়েছে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর বাংলাদেশ সরকারের সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে আমি ও আমার ১৩ সহকর্মী জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছি।’

লিন্ডা টমাস-গ্রিনফিল্ডকে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের সন্ত্রাস, নির্যাতন, এমনকি বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যার অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ জানাতে তাঁরা এ চিঠি লিখেছেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ফ্রিডম হাউস, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারসসহ অনেক মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য নথিভুক্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ভয়ভীতি, হামলা, মিথ্যা মামলায় কারাদণ্ড, নির্যাতন, গুম, এমনকি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড।

বিএনপির শিষ্টাচার নেই: তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

হাছান মাহমুদ

বিএনপির রাজনৈতিক শিষ্টাচার নেই বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ। রংপুরে বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন্দ্র প্রকল্পস্থল পরিদর্শন শেষে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ মন্তব্য করেন হাছান মাহমুদ।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘আমরা এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিএনপির অনেক নেতা যখন গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁদের খোঁজখবর নিয়েছি, যাতে কোনো অসুবিধা না হয়।’ তিনি বলেন, ‘এটি আমাদের দলের শিষ্টাচার, যা আমাদের আওয়ামী লীগের সভাপতি জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিখিয়েছেন। এই শিষ্টাচার বিএনপির মধ্যে নাই, এর মর্মও তারা বোঝে না।’

হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বেগম মতিয়া চৌধুরীকে রাসেল স্কয়ারে টানাহেঁচড়া করেছে, আমাদের জ্যেষ্ঠ নেতা সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে পুলিশ লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে। তাদের সেবা-শুশ্রূষা তো দূরের কথা, কোনো কিছুই করা হয়নি।’

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টপিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরোল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

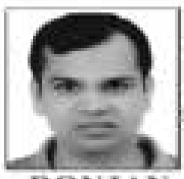
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকা টিস্যুর ব্যাথা নিয়মতের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সাহায্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

ইমাম ও কমিউনিটি লিডারদের সম্মানে মুনা'র ডিনার

উত্তর আমেরিকা অফিস

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা মুনা'র আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ আগস্ট অনুষ্ঠেয় 'মুনা কনভেনশন ২০২৩' সামনে রেখে ইমাম ও কমিউনিটির লিডারদের সম্মানে মতবিনিয়ম ও ডিনারের আয়োজন করেন মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন। গত ৩০ জুলাই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় সিটির হলিসে মুনা সেন্টার অফ জ্যামাইকায়। জোন নিউইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি মো: রাশেদুজ্জামান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুনার ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী, সিপিএ। মে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল এস্টিটেন্ট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আবু আহমদ উবাইদা, ন্যাশনাল সোস্যাল সার্ভিস বিভাগের ডাইরেক্টর আব্দুল্লাহ আল আরিফ।

ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ, ইমাম ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতায় কামনা করে বলেন, আল◌াহর অশেষ রহমতে, বিগত বছরগুলোতে বিশাল আকারের মুনা কনভেনশন বাস্তবায়ন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। তিন দিনব্যাপী ওই কনভেনশন বাংলাদেশি কমিউনিটি সহ আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটির মাঝে ব্যক্তি এবং সমাজ গঠনে প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আমরা মুনা ন্যাশনাল সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে এবং আপনাদের মাধ্যমে গোটা বাংলাদেশী কমিউনিটি কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এবারের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং থিম নির্ধারণ করা হয়েছে আল-কোরআন গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি।

তিনি বলেন, আল কোরআন পথনির্দেশ করে গোটা মানব জাতিকে। কল্যাণকর ও নির্ভুল পথ পরিদর্শন করে পথভ্রান্ত দিকহারা মানবতাকে। ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন, মানব দেহের অভ্যন্তরে লুকায়িত অন্তর বিন্দু থেকে সৃষ্টি লোকের বিশাল বিস্তৃত মানব সম্পর্কিত প্রতিটি স্তরে বিশ্ববাসীর কল্যাণে এক নির্ভুল গাইড হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে এই মহাগ্রন্থ। এটা বিজ্ঞানময় এটা অলৌকিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রæতি। এটা একজন বিশ্বাসী মানুষের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্যক্তি পরিবার এবং সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র শাশ্বত চ্যালেঞ্জিং বিধান। এটি শুধু মুসলিম তথা ইসলামে বিশ্বাসী দের জন্য নয় এটা গোটা মানব গোষ্ঠীর উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান। এই মহাগ্রন্থের কল্যাণকর পতাকা প্রতিটি হৃদয়ে, প্রতিটি ঘরে , প্রতিটি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে যাক মুনা এই বিশ্বাস ধারণ করেই এবারের কনভেনশনে মূল কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছে। এই কাজে আপনাদের মাধ্যমে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি ।

অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বলেন, মুনা আমেরিকার একটি দাওয়াতি ও সামাজিক সংগঠন। মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়নর জন্য

আফগান ও মার্কিন প্রতিনিধিদলের দোহায় বৈঠক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কাতারের রাজধানী দোহায় যুক্তরাষ্ট্র ও আফগানিস্তানের প্রতিনিধিদল বৈঠক করেছে। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, মানবাধিকার এবং বেশ কয়েকজন তালেবান নেতাকে কালো তালিকাভুক্তকরণ দ্বিপক্ষীয় নানা ইস্যুতে তাঁরা আলোচনা করেছেন।

আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতির বরাত দিয়ে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনাদুলু এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সোমবার দুই দিনের প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনা শেষ হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলভি আমির খান মুত্তাকির নেতৃত্বে আফগান প্রতিনিধিদলে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং আফগানিস্তানের ব্যাংকিং খাতের প্রতিনিধি ও আফগান দূতাবাসের কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে ১৫ সদস্যের মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন আফগানিস্তানের জন্য ওয়াশিংটনের বিশেষ প্রতিনিধি টমাস ওয়েস্ট।

বৈঠক প্রসঙ্গে দেয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দুই পক্ষের মধ্যে আস্থা তৈরির লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া, কালো তালিকা ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, আফগান ব্যাংকের আমানত অবমুক্ত করা, আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই এবং মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' এতে আরও বলা হয়, মানবিক সহায়তা, আফগানিস্তানে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ এবং বিশ্বের যেকোনো জায়গায় আফগানদের কাছে কনস্যুলার পরিষেবা পৌঁছে দেয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

আটলান্টিক সিটিতে 'ন্যাশনাল আউট ডে' পালিত

সুব্রত চৌধুরী

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর আগস্ট মাসের প্রথম মঙ্গলবার 'ন্যাশনাল নাইট আউট ডে' পালিত হয়। পুলিশ প্রশাসন ও কমিউনিটির মধ্যে অংশীদারীত্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি ও তা সুদৃঢ় করাই এই দিবস উদযাপনের লক্ষ্য। এর মাধ্যমে মানুষের বসবাসের এলাকাসমূহ নিরাপদ রাখা সম্ভব হয়।

১ আগস্ট মঙ্গলবার নিউজার্সি অংগরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ন্যাশনাল নাইট আউট ডে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। দিনটি পালন উপলক্ষে বড় আয়োজনটি ছিল আটলান্টিক সিটির সভরেন এভিনিউ স্কুলের মাঠে।

আটলান্টিক সিটি পুলিশ বিভাগের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এখানে বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল মুখাবয়বে আঁকিবুকি, খাওয়াদাওয়া, অগ্নি নির্বাপণ মহড়া, র‍্যাফেল ড্র, খেলাধূলা ইত্যাদি।

আটলান্টিক সিটির পঞ্চম ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর আনজুম জিয়া, আটলান্টিক সিটির স্কুল বোর্ড সদস্য লেখক সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরী, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, ষষ্ঠ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী জেফ ডরসি সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ এই আয়োজনে যোগ দেন।

স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন জাস্টিন ট্রুডো

উত্তর আমেরিকা অফিস

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বুধবার ঘোষণা করেছেন--তিনি এবং তার স্ত্রী সোফি গ্রেগোয়ার ট্রুডো আলাদা হয়ে যাচ্ছেন।

জাস্টিন ট্রুডো ও সোফি তাঁদের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে একটি যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সিদ্ধান্তটি নেওয়ার আগে তাঁদের মধ্যে অনেক অর্থবহ এবং কঠিন কথোপকথন হয়েছিল।

তাঁরা লিখেছেন, 'আমরা যা কিছু তৈরি করেছি এবং নির্মাণ চালিয়ে যাব তার জন্য আমরা একে অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা সহ একটি ঘনিষ্ঠ পরিবারে আবদ্ধ থাকবো।'

সন্তানদের মঙ্গল ও সম্মানের জন্য বিচ্ছেদের বিষয়টি গোপন রাখতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা তা পরেননি।

সোফি এবং জাস্টিন ট্রুডোর মধ্যে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল শৈশবে। ২০০৫ সালে বিয়ে করা বিশ্বখ্যাত এই দম্পতির দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি উপাসনালয়ে হামলাকারীর মৃত্যুদণ্ড

বিবিসি

২০১৮ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের পিটার্সবার্গে অবস্থিত একটি সিনাগগে বন্দুক হামলা চালিয়ে ১১ জনকে হত্যার দায়ে অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ফেডারেল জুরি।

বুধবার রাতে এ বিষয়ে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, রায় চূড়ান্ত করার জন্য ১২ সদস্যবিশিষ্ট জুরির সর্বসম্মত ভোটের প্রয়োজন ছিল। প্রসিকিউটররা জুরিকে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ভোট দিতে বলেছিলেন।

জুরি সদস্যরা 'ট্রি অফ লাইফ' নামক ওই সিনাগগে হামলার ঘটনায় ৬৩টি অভিযোগে হামলাকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৮ সালের ওই হামলাটি ছিল আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ইহুদি বিদ্বেষী হামলা।

বুধবার মার্কিন জেলা আদালতের বিচারক রবার্ট কলভিলের কাছে এই রায় দেওয়া হয়। কলভিল এখন জুরির রায় আরোপ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

রবার্ট বোয়ার্স নামের ওই হামলাকারী যে ১১ উপাসককে হত্যা করেছিলেন তাঁদের বয়স ৫৪ থেকে ৯৭ বছরের মধ্যে। এ ছাড়া হামলার সময় ঘটনাস্থলে ছুটে আসা পাঁচ পুলিশ কর্মকর্তা সহ আরও সাতজন আহত হয়েছিলেন।

হামলায় নিহতদের বেশির ভাগ পরিবার মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করেছে। তবে কয়েকটি পরিবার মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করেছে।

জনস্বার্থে শহরের ফুটপাতের শেডগুলি নামানো হচ্ছে

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস্

ফুটপাতের অনাকর্ষণীয় শেডগুলি নামিয়ে দিয়ে শহরের রাস্তা পুনরুদ্ধার করতে, নতুন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা দিয়েছেন সিটিমেয়র এরিক অ্যাডামস্। ৩১ জুলাই সোমবার সাপ্তাহিক কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, সবুজ এবং ধাতববাক্সের কুৎসিত শেডগুলি ফুটপাথকে ঢেকে রাখে। যার ফলে শেডগুলি সূর্যালোককে অবরুদ্ধ করে, পথচারীদের ব্যবসা থেকে দূরেসরিয়ে রাখে এবং অবৈধ কার্যকলাপের সুযোগ দেয়।

অ্যাডামস বলেন, নিউ ইয়র্কবাসীরা ফুটপাথের শেডগুলিতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, আমাদের শহরের অত্যাশ্চর্য স্থাপত্যের কথা ভুলে যাওয়া এখন সহজ তাদের জন্য। নিউ ইয়র্কবাসীদের অনিরাপদ বিল্ডিং এবং নির্মাণ সাইট থেকে রক্ষাকরার জন্য ফুটপাতের শেড তৈরি করা হয়েছিল, তবে এই দৃশ্য এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

শহরের বর্তমান নিয়মগুলি জমির মালিকদের ফুটপাতের শেডগুলি ছেড়ে দিতে এবং মৌলিক নিরাপত্তা শক্তি বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে বলে জানান, মেয়র অ্যাডামস্। তিনি বলেন, বেশিরভাগ শেড এক বছরেরও বেশি সময় ধরে পড়ে থাকে, আবার কিছু শেড এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমাদের রাস্তাগুলো অন্ধকার করে রেখেছে। প্রায়শই, কোনও মেরামতের কাজ নাহওয়া পর্যন্ত শেডগুলি এভাবেই থাকে এবং এর জন্য সম্পত্তির মালিকদের জরিমানা হিসাবে একটি পয়সাও দিতে হয় না। আর একারণে আমাদের শহর জুড়ে প্রায় ৪০০ মাইল শেড রয়েছে যা জনসাধারণের জায়গা দখল করে রেখেছে।

তিনি বলেন, নিউ ইয়র্ক সিটি আগের চেয়ে ভালো অবস্থানে ফিরে এসেছে। আমরা এই শহরকে ফুটপাতের শেড দিয়ে আচ্ছাদিত করে একটি কঙ্কালের শহর হতে দিতে পারি না।

অ্যাডামস্ বলেন, এই কারণেই আমার প্রশাসন "গেট শেডস্ ডাউন" পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্মাণ শেডের নিয়মগুলিকে আরো উন্নত করছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে, পরিস্থিতি বদলে যাবে। সম্পত্তির মালিকরা বছরের পর বছর শেডগুলি রেখে না দিয়ে নিরাপত্তার কাজটি সম্পূর্ণ করতে এবং শেড নামানোর জন্য উৎসাহিত হবে। বিকল্পগুলি ডিজাইন করার জন্য আমরা এভাবেই আমাদের প্রতিভাকে ব্যবহার করতে যাচ্ছি।আমাদের কাছে ইতিমধ্যে নেটের মতো বিকল্পগুলি রয়েছে।

ফুটপাতের শেডগুলির তদারকি এবং প্রয়োগ বাড়াতে যাচ্ছেন বলে জানান মেয়র অ্যাডামস্। তিনি বলেন, আপনি যদি নিউইয়র্কবাসীদের পাবলিক স্পেসগুলো নেন, তবে আপনাকে এর জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। আমরা এই পরিবর্তনগুলি ব্যবসায়িক ডিস্ট্রিক্টগুলোতে ফোকাস করতে যাচ্ছি, যেখানে সম্পত্তির মালিকদের মেরামত কাজের জন্য সংস্থান রয়েছে। যেসব জমির মালিকরা এখনও মহামারী থেকে পুনরুদ্ধার করছে, এই অগ্রগতিগুলি তাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে না। উপরন্তু, জননিরাপত্তা আমাদের প্রধান অগ্রাধীকার থাকবে।

শহরটি অ্যাডামস্ প্রশাসনের নিজস্ব নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্পের সাথে নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছে বলে তিনি জানান। অ্যাডামস্ বলেন, জ্যামাইকান কুইন্স কাউন্টি সুপ্রিম কোর্টে, আমরা একটি ট্রায়াল পরিচালনা করব যেখানে একটি ছয় বছর যাবত ধরে রাখাশেডটি অপসারণ করা হবে এবং নেট দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, প্রতিশ্রুতি দেওয়া, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এই প্রশাসনের কাজ। গত বছর, গভর্নর হোকুলের সাথে, আমরা নতুনএকটি নিউইয়র্ক রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলাম যা আমাদের শহরের পুনরুদ্ধারের জন্য পাবলিক স্পেসের তাৎপর্য তুলে ধরেছিল।ফুটপাতের শেডের প্রতি প্রবণতা জানুয়ারিতে উপস্থাপিত আমাদের কার্যকরী ব্যক্তিদের পরিকল্পনার মূল অংশ।

নিউ ইয়র্কবাসী তাদের আশেপাশে একটি বড় পার্থক্য দেখতে যাচ্ছে বলে জানান মেয়র এরিক এ্যাডামস্। যেমন, আরও বেশিস্থান এবং আলোর পরিমাণ, কম অন্যায় এবং অপরাধের মতো কাজগুলি।

অ্যাডামস্ বলেন, এটি হল সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে আমরা আমাদের শহরকে পুনর্বিবেচনা করি এবং আমাদের ব্যবসায়িকস্থানকে পুনরুজ্জীবিত করি। এই পদ্ধতিতে আমরা নিউ ইয়র্ক সিটিতে ব্যক্তিদের জন্য নগদ অর্থ ব্যয় করতে পারি। তদুপরি, এটি এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে আমরা সকলের জন্য আরও সুরক্ষিত, আরও আড়ম্বরপূর্ণ একটি শহর তৈরি করতে পারি।

অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে যুক্তরাষ্ট্র–ইইউকে ১৪ দলের হুঁশিয়ারি

ঢাকা অফিস

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের নেতারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে (ইইউ) হুঁশিয়ার করেছেন। বুধবার (২ আগস্ট) রাজধানীর শাহবাগে সমাবেশে এই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। বিরোধী বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে জোট এ সমাবেশের আয়োজন করে। জোটের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু এতে সভাপতিত্ব করেন।

আমির হোসেন আমু বলেন, বাংলাদেশে সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত থাকবে। এর বাইরে কোনো অসাংবিধানিক পন্থার স্থান দেশে নেই।

ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ সীমা লঙ্ঘন করছে। তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বারবার হস্তক্ষেপ করছে। যুক্তরাষ্ট্রকে নিজেদের নির্বাচন সামলানোর পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ নিজেই নিজের নির্বাচন সামলাবে। সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেবল জনগণের দ্বারা সমর্থিত নন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বাইরেও বিশ্বে আরও শক্তি আছে। চীন ও রাশিয়াসহ বিভিন্ন বিদেশি শক্তির সমর্থনও আছে শেখ হাসিনার প্রতি।

ঝাঁকজমকপূর্ন ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড

লন্ডন প্রতিনিধি

জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যোগে ইউকে বিআরইউ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান কমিউনিটির বিশিষ্টজনের সরব উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয়বাংলা খ্যাত গ্রেটব্রিটেনে ভাষা-সংস্কৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সমাজ ও কমিউনিটির প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটি কাজ করছে। এমন্তব্য লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমের।

২৮ জুলাই শুক্রবার পূর্বলন্ডনের একটি হলে ইউকে-বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যোগে ইউকে বিআরইউ মিডিয়া এওয়ার্ড বিতরণী ও জার্নাল মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম। সাইদা মুনা তাসনিম আরো বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময় থেকে গ্রেটব্রিটেনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক চমৎকার। দু'দেশের সম্পর্ক আরো গতিশীল হয়েছে জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে। এ সম্পর্ককে ধরে রাখতে বাংলামিডিয়ার সাংবাদিকরা সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছেন। হাইকমিশনার আশ্বস্থ করে বলেন লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন সাংবাদিক প্রশিক্ষণসহ সামাজিক কর্মকান্ডে সাংবাদিকদের পাশে আছে থাকবে।

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি প্রবীন সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সাজিদুর রহমান ও হ্যাপী শারমিনের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বারা অব নিউহাম কাউন্সিলের চেয়ার স্পিকার কাউন্সিলার রহিমা রহমান, লন্ডন বারা অব রেডব্রিজ কাউন্সিলের মেয়র জোছনা ইসলাম, কেমডেন সিটি কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর নাজমা রহমান, লন্ডন বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটে কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম তালুকদার, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিনিস্টার (প্রেস) আশিকুন নবী চৌধুরী ও ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রতিষ্টাতা প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান ।

ইউকে বিআরইউ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২২/২০২৩ প্রাপ্ত গুণী সাংবাদিকরা হলেন প্রয়াত শ্রী অজয় পাল, , সত্যবাণীর বার্তা সম্পাদক নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, ডেইলী ষ্টারের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি আনসার আহমদ উল্লাহ ও চ্যানেল এস টেলিভিশনের হেড অব নিউজ কামাল এইচ মেহেদী।

একই অনুষ্ঠানে ইউকে বিআরইউ বেস্ট রিপোর্টার অব দ্যা ইয়ার ২০২১ পেয়েছেন এটিএন বাংলা ইউকে ম্যানচেষ্ঠার প্রতিনিধি আমিনুল হক ওয়েছে এবং ইউকে বিআরইউ বেস্ট রিপোর্টার অব দ্যা ইয়ার ২০২২ পেয়েছেন জগন্নাথপুর টাইমস এর কন্ট্রিভিউটিং রিপোর্টার, ব্রিটবাংলা গার্ডিয়ানের ম্যানেজিং এডিটর মুহাম্মদ সালেহ আহমদ।

আটলান্টিকের মোহনায় জোছনা উৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিরা মেতে উঠেছিলেন সমুদ্র পাড়ের জোছনা উৎসবে। প্রথমবারের মতো এমন একটি উৎসবের আয়োজন করে রবীন্দ্র উৎসব ও লালন উৎসব কমিটি। ৩১ জুলাই সোমবার আটলান্টিক মোহনার রকওয়ে বিচে এই জোছনা উৎসবের আয়োজনে যুক্ত হয়েছিলেন বিপুল সংখ্যক লোকজন। ভর পূর্নিমায় তারা সমুদ্র সৈকতে জড়ো হয়ে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন। জোছনা উৎসবটি উৎসর্গ করা হয় বাংলা সাহিত্যের নন্দিত লেখক ও কথাসাহিত্যিক প্রয়াত হুমায়ূন আহমেদকে।

ছিমছাম গোছানো, পরিপাটি ও শৈল্পিক আয়োজনে বক্তৃতার বাহুল্য ছিল না। উৎসবের উদ্বোধন হয়েছে ঢোলক নজরুল ইসলামের ঢোলের বাদ্যে। এরপর মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী তাজুল ইমাম গান শুরু করেন। তিনিই উৎসবের প্রধান উপদেষ্টা। এরপরই সেতার শিল্পী মোর্শেদ খান অপু ও প্রখ্যাত তবলাবাদক তপন মোদকের যুগলবন্দি পরিবেশনা উপভোগ করেন সবাই।

নীলা ড্যান্স অ্যাকাডেমির খুদে শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করে। উৎসবে গিটার বাজিয়ে শোনান রেহানা মতলুব, কবি বেনজির শিকদারের লেখা পুঁথি পাঠ করেন আনোয়ারুল হক লাভলু, কবিতা আবৃত্তি করেন গোপন সাহা সহ কয়েকজন। এ সময় ভরা পূর্ণিমার গল্প শোনান চিত্রশিল্পী সৈয়দ আজিজুর রহমান তারিফ। দর্শনার্থীদের তরমুজ, পানীয়, ঝালমুড়ি-চানাচুরসহ বৈকালিক খাবার পরিবেশন করেন শায়লা আফতাব। সংগীত পরিবেশন করেন দিনাত জাহান মুন্নী, শাহ মাহবুব, মরিয়ম মারিয়া, রবিন খান, মাহরুফা তৃণা, কানিজ দীপ্তি, সানজানা তাসমীন, সাগ্নিক মজুমদার এবং তুর্য ও আহনাফের সংগীত দল রেন্ডম তালবাহানা। কোরিওগ্রাফি করেন শান্তনু সাজ্জাদ ও সানজানা তাসমীন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উৎসবের প্রধান উপদেষ্টা তাজুল ইমাম, উপদেষ্টা শিতাংশু গুহ, নূরুল আমিন বাবু, আহ্বায়ক স্বীকৃতি বড়ুয়া, আশা হোম কেয়ারের সিইও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান, জ্যামাইকা সেলিম বিরিয়ানীর স্বত্ত্বাধিকারী আমজাদ হোসেন সেলিম এবং ঢাকা থেকে আগত খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের নেতা ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল নির্মাণ কমিটির আহ্বায়ক বাবু মার্কস গোমেজ।

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় বাংলাদেশ সমিতির ঈদ পুর্নমিলনী পিকনিক অনুষ্ঠিত

জুয়েল সাদত

বাংলাদেশ সমিতি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার আয়োজনে গত ৩০ জুলাই অনুস্থিত হল সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় ইদ পুর্নমিলনী ও কমিউনিটির বার্ষিক পিকনিক।

সেনফোর্ড এর হাইড পার্কে দুপুর ১২ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত চলে দিনব্যাপী ইদ পুনর্মিলনী।

নানা শহরের প্রবাসীরা অনেক দুর দুরান্ত থেকে সেনফোর্ড এর হাউড পার্কে চলে আসেন ১ টার মধ্যে। সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় নানা স্টেটের প্রবাসীরা মুভ করে এসেছেন, সমিতির আমন্ত্রণে অনেকেই ছিলেন উপস্থিত।

সামারের ১০০ ডিগ্রী তাপমাত্রা উপেক্ষা করে সবাই, তারপর এক পশলা মৃদু বৃষ্টির কারনে আবহাওয়া হয়ে উঠে বেশ উপভোগ্য। ছিল বাচ্চাদের নানা ইভেন্ট ও মহিলাদের খেলাধুলার আয়োজন।

ওরলান্ডোর সমিতির পিকনিকে অনেকে শাড়ী ও গহনার দোকান নিয়ে বসেন। সাড়ে তিনশত প্রবাসী দের জন্য নানা পদের খাবারের আয়োজন। আম ভর্তা, মুড়ি ভর্তা সহ নানা মুখরোচক খাবারের আয়োজন।

ছিল লাইভ গানের আসর, স্থানীয় শিল্পিরা ঘন্টার পর ঘন্টা নন স্টপ গান পরিবেশন করেন। বাংলাদেশ সমিতির আনোয়ার হোসেন সেন্টু, নাজিম উল্লাহ লিটন,শামীম মৃধা, নুরুল ইসলাম, জালাল মৃধা, সাইদ আহমদ, ইসহাক আলী,হেলাল আহমদ, সামস ইউ শোভন, জাহিদ আলম, জুয়েল সাদত,স্বপন অধিকারী, মুরাদ হোসেন, জাহাম্গীর হোসেন পুরো পিকনিকের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন।

রাফেল ড্র র ১ পুরস্কার স্পন্সর করেন ইউনুস হোসেন, ২ য় পুরস্কার স্পন্সর করেন রিয়েলটর নিশি, ৩ য় পুরস্কার স্পন্সর করেন একাউনটেন্ট এহসান ৪ র্থ পুরস্কার স্পন্সর করেন মুরাদ হোসেন।

পিকনিকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি রোমেল আহমদ ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি জয়নাল চৌধুরী, বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

দিন ব্যাপী আনন্দ উ্যসবে সাড়ে তিনশত প্রবাসীরা অতিবাহিত করেন।

৩১ জুলাই আটলান্টিক মোহনার রকওয়ে বিচে জোছনা উৎসব

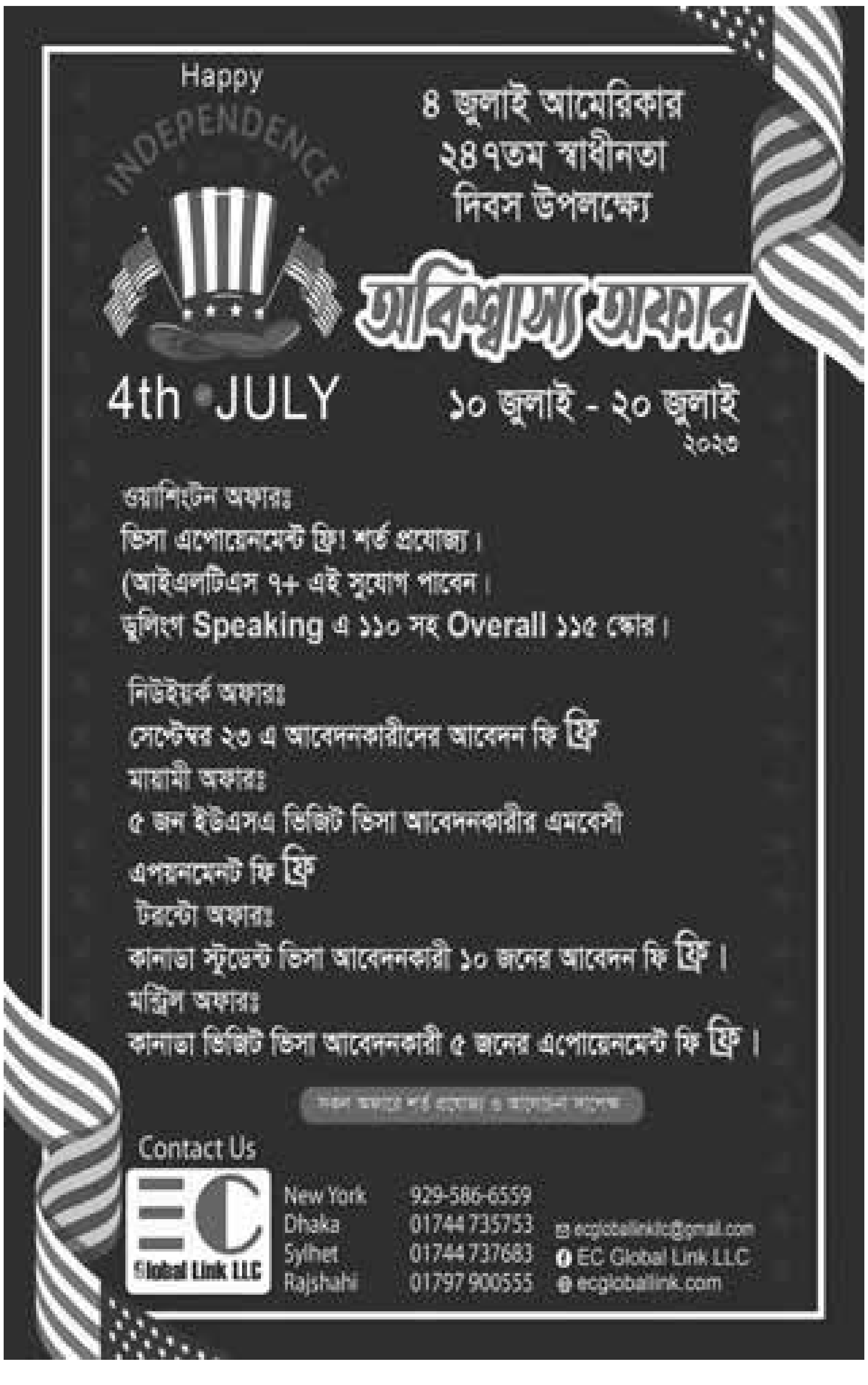

জ্যাকসন হাইটসে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছে মেটা ইনফো টেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

মেটা ইনফো টেক(এমআইটি) প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণে ব্যবসা নয়, কমিউনিটিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটইসের সুপরিসর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে গড়ে তোলা হয়েছে কর্মপ্রত্যাশীদের জন্য একটি আকর্ষনীয় কেন্দ্র। ৩৭ এভিন্যু আর ৭৪ স্ট্রিটের মোড়ে চারতলার আইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। প্রশিক্ষণ শেষে কাজ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। পাশপাশি রয়েছে ক্রমাগত প্রশিক্ষণ ও কেরিয়ারে সাফল্যের জন্য প্রশিক্ষনার্থীদের সার্বক্ষণিক তদারকির ব্যবস্থা।

মাত্র ছয়মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রায় যে কোন ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিকাশমান পেশা গ্রহণ করতে পারেন। অধিকাংশ কাজই এখন রিমোট হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে কাজে নিয়োগ পাওয়ার পরও প্রতিষ্ঠানটি তদাররকি করছে প্রশিক্ষনার্থীদের। ব্যবহার করতে দিচ্ছে তাদের জন্য আলাদা অফিস কিউব।

প্রায় ২০ বছরের প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা মাহবুব সিদ্দিক এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁর বিকাশমান প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও কর্মব্যাপ্তির কথা তুলে ধরেন। ১ আগস্ট মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে সূচনা বক্তব্য রাখেন প্রচারণা প্রতিষ্ঠান ডট কমিউনিকেশনের সিইও রওশন আরা নীপা। সংবাদ সম্মেলনে উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তিবিদ মাহবুব সিদ্দিক বলেন, প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের প্রতি সবারই প্রথমে একটি ভীতি কাজ করে থাকে। তাদের কাছে আসা প্রশিক্ষনার্থীদের প্রথমে প্রশিক্ষণ, সেবা ও কেরিয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করা হয়। এ ধরনের আগ্রহী লোকজনের জন্য প্রথমেই কোন ফি দিতে হবে না। প্রশিক্ষনার্থীদের উপযোগী করে , চাকুরী বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তাদের প্রস্তুত করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর চাকুরীর নিশ্চয়তাই শুধু দেয়া হয়না। নতুন কেরিয়ারে সফল হওয়ার জন্য নিবিড়ভাবে তদারকিও করা হয় এমআইটি'র পক্ষ থেকে।

> সংবাদ সম্মেলনে উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তিবিদ মাহবুব সিদ্দিক বলেন, প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের প্রতি সবারই প্রথমে একটি ভীতি কাজ করে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ইতিমধ্যেই নানা পেশা থেকে আসা লোকজন আইটি প্রশিক্ষণ নিয়ে শতভাগ সফল হয়েছেন। এ সাফল্যকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে কমিউনিটির লোকজনের মধ্যে সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য তারা কাজ করছেন। এমন প্রশিক্ষণ খুব ব্যয়বহুল নয় উল্লেখ করে মাহবুব সিদ্দিক বলেন, আগ্রহীদের সাথে প্রায় দশ ঘন্টার অরিয়েন্টেশন করে বিষয় সম্পর্কে পুরো ধারনা দেয়া হয়ে থাকে। এ কাজকে শুধু ব্যবসা নয়, বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য কিছু করাকেও তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন।

সংবাদ সম্মেলনের পর এমআইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুপরিসর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঘুরে দেখানো হয়। সেখানে প্রার্থনা কক্ষ , বিনোদনসহ, আলাদা অফিস করার সুব্যবস্থাগুল সাংবাদিকদের দেখানো হয়। উপস্থিত সাংবাদিকদের পক্ষ এমাইটির সাফল্য কামনা করা হয়।

নাইজারে দূতাবাস থেকে লোকজন সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আফ্রিকার দেশ নাইজারে নিজেদের দূতাবাস থেকে আংশিক লোকজন সরিয়ে নিতে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এ–সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করেছে। নাইজারে সেনা অভ্যুত্থানের সপ্তাহখানেক পর ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে এমন উদ্যোগ নেওয়া হলো।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভ্রমণ নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নাইজারের রাজধানী নিয়ামে মার্কিন দূতাবাসে কেবল অতি জরুরি কাজে কর্মকর্তারা অবস্থান করবেন। যাঁরা অতি জরুরি কাজে নিয়োজিত নন, তাঁরা সপরিবার দেশে ফিরে আসবেন। দূতাবাসের রুটিন কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা শুধু মার্কিন নাগরিকদের নাইজার ত্যাগে সহায়তা করবেন।

নাইজারের পদচ্যুত ও বন্দী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজোমের সঙ্গে বৈঠক করেন চাদের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইদ্রিস ডেবি ইতনো। নাইজারের রাজধানী নিয়ামের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে

একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের নাইজার ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। দেশটিতে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের দ্রুত নাইজার ত্যাগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নাইজারে গত ২৬ জুলাই অভ্যুত্থান ঘটে। এতে নেতৃত্ব দেন দেশটির প্রেসিডেনশিয়াল গার্ডের সদস্যরা। অভ্যুত্থানের পর নাইজারের প্রেসিডেনশিয়াল গার্ডের প্রধান আবদোরাহমানে চিয়ানি নিজেকে দেশটির অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ঘোষণা করেন।

অভ্যুত্থানের সময় পদচ্যুত করা হয় নাইজারের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজোমকে। এর পর থেকে রাজধানী নিয়ামের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে বন্দী রয়েছেন তিনি।

২০২১ সালে নির্বাচনে জিতে নাইজারের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন মোহাম্মদ বাজোম। তিনি পশ্চিমাপন্থী হিসেবে পরিচিত। নাইজারের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে সশস্ত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিয়েছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র ও একসময় নাইজারে উপনিবেশ স্থাপন করা ফ্রান্স এত দিন মোহাম্মদ বাজোমকে সরাসরি সহায়তা করে আসছিল। অভ্যুত্থানের পর বাজোমের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে দেশ দুটি। নাইজারে এই দুই দেশের সেনা ঘাঁটি রয়েছে।

মিশিগানের মেলায় দর্শক শ্রোতা। ছবি: সংগৃহীত

মিশিগান মাতিয়ে গেলেন জেমস

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট সিটির 'জেইন ফিল্ডে' গত ২৮, ২৯ ও ৩০ জুলাই (শুক্র,শনি ও রোববার) তিনদিনব্যাপী 'নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশী ফ্যাষ্টিভ্যাল ২০২৩' অনুষ্টিত হয়। জানা গেছে, এবার ছিল মেলার ২২তম বর্ষপূর্তি। প্রতিদিন বেলা ১২টা থেকে মধ্যরাত অবধি মেলার কার্যক্রম চলে। পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, ছেলে মেয়ে, মা বাবাকে নিয়ে অনেকে এসেছিলেন মেলা দেখতে। ছন্দে বাধা প্রবাস জীবনের নগর ব্যস্ততায় মেলার দিনগুলি হয়ে উঠেছিল আনন্দমূখর, মূলত সবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার, আড্ডা দেবার এক সুবর্ণ সুযোগ। মেলা পরিণত হয়েছিল মিলন মেলায়। আয়োজকরা জানান, বাংলা, বাঙ্গালি সংস্কৃতি, কৃষ্টি,ঐতিহ্য, নতুন প্রজন্মকে জানানো ও তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ মেলা। মেলায় ছিল রকমারি দোকানপাট। সেসব দোকানে ছিল বাংলাদেশী পণ্যের বাহার। শাড়ী, গহনা, খেলনা, ঘর সাজানোর জিনিস, খাবারের দোকান। সন্ধ্যায় মেলায় দেখা গেছে বাধভাঙ্গা মানুষের ঢল। সাম্প্রতিক সময়ে এমন লোক সমাগম মিশিগানের কোন অনুষ্টানে দেখা যায়নি। হাজার হাজার প্রবাসী বাঙ্গালির উপস্থিতিতে জেইন ফিল্ড পুরো পার্কটি কানায় কানায় ভরে উঠে। বৃহত্তর ডেট্রয়েটের হ্যামট্রাম্যাক, ডেট্রয়েট, ট্রয়, ওয়ারেন, ষ্টার্লিংহাইটস, মেডিসনহাইটস, রয়েল অক, অ্যান আরবার, লেন্সিং, ক্যান্টন, পন্টিয়াক শহরসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য বিশেষ করে ওহাইও, ইলিনয়, নিউজার্সি, ইন্ডিয়ানা, কানাডার টরেন্টো, উইন্ডসর থেকে প্রবাসী বাঙ্গালিরা মেলায় আসেন। মেলায় উপস্থিত ছিলেন মিশিগানের বিভিন্ন গণমাধ্যম, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। মেলা কার্যত পরিণত হয়েছিল উৎসবে। প্রবাসে মেলা এখন বাঙ্গালির এক বিশেষ পার্বণ। মেলায় ছিল আকর্ষণীয় রাফেল ড্র। মেলায় স্থানীয় শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভীনের সঙ্গীতে মুগ্ধ হন মিশিগান প্রবাসী বাঙ্গালিরা। মেলার শেষদিন রোববার সবশেষে রাত ১০টায় মাথায় গামছা বেঁধে মঞ্চে ওঠেন নগরবাউল জেমস। মূর্হুমূর্হু করতালি ও বাধভাঙ্গা উল্লাসে মেতে ওঠেন হাজার হাজার দর্শক শ্রোতা। গুরু একের পর এক তার জনপ্রিয় গানগুলি পরিবেশন করেন। গান শেষে জেমস তার দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।" মেলাকে কেন্দ্র করে পার্কের প্রবেশ মুখসহ বিভিন্ন রাস্তায় দেখা দেয় ট্রাফিক জ্যাম।

মিশিগানের মেলায় গান গাইছেন নগরবাউল জেমস। ছবি: সংগৃহীত

প্রবাসীদের জন্য ৩০ আসন সংরক্ষণের দাবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

সাবেক সংসদ সদস্য ও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এম এম শাহীন জাতীয় সংসদে প্রবাসীদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণাও দিয়েছেন তিনি।

৩১ জুলাই সোমবার নিউইয়র্কে করা সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, প্রবাসীরা বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির প্রতীক। অতীতে জাতীয় সংসদে প্রবাসীদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিলাম। নির্বাচিত হলে আরো ব্যাপক ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন বলেন, 'দেশে প্রবাসীদের জনপ্রতিনিধি যত বাড়বে, সার্বিক মানোন্নয়নে দেশ তত দ্রুত পাল্টে যাবে। পাশাপাশি প্রবাসীদের সম্মান ও মর্যাদার ন্যায্য হিস্যা আদায় করা ততটাই সহজ হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের নিজেদের সম্মান নিজেদেরই আদায় করে

নিতে হবে।'

সংবাদ সম্মেলনে এম এম শাহীন প্রবাসীদের অধিকার আদায়ে আরো বেশকিছু দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হচ্ছে, প্রবাসীদের মধ্য থেকেই সব সময় প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী নিয়োগ, যত দ্রুত সম্ভব ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে পুনরায় বিমান ফ্লাইট চালু, বিমানবন্দরে প্রবাসীদের বিশেষ মর্যাদা প্রদান এবং হয়রানি বন্ধে সার্বক্ষণিক তদারকি ও সরাসরি হটলাইন চালু, দেশে বিমান ও রেলযাত্রী হিসেবে প্রবাসীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ, জাতীয় পতাকাবাহী বিমানকে দেশে দেশে ব্র্যান্ডিং করা, প্রবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে আরও ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, প্রবাসীদের পাসপোর্ট, জন্ম সনদ ও এনআইডি দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, প্রবাসীদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষায় অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিশেষ সেল গঠন, পাওয়ার অব অ্যাটর্নির দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতা নিরসন, রাজউকের হাউজিং প্রকল্পে প্রবাসীদের জন্য প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দের সংখ্যা বাড়ানো, দেশে কোনো প্রবাসী হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্যক্রম নিষ্পত্তি করা, দেশে রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্য স্থায়ীভাবে প্রণোদনা দেওয়া এবং প্রণোদনা আড়াই শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা, প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রবাসী ব্যাংক স্থাপন করা এবং ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে প্রবাসীদের জন্য আলাদা পল্লী গড়ে তোলা, যাতে অবসরজীবনে যেসব প্রবাসী দেশে থাকতে চান এবং তারা সেখানে নিরাপদে থাকতে পারেন।

সংবাদ সম্মেলনে এম এম শাহীন আরো বলেন, দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান সোপান রেমিট্যান্স। দেশের অর্থনীতিতে এই রেমিট্যান্স অক্সিজেনের মতো ভূমিকা পালন করছে। ২০০৮ সালের বিশ্বমন্দা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে সংকটমুক্ত করতে ভূমিকা রেখেছিল এই রেমিট্যান্স। ২০২১-২২ সময়ে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি আমাদের অর্থনীতিকে নতুন এক পরীক্ষার সম্মুখীন করে।

আগামী ১৮ মাসে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ তাঁদের জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেবেন

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ আগামী ১৮ মাসের মধ্যে নিজ নিজ দেশের জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেবেন।

২০২৪ সালেই ভারতের জনগণ দেশটির জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর।

এ বিষয়ে ভারতীয় নিউজনাইন-লাইভের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর জনসংখ্যা ৮০০ কোটি হলে, নির্বাচন হতে যাওয়া দেশগুলোর মধ্যে শুধু ভারতেই রয়েছে ১৪০ কোটির বেশি মানুষ। ২০২৪ সালের এপ্রিল এবং মে মাসে ভারতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একই বছরে ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন। দেশটিতে ৩৩ কোটির বেশি মানুষ বসবাস করেন।

প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১৬ কোটি ৯০ লাখ। নির্বাচন কমিশনের দাবি অনুযায়ী, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই দেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ জন্য আগামী অক্টোবরে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হবে বলেও জানিয়েছে কমিশন। তবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে দেশের রাজনীতিতে উত্তপ্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করছে বিরোধী দল বিএনপি।

চলতি বছরের অক্টোবর মাসেই পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। অর্থনৈতিকভাবে চাপে থাকা ২৩ কোটি জনসংখ্যার এ দেশটিতে বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ঘোলাটে। সম্প্রতি দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশজুড়ে। নির্বাচনকে সামনে রেখে

এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দেশটিতে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়োগ দেবেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে শ্রীলঙ্কায়ও। ২০২৪ সালের জুনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে দেশটির ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (ইউএনপি)। শ্রীলঙ্কার সংসদে ইউএনপির প্রতিনিধি অনেক কম হলেও দেশটির প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহের নেতৃত্বে তারাই এখন সরকার পরিচালনা করছে। জন আক্রোশে পতনের মুখে গত বছরের মে মাসে রনিল বিক্রমাসিংহেকে দেশটির ২৬ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসে। দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২১ লাখ।

এ ছাড়া আগামী ১৮ মাসের মধ্যে নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করা দেশগুলোর মধ্যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে এগিয়ে আছে ইন্দোনেশিয়া। ২৭ কোটি ৬০ লাখ জনসংখ্যার এই দেশটিতে আগামী বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৮ কোটি ৬৫ লাখ জনসংখ্যার দেশ ইরানেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৪ সালে। একই বছরে প্রায় ৬ কোটি জনসংখ্যার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ১০ কোটি ৪১ লাখ জনসংখ্যার দেশ মিশরেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৪ সালের ১০ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য দিন ঠিক হয়েছে এশিয়ার ৬ কোটি ১০ লাখ জনসংখ্যার দেশ দক্ষিণ কোরিয়ায়।

ইকুয়েডর, জিম্বাবুয়ে, গ্যাবন, মালদ্বীপ, সুইজারল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, রুয়ান্ডা, লাইবেরিয়া, আর্জেন্টিনা, মালি, পোল্যান্ড, বেলারুশ, চিলি, তাইওয়ান, এলসালভাদর ও সেনেগালেও আগামী ৬ থেকে সাত মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে পাঁচ বছর অন্তর বিশ্বের বৃহত্তম ট্রান্সন্যাশনাল নির্বাচন হিসেবে পরিচিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে বসবাস করা নাগরিকেরা এই পার্লামেন্টের ৭০৫ জন সদস্যকে নির্বাচন করতে সরাসরি ভোট দেন। নির্বাচনের পর, ইউরোপীয় সংসদ ইউরোপীয় কমিশনের নতুন প্রধান নির্বাচন করে।

এসব হিসেব বলছে, আগামী ১৮ মাসের মধ্যে যেসব দেশের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেগুলোর সম্মিলিত জনসংখ্যা প্রায় ৩৭৬ কোটি ৮০ লাখ; যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৭ শতাংশ।

সর্ব ইউরোপিয়ান মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক ফারহানাকে সংবর্ধনা

জিয়াউল হক জুমন, *স্পেন*

সর্ব ইউরোপিয়ান মহিলা শ্রমিক লীগের নতুন কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক ফারহানা ইয়াছমিন সুবর্ণা নির্বাচিত হওয়ায়, নারায়নগঞ্জ জেলা কমিটি মাদ্রিদ শাখার পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ৩১ জুলাই সোমবার মাদ্রিদের লাভাপিয়েস এলাকার রাজা হিন্দুস্থানি রেস্টুরেন্টে এসময় বিপুল সংখক মহিলা সংগঠক , কর্মজীবি নারী এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সহ সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এসময় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন , স্পেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম সেলিম , নারায়ণগঞ্জ জেলা এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা আবু বক্কর চৌধুরী মামুন , নারায়ণগঞ্জ জেলা এসোসিয়েশন ইন স্পেনের সভাপতি একরামুজ্জামান কিরণ ,সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল হোসেন , সাধারণ সম্পাদক শওকত আহমেদ , যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী আহসান , সাংগঠনিক সম্পাদক বুলবুল আহমেদ , সহ সাংগঠনিক সম্পাদক খসরু হাসান , ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক নাবিল আহমেদ , স্পেন আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা হুমায়রা আক্তার হ্যাপি , লুৎফুর নাহার ,শামশাদ বেগম , ফরিদা আক্তার, সুয়েতা আফরোজ লতা , সামিমা সুলতানা , নাহল ফেরদৌস লুবনা , জান্নাতুল ফেরদৌস লিমা, শামসুজ্জামান রুমা ,শাহরিয়ার আহমেদ সহ আরো অনেকেই। অনুষ্ঠান শেষে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয় । সংবর্ধিত অতিথি ফারহানা ইয়াছমিন সুবর্না সকল আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দদেরকে মিষ্টি মুখ করান।

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
AUTHENTIC TASTE
Home Made Style
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

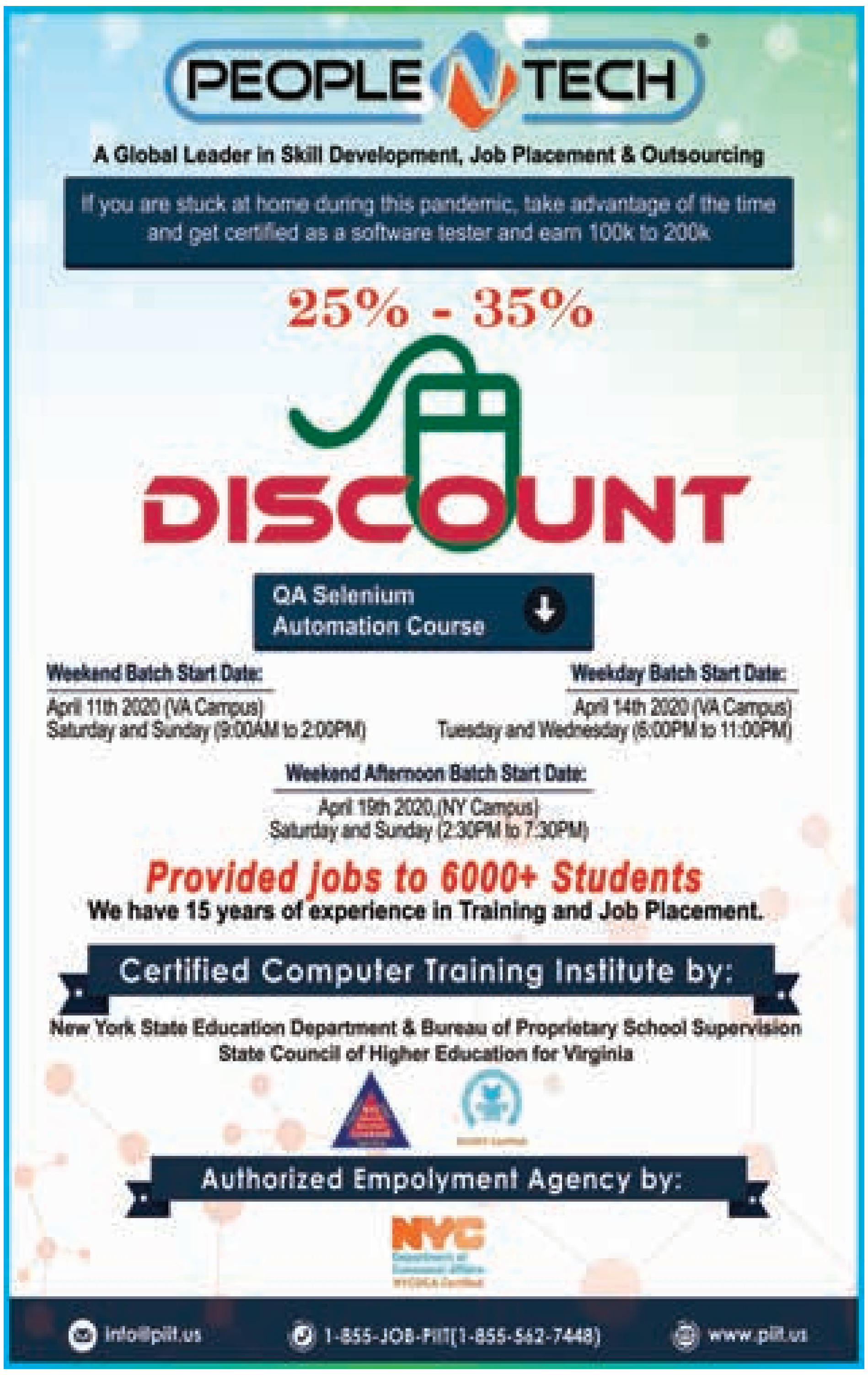
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্টসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

RELEASING FRIDAY 7/28/23

NEW YORK

Jamaica Multiplex Cinemas, Queens

Fri 7/28 @ 11:15am, 2:40pm, 6:00pm & 9:30pm
Sat 7/29 @ 11:15am, 2:40pm, 6:00pm & 9:30pm
Sun 7/30 @ 11:15am, 2:40pm, 6:00pm & 9:30pm
Mon 7/31 @ 11:15am, 2:40pm, 6:00pm & 9:30pm
Tues 8/1 @ 11:15am, 2:40pm, 6:00pm & 9:30pm

Wed 8/2 & Thurs 8/3 schedule on website later

PENNSYLVANIA

AMC Neshaminy 24, Ben Salem

660 Neshaminy Mall

Fri 7/28/23 @ 11:20am, 2:50pm, 6:15pm & 9:45pm
Sat 7/29/23 @ 11:20am, 2:50pm, 6:15pm & 9:45pm
Sun 7/30/23 @ 9:15am, 12:35pm. 6:50pm. & 10:20pm
Mon 7/31/23 @ 11:00am, 2:40pm, 6:10pm & 9:45pm
Tues 8/01/23 @ 11:00am, 2:40pm, 6:10pm & 9:45pm
Wed 8/02/23 @ 6:45pm & 10:10pm

NEW JERSEY

**AMC Jersey Garden 20,
The Mills @Jersey Gardens**

651 Kapkowski Rd, Elizabeth, NJ

Fri 7/28/23 thru Mon 7/31/23 @
2:10pm & 8:15pm Daily
Tues 8/1/23 @
2:10pm & 10:20pm

CHICAGO, ILLINOIS

Cine Lounge at Niles, Niles

9180 W. Golf Rd.

Fri 7/28/23 @ 5.00 pm
Sat 7/29/23 @ 3:15 pm & 10:05 pm
Sun 7/30/23 @ 3:20 pm & 10:10 pm
Mon 7/31/23 @ 3:00 pm & 6:05 pm
Tues 8/01/23 @ 1:00 pm & 9:40 pm

DALLAS / FORT WORTH, TX

Cinemark Legacy 24 + XD, Plano

Fri 7/28/23 @ 9:50 pm
Sat 7/29/23 @ 6:05 pm
Sun 7/30/23 @ 2:15 pm
Mon 7/31/23 @ 9:50 pm

Fun Movie Grill, Richardson

FRIDAY 7/28/23 @
12.00 pm, 3.25 pm, 5.55 pm,
6.50 pm, 9.20 pm, 10.15 pm

MARYLAND

**Cinemark Egyptian 24 XD,
Hanover / Baltimore**

Sat 7/29/23 @ 10.40 pm
Sun 7/30/23 @ 10.40 pm
Mon 7/31/23 @ 10.40 pm

Also releasing in local Cinemark, AMC & Harkins theaters in Houston, Austin, Denver, Oklahoma City, Phoenix, Fremont, Union City, Moreno Valley, Orange, Orlando, Charlotte, Kansas City & Sacramento from 7/28/23

Boston, Hartford, Portland, Seattle, Cleveland & many Regal theaters coming soon from 8/4/23

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (August 04 - 10, 2023) | Promo Code : PSP31

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase | DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)

SALE 99¢/LB NO CLEAN NO CUT ZABIHA HALAL CHICKEN QUARTER LEG	SALE $2.79/LB ZABIHA HALAL CHICKEN THIGH	SALE $4.99/LB ZABIHA HALAL Back Leg $5.99 Front Leg & Rives $5.49 REGULAR WHOLE GOAT	SALE $5.49/LB SIZE 6/8 HILSHA
SALE $9.99/LB SIZE 1200/1500 HILSHA	SALE $4.99/LB SIZE 80/100 WHITE POMFRET	SALE $3.79/LB SIZE 4 KG MRIGAL	SALE $3.99/LB SIZE 1-2 KG KORAL
SALE $3.99/LB MAGUR	SALE 3/$5.00 KESKI TRAY (HAOR)	SALE $9.99/EA SHELL ON - BLUE SEA 31/40-2 LB BAG RAW SHRIMP	SALE $3.99/EA 25 PCS PACK SHAHJALAL FROZEN PARATHA
SALE $13.99/EA 20 LB ABDULLAH LONG GRAIN RICE	SALE $16.99/EA 5 LTR GOURMET MAGIC PURE SUNFLOWER OIL	SALE $3.99/EA 100+25 BAG VITAL TEA BAG	SALE 2/$5.00 18 PK SUNSHINE FARMS LARGE WHITE EGGS
SALE 2/$6.99 2 KG TEER ATTA / MAIDA	SALE $13.99/EA 20 LBS CLASSIC CHAKKI ATTA WHOLE WHEAT	SALE $4.49/EA 10 POUCHES (ASSORTED) CAPRISUN JUICE	SALE 3/$5.00 1 LTR SUPER FRESH MANGO JUICE

PREMIUM SUPERMARKET CONTACT / WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

HELP WANTED

FOR RESTAURANTS JOBS
- Restaurant Managers
- Shift Managers
- Chefs
- Assistant Chefs
- Helpers

FOR SUPERMARKET JOBS
- Supermarket Assistant Managers
- Butchers
- Helpers

Send the Resume to
HR@PremiumGroupNYC.com
OR WhatsApp to
516-461-8414

আবশ্যক

রেস্তোরাঁর চাকরির জন্য
- রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার
- শিফট ম্যানেজার
- শেফ
- সহকারী শেফ
- হেল্পার

সুপারমার্কেটে চাকরির জন্য
- সুপারমার্কেট সহকারী ম্যানেজার
- কসাই
- হেল্পার

জীবন বৃত্তান্ত পাঠান
HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৫১৬-৪৬১-৮৪১৪

WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION
আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি

- Chicken Curry
- Goat Curry
- Shrimp Curry
- Chili Chicken
- Chicken Roast
- Fish Curry (at your Choice)
- Mixed Vegetables
- Rice Pudding

Premium Sweets & RESTAURANT
REFLECTING NATIONS HERITAGE

PREMIUM SWEETS & RESTAURANT CONTACT / WhatsApp Number
168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 ...... 347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 ...... 347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 ...... 347-626-8341, 718-239-9500

HALAL

www.premiumsweetsus.com

রমজান মোবারক
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
আপনি ঘরে বসে বছরে
সর্বোচ্চ ৬৬,০০০
ডলার আয় করতে পারেন
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
Ramadan Sale
FLAT 10% OFF
$ 100 শপিংয়ে
২৩ মার্চ-২৩ এপ্রিল, ২০২৩
HALAL FOOD
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Ramadan Kareem
Party hall is available
for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI & BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave. Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
JAMUNA BANK
DHAKA BANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

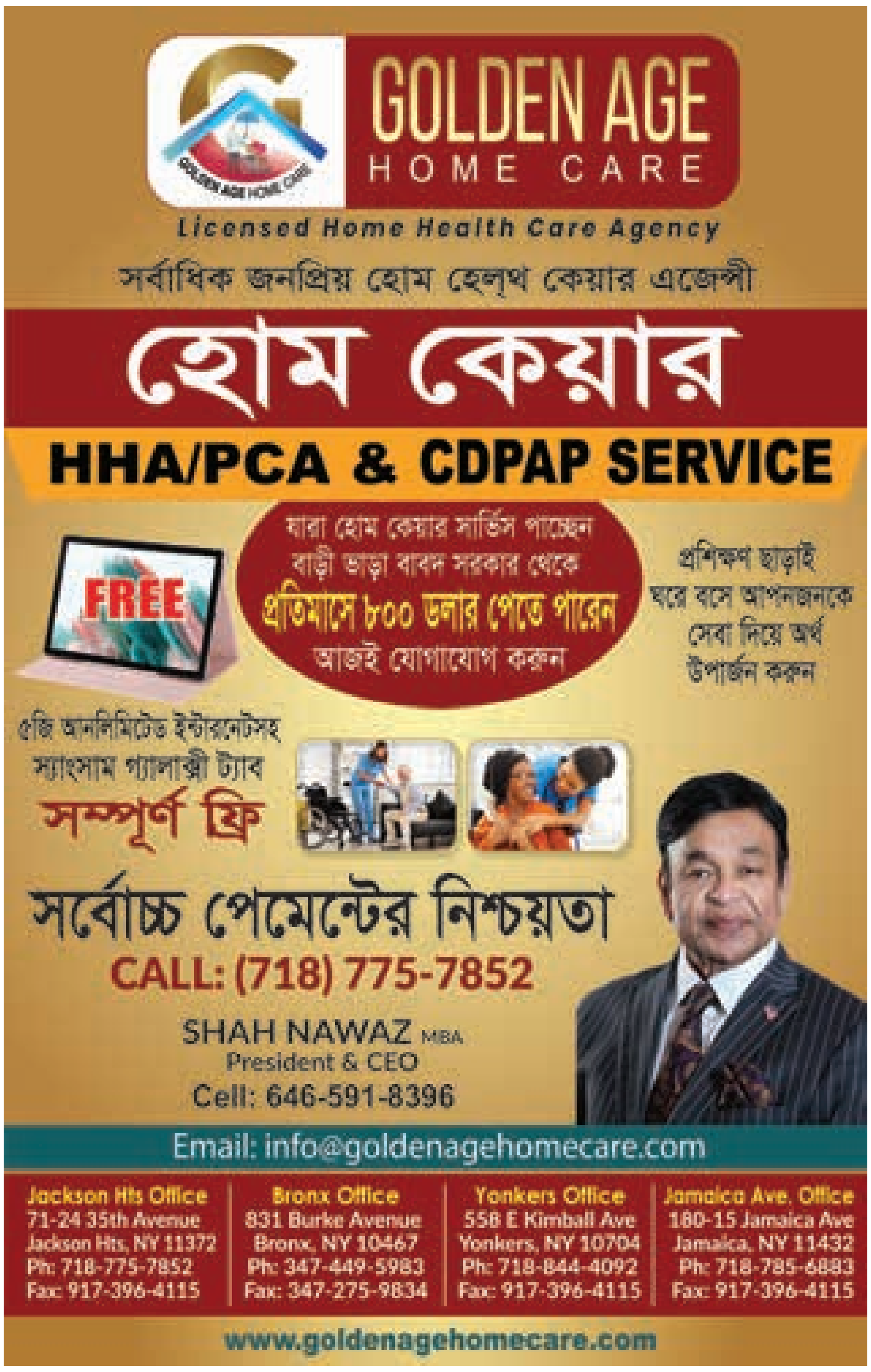
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
IRS e-file PROVIDER
tax refund
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

শিশুসেবা কেন্দ্রের সদস্য হয়ে ৯১ শিশুকে যৌন নিপীড়ন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ার একটি শিশুসেবা কেন্দ্রের কর্মীর বিরুদ্ধে ৯১ জন শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাও একটি-দুটি মামলা নয়, গুণে গুণে ১৬২৩টি মামলা। যা অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সংখ্যক মামলা। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

অস্ট্রেলীয় পুলিশের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ৪৫ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে ১৬২৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৬টি মামলা ধর্ষণের অভিযোগে, ১১০ টি মামলা শিশুদের যৌন নিগ্রহের অভিযোগে এবং ৬১৩টি অভিযোগ আনা হয়েছে শিশু নিগ্রহের উপকরণ তৈরির দায়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই লোক ২০07 সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহর—সিডনি, ব্রিসবেন এবং অন্যান্য এলাকার শিশুসেবা কেন্দ্রে এসব ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, লোকটি বিভিন্ন শিশুসেবা কেন্দ্রে চাকরি নেওয়ার জন্য প্রতিবারই প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং সেখানে গিয়ে প্রতিবার বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের যৌন নিগ্রহ করেছে। পুলিশ আরও বলেছে, শিশু নিপীড়নের ভিডিও চিত্র দেখে অস্ট্রেলিয়ার ৮৭টি শিশুকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিদেশে নিপীড়নের চার শিশুকে শনাক্ত করতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে তারা কাজ করছে।

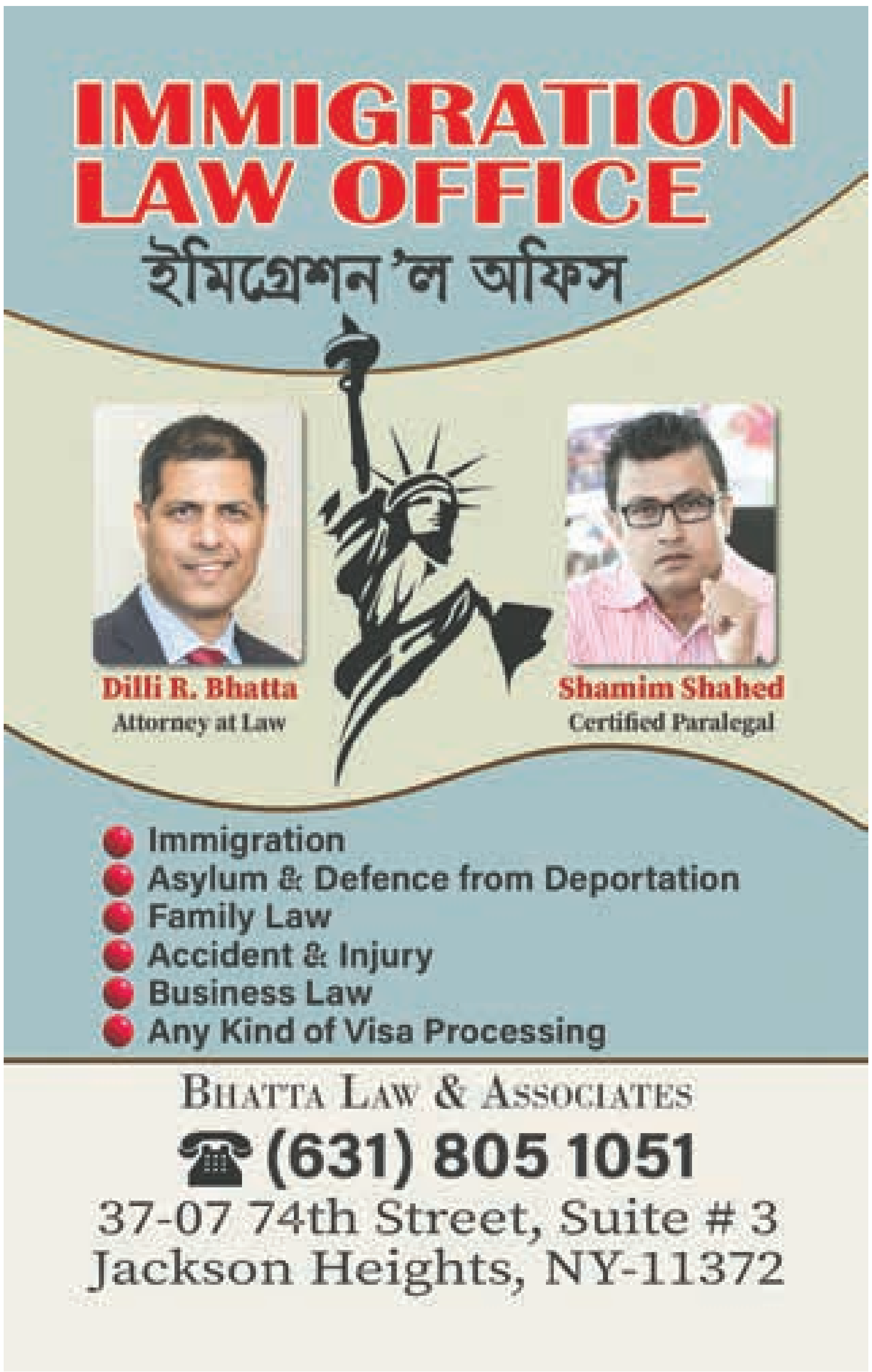

এসএনএস হোমলোন'এর নাসির সবুজের পৃষ্টপোষকতা

সফল বাংলাদেশী ফ্যাস্টিবল-২০২৩

জলি আহমেদ

ব্যাপক আয়োজন আর স্বদেশীদের উল্লাসমুখর অংশগ্রহণে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীবহুল দ্বিতীয় রাজ্য মিশিগানে হয়ে গেল ২২তম নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ফ্যাস্টিবল। মিশিগানের ডেট্রয়েট সিটির জেইন পার্ক ফিল্ডে ২৮, ২৯ ও ৩০ জুলাই টানা তিন দিন ব্যাপী ছিলো এই মেলার আয়োজন। প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত ছিলো দর্শনার্থীদের উৎসব মুখর ভিড়। কেনাকাটা, এতিহ্যবাহী খাবার আর সেই সাথে ছিলো সাংস্কৃতিক আয়োজন।এই পুরো আয়োজনকে স্মরণীয় করে রেখে গেছেন নগর বাউল জেমস।

দুই যুগ ধরে হয়ে আসছে নর্থ আমেরিকান ফ্যাস্টিবল। তবে এবারের আয়োজন নিয়ে ছিলো অনেক বেশি আগ্রহ। মেলায় ছিলো অন্তত শতাধিক স্টল। তার মধ্যে ছিলো রেস্টুরেন্ট, স্ন্যাকবার, কুটির শিল্প, প্রসাধনী, পোশাক সহ নানা সামগ্রীতে ভরপুর। কেনাকাটা ও ঐতিহ্য নানারকম সুস্বাদু খাবারের স্বাদ নেবার সুযোগ পান দর্শকরা। আয়োজকদের ধারণা, টানা তিনদিনের মেলায় সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিলো আয়োজনে। মেলায় অংশ নিতে পেরে ও দেশীয় ঐতিহ্য কে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌছে দিতে পেরে আনন্দিত স্টল মালিকরা।

বিগ বাজেটের এই মেলায় মূল স্পন্সর ছিলেন এস এন এস হোম লোনের কো ফাউন্ডার নাসির সবুজ। বয়সে তরুন, ব্যবসায় সফল, মেধাবী ব্যবসায়ী নাসির সবুজ বলেন, আমি ব্যবসা করি কমিউনিটি কেন্দ্রিক, এই কমিউনিটি আমাকে সাফল্য দিয়েছে । আর আমার গ্রাহকদের ও কিছু রিটার্ন দিতে চেয়েছি । আমি নিজেও জেমসের ভক্ত , ছোটবেলায় স্কুল ফাঁকি দিয়ে জেমসের কনসার্ট শুনতাম । তাই মিশিগানে আমার গ্রাহকদের জেমস ভাই এর ওপেন এয়ার কনসার্ট উপহার দিলাম।”

বেলুন উড়িয়ে প্রথমদিন উদ্বোধন করার পর থেকেই জমে উঠে মেলা ।দ্বিতীয় দিন শনিবারও মেলার পাশাপাশি ছিলো স্থানীয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা। রাতের সাংস্কৃতিক আয়োজনে দর্শক মাতান নিউইর্য়ক থেকে আগত শিল্পী রিয়া ও প্রেমা। শেষ দিন রোববারের আয়োজন ছিলো জমকালো। রকস্টার জেমসের গানের পাশাপাশি ছিলো বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভিন এর পারফমেন্স । পুরো আয়োজনটি প্রাণবন্ত করে রাখেন দুই সঞ্চালক শারমিন সিরাজ সোনিয়া এবং রিচি সোলায়মান।

এই প্রথম জেমসের কনসার্ট উন্মুক্ত জায়গায় হওয়ার এবং বাংলাদেশে ফেরার আগে এটিই শেষ কনসার্ট হওয়ার আশেপাশের রাজ্যসহ কানাডা থেকেও উৎসুক শ্রোতা অনুরাগী ও জেমস ভক্তরা ছুটে আসে মিশিগানে ।পুরো সন্ধ্যা জুড়ে বাংলা টাউনের জেইন ফিল্ড মাঠটি যেন পরিনত হয়েছিলো জনসমুদ্রে।

১৭তম টরন্টো বাংলা বইমেলায় বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব কানাডার অংশগ্রহণ

মানসী সাহা, *কানাডা*

অন্যমেলা আয়োজিত ১৭তম টরন্টো বাংলা বইমেলায় বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব কানাডা অংশগ্রহণ করে। ৯ ডজ রোডে গত ২২-২৩ জুলাই দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথমদিনে “বইমেলার সাথে লেখকের সখ্য” শিরোনামে বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব কানাডা একটি মনোজ্ঞ সাহিত্য সভার আয়োজন করে এবং এই পর্বে অংশগ্রহণ করেন ক্লাবের এগারো জন কবি ও সাহিত্যিক।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জাতিসত্তার কবি মোহাম্মদ নুরুল হুদা'র কবিতা “যতদূর বাংলা ভাষা, ততদূর এই বাংলাদেশ” সমস্বরে এই লাইনটি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। তারপর সম্পূর্ণ কবিতাটি পাঠ করেন কবি মৌ মধুবন্তী ও হোসনে আরা জেমী। রাইটার্স ক্লাব কানাডার সভাপতি কবি মৌ মধুবন্তী সংগঠনের পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাইকে অবগত করেন এবং সহ সভাপতি কবি মোয়াজ্জেম খান মনসুর পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী পরিষদ, নির্বাহী সদস্য ও উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শুনান হোসনে আরা জেমী (যে স্মৃতি ধুসর নয়), মোয়াজ্জেম খান মনসুর (যদি মনে রাখে কেউ), তাসরীনা শিখা (মুখোশ), ড. আব্দুল হাই সুমন (একটি ডাকের অপেক্ষা), ও মৌ মধুবন্তী (আমি একখন্ড বাংলাদেশ)।

প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে কিয়দংশ পাঠ করেন মানসী সাহা (হৃদয়ে জাগে একাত্তর - ভাটি বাংলায় গণহত্যা), তাজুল মোহাম্মদ (নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি বীর প্রতীক), এবং শহীদ খন্দকার টুকু (ভুলটা সত্যি না সত্যি টা ভুল)।

স্বরচিত পুঁথি বৃষ্টি পাঠ করেন ঋতুশ্রী ঘোষ। সংগঠনের উপদেষ্টা লেখক হাসান মাহমুদ প্রায় ৪৫ বছর আগে আবুধাবিতে গড়ে তোলা একটি স্বপ্ন - একটি বাংলা স্কুল স্থাপনের অভিজ্ঞতা সহভাগ করেন এবং অর্ধ শত বছর বিদেশবাসী হওয়া লেখক মোজাম্মেল খান বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অকুন্ঠ ভালোবাসার কথা প্রকাশ করেছেন তাঁর পাঠে।

টরন্টো বাংলা বইমেলায় বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব

সিলেটের মেয়ে মৌলির ভরতনাট্যমে স্নাতকোত্তরে আমরাও গর্বিত

সুব্রত বিশ্বাস

আমি আমরা যখন রাজনীতি করি, প্রিয় অনুজ সেলু বাসেত একজন প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংস্কৃকতির শিক্ষানবীশ হিসেবে গড়ে ওঠার ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। খেলাঘর, উদীচী, ছাত্র ইউনিয়নের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে সমগ্র শহর চষিয়ে বেড়ান। সাথে কবিতা ও লেখালেখিতে কবি দিলওয়ারের একনিষ্ঠ শিষ্য। এভাবেই রাজনীতির পাঠ নিয়ে গড়ে ওঠা সেলু বাসেত। তাই বলে পড়াশোনায় কোনও অবহেলা বা ছেদ পড়েনি। সর্বক্ষেত্র সমান্তরাল ভাবে চালিয়ে গেছেন। অনেক অভিভাবকের ধারনা পড়াশোনায় মানুষ হতে গেলে পড়াশোনাই করতে হবে। অন্যসব করতে গেলে পড়াশোনা লাটে উঠবে। কিন্তু যারা খেলাঘর, উদীচী, ছাত্র ইউনিয়ন করে করে পড়াশোনায় অগ্রসর হয়েছেন, দেখা গেছে প্রত্যেকেই মেধার তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। একজন অসাম্প্রদায়িক সমাজ সচেতন, দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন। সেলু বাসেত তাদেরই একজন, তারই প্রমাণ।

দেশ ছাড়ার পর সেলু বাসেতের সাথে দীর্ঘদিন হয় দেখা হয়নি। তবে সামাজিক মাধ্যমের বদৌলতে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে সেলু অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। খেলাঘর, উদীচী, ছাত্র ইউনিয়নের পরবর্তীতে সমাজ বদলের অনুসৃত পথ ধরে সাম্যবাদে দীক্ষিত হয়েছেন। কাজ করে চলেছেন তারই দায়বদ্ধতা থেকে। শিক্ষকতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ পরিচালক। বর্তমানে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য, খেলাঘরের উপদেষ্টা একইসাথে সংস্কৃতি মঞ্চের উপদেষ্টা ছাড়াও নানান জাতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে জড়িত এবং যুক্ত থেকে অবদান রেখে চলেছেন।

লক্ষণীয়, সেলু বাসেত কেবল নিজেকেই সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছেন তা নয়। উত্তরসূরী এবং নিজের ছেলে-মেয়েদের একই পথে অনুপ্রাণিত করে তুলেছেন। তাদের নিজেদের পছন্দের পথে প্রগতিমনা করে সমাজে অবদান রাখার পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে অতুপ্রাণিত করে তোলার প্রয়াসে নিয়োজিত থেকেছেন।

তাঁরই মেয়ে মৌলি (মৌলি জুয়েইরিয়াহ) বাংলাদেশের একজন প্রতিষ্ঠিত নৃত্য শিল্পী। মৌলী ভারতের বেঙ্গলুরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শাস্ত্রীয় নৃত্য ভরতনাট্যমে স্নাতকোত্তর করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম প্রোডাকশন, নৃত্য) হিসেবে কর্মরত আছেন।

ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে অ্যাপলকে জরিমানা রাশিয়ার আদালতের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেন ইস্যুতে ‘বেঠিক’ কনটেন্ট ডিলিট না করায় রাশিয়ার একটি আদালত প্রযুক্তি কোম্পানি অ্যাপলকে চার লাখ রুবল জরিমানা করেছে। রুশ তাস নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অপরাধের জন্য প্রথমবারে মতো অ্যাপলকে জরিমানা করা হয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন ইস্যুতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মস্কো প্রশাসনের মধ্যে বিরোধ চলছে। তবে ইউক্রেনে হামলার পর এই পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে হামলা শুরু করে রাশিয়া। এরপর থেকেই দেশ দুইটির মধ্যে চলছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ১০ হাজার ৭৪৯ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৩ আগস্ট) ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ এই দাবি করেছে।

ইউক্রেনের প্রসিকিউটর জেনারেল অফিসের যুদ্ধাপরাধ বিভাগের প্রধান ইউরি বেলোসভ বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স-ইউক্রেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, নিহতদের মধ্যে ৪৯৯ শিশু রয়েছে।

নানা আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে ম্যারিল্যান্ডে ‘বাংলাদেশ উৎসব’

জার্মানটাউন, ম্যারিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র: যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বারের মত এবারো নানা আয়োজনে ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘বাংলাদেশ উৎসব।’ বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন রোববার (৩০ জুলাই) ম্যারিল্যান্ডের জার্মানটাউনের সেনেকাভ্যালী হাই স্কুলে এই উৎসবের আয়োজন করে। উৎসবে কথামালার সাথে ছিল কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত পরিবেশনা, নৃত্য, তবলা ও বাঁশির একক ও দ্বৈত পরিবেশনার মত মনমুগ্ধকর সব আয়োজন; যা উৎসবে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে দারুন সাড়া ফেলেছে। উৎসবের উদ্বোধন করেন ম্যারিল্যান্ড স্টেট ডেলিগেট লিসলি লোপেজ। স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি হাসান চৌধুরি। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার ছিলেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান ডেভিড ট্রোন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ম্যারিল্যান্ড মন্টগোমারি কাউন্টির কাউন্সিল এট লার্জ লাউরি এ্যানি শেইলি, কংগ্রেসম্যান ডেভিড ট্রনের উপদেষ্টা কবিরুল ইসলাম, লেখক ও আইটি প্রফেশনালদের সংগঠন বাইটপোর সভাপতি শামসুদ্দিন মাহমুদ। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশী সংস্কৃতিকে আমেরিকার মুলধারায় তুলে ধরার লক্ষ্যে ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণিল ও নানা আয়োজনে সাজানো এ উৎসবে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেন শিল্পী সেলিম চৌধুরী ও বিন্দু কনা, মাহবুবা কাইয়ুম, এসকে কায়সার, তারেকুর রহমান জনি, সংগীতা ব্যানার্জি, কবিতা, গান, নৃত্য, তবলা ও বাঁশির একক ও দ্বৈত পরিবেশনা অনুষ্ঠানে যোগ করে ভিন্ন এক মাত্রা। অনুষ্ঠানে মন মাতানো নানা পরিবেশনা ও সাজানো-গোছানো আয়োজনে দর্শকরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের উৎসব উপহার দেয়ার জন্য আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন দর্শকরা। আগামীতেও এ ধরনের উৎসব আরো বড় পরিসরে হবে- এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তারা। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ববধানে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সারোয়ার মিয়া, সহ সম্পাদক ও উৎসব ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান মুতালিব মামুন ও অর্গাইনাজিং সেক্রেটারি তানভির হোসেন, আলতাফ হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, ইসমাঈল হোসেন, আওয়াল হক। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ই-লার্নিং গুরু হিসেবে খ্যাত ড: বদরুল খান ও ড: সীমা খান , ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশনের ড ইশরাত সুলতানা মিতা , ভয়েজ অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের আনিস আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লাভ শেয়ার বিডির সাধারণ সম্পাদক ফজলে নওশাদ ভূঁইয়া। এছাড়া অনুষ্ঠানের সুভ সুচনার পর রয়েল ডিষ্ট্রিক গ্রুপ রিয়েল স্টেট এলএলসি এর সিইও শাহরিয়ার রিপন খানকে ব্যবসায় বিশেষ সম্মাননা তুলে দেন স্টেট ডেলিগেট লেজলি লোপেজ।

পরিস্থিতি সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূলে নয়, কূটনীতিকদের জানাল বিএনপি

ঢাকা অফিস

ঢাকায় অবস্থান কর্মসূচিতে সহিংসতাসহ নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের অবহিত করেছে বিএনপি। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূলে নেই বলেও তাঁদের জানিয়েছেন দলটির নেতারা।

গতকাল বুধবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানের লেক শোর হোটেলে ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক করে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল। বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

আমীর খসরু বলেন, 'দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয়ে কূটনীতিকদের আমরা জানিয়েছি। তাঁরা এই দেশে গণতন্ত্র চায়, সে জন্য আমরা তাঁদের কাছে সার্বিক বিষয়ে তুলে ধরেছি। গত ২৯ জুলাই ঢাকার প্রবেশমুখে বিএনপির শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে সরকার এবং সরকারি দলের অস্ত্রধারীদের যৌথ কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছি। একটি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশ, আনসার বাহিনী, র‍্যাব যেভাবে আক্রমণ করেছে, আমরা মনে করি—এটা সবার জানা দরকার।' বিএনপির এই নেতা বলেন, 'আমরা বলেছি নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকার ভীতি সৃষ্টি করতেই ২৯ জুলাই সহিংস আক্রমণ করেছে। যাদের আক্রমণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এই ঘটনায়। এমনকি মৃত ব্যক্তির নামেও মামলা হয়েছে।'

আমীর খসরু আরও বলেন, বাংলাদেশে যে মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে, তাতে জনগণ সমর্থন দিয়েছে। সরকার যত অন্যায় করবে, জনগণ তার প্রতিবাদ করবে। প্রয়োজনে তারা প্রতিরোধ করবে।

এর আগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল ২২টি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে।

কূটনীতিকদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পাকিস্তান ও জার্মানির প্রতিনিধি ছাড়াও ডেনমার্ক, রাশিয়া, চীন, ইরানের প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

ওমানে আটক এমপি, মুচলেকায় মুক্ত

ঢাকা অফিস

খাদিজাতুল আনোয়ার

ওমান সরকারের অনুমতি ছাড়া দেশটির রাজধানী মাসকাটে একটি রাজনৈতিক সভায় যোগ দেওয়ায় সেখানকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে আটক হয়েছিলেন চট্টগ্রামের একটি সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য খাদিজাতুল আনোয়ার সনি। গত মঙ্গলবার স্থানীয় হাফফা হাউস মাসকাট হোটেলে ঘটনাটি ঘটে।

প্রায় ১৮ ঘণ্টা আটক থাকার পর ওমানে বাংলাদেশ দূতাবাসের হস্তক্ষেপে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মুচলেকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়। মাসকাটের একটি কূটনৈতিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। দূতাবাস অনানুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিপার

শেষ পৃষ্ঠার পর

আলাপন-এ অংশ নেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শহীদ হাসান, বিপার সেলিমা আশরাফ, এ্যানি ফেরদৌস, নিলোফার জাহান ও মাহবুবুল হক। আলাপানে বিপার প্রতিষ্ঠা, এগিয়ে চলার ইতিহাস- এসব নিয়ে তারা কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিপার কর্মকর্তা, নতুন-পুরাতন শিক্ষার্থী, অভিভাব আর অতিথিদেও উপস্থিস্থিতে উৎসব অনুষ্ঠান মিলন মেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে বিপার ৩০ বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানের প্রশংসা আর সফলতা কামনা করেন প্রবাসীরা।

প্রবাসে বাংলা ভাষা আর শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বিপা হাটি হাটি পা পা করে ৩০ বছরে পদার্পণ করেছে। নিউইয়র্কের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিপা এই ৩০ বছরে বিন্দু থেকে সাগরে পরিণত হয়েছে- এমন অভিমত সুধিজনদের।

নিউইয়র্কে নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ধারণ করার একটি সংগঠিত প্লাটফর্ম গড়ে তুলেছে বিপা। বাংলাদেশি জনসমাজের বহু সংগঠন নেতৃত্ব নিয়ে কলহে পড়লেও বিপা তাদের ঐক্য ধরে রাখতে পেরেছে। একদল নিবেদিত নারী সংগঠক এ সংগঠনের প্রাণ হয়ে উঠেছেন। অনেক বৈরী বাস্তবতায়ও তারা সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

বিপার বর্ণাঢ্য ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নৃত্য পরিবেশনের জন্য ঢাকা থেকে জগ দিয়েছেন নৃত্যশিল্পী মৌলি এবং ইমরান। জুয়েইরিয়াহ মৌলি ভারতের ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শাস্ত্রীয় নৃত্য ভরতনাট্যমে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম প্রোডাকশন, নৃত্য) হিসেবে কর্মরত। ইশতিয়াক ইমরান ভারতের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কথক নৃত্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। মৌলি এবং ইমরান এরআগে ভারত, রাশিয়া, জাপান, তুরস্ক, ফান্স এবং সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন নৃত্য উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। এমন আয়োজনে আমন্ত্রণ জানানোয় বিপা সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মৌলি এবং ইমরান।

ড. মাহমুদকে নাইট অফ

শেষ পৃষ্ঠার পর

এ টেকনলজির চেয়ারম্যান গ্রান্ড চ্যাঞ্চেলর, নাইট কমান্ডার প্রফেসর ড. স্যার লক্ষণ মাদুরাসিংহে তাকে নাইট উপাধির শপথবাক্য পাঠ করান। একই সঙ্গে তিনি মর্যাদাপূর্ণ এই আন্তর্জাতিক সম্মানের আনুষ্ঠানিকতায় নেতৃত্ব দেন। এই আয়োজনে স্যার ড. লক্ষণ মাদুরাসিংহের সঙ্গে ছিলেন প্রফেসর ড. স্যার সুগাথ কটিঙ্কাডুয়া, ড. স্যার মাড্ডুমাগে রোশান এস পেরেরা, ডেম নালানি গুনথুঙ্গা, ডেম রেনুকা গুনথুঙ্গা, নাইট কমান্ডার এশিয়া প্যাসিফিক ড. স্যার ক্লারেন্স কুমারাগে, প্রফেসর ড. স্যার ডেম আসপাসিয়া পেপা, প্রফেসর ড. ডেম হেদার ওয়ারডেল জনসন, ড. স্যার রামানুজন মারথি, প্রফেসর ড. স্যার প্রেমপাল সিংহ, প্রফেসর ড. স্যার ইরানথা ডে মেল, প্রফেসর ড. স্যার এডভিন দেরভিসভিক, প্রফেসর ড. স্যারি রোনাল্ড ইয়াকোবয়, ড. ডেম শিরু উইজেমান্না, ড. ডেম উয়ালাসকি উইজেকুন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, দ্য অর্ডার অফ নাইটস অফ দ্য হসপিটাল অফ সেন্ট জন অফ জেরুজালেম সাধারণত নাইটস হসপিটালার নামে পরিচিত। এটি একটি সামরিক আদেশ হিসেবে ১২ শতকে জেরুজালেম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১২৯১ সাল পর্যন্ত সেখানে সদর দফতর ছিল, তারপরে সাইপ্রাসের কোলোসি ক্যাসেল, রোডস দ্বীপ, মাল্টা, এবং সেন্ট পিটার্সবার্গে স্থানান্তরিত হয়। প্রধানত দাতব্য ও মানবসেবাকে শক্তিশালী করতেই এই হসপিটালাররা ভূমিকা রাখতে থাকেন। অসুস্থ, দরিদ্র বা আহত তীর্থযাত্রীদের যত্ন নেওয়ার জন্য জেরুজালেমে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে মানবসেবা তথা স্বাস্থ্যসেবায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 'নাইটস অফ সেন্ট জন অফ জেরুজালেম' উপাধি প্রদান করা হয়। প্রায় হাজার বছরের ইতিহাসে পৃথিবীর বহু মানুষ এই বিরল সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

ড. স্যার আবু জাফর মাহমুদ বাল্যবেলা থেকে মানবসেবায় অসামান্য অবদান রেখে আসছেন। তিনি বঙ্গোপসাগর পাড়ের দ্বীপ জনপদ সন্দ্বীপের সন্তান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন মানুষের পাশেই কেটেছে তার বাল্য ও কৈশোর সময়। তারুণ্যে স্কুল ও কলেজ পড়ার সময়ে প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমের রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদান ছিল অসামান্য। তিনি মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমা-ের কমা-ার হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন।

গত ত্রিশ বছর আমেরিকায় বসবাস করছেন ড. স্যার আবু জাফর মাহমুদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবসেবা ও মূল ধারার রাজনীতিতে তিনি রেখে চলেছেন অসামান্য অবদান। নিউইয়র্কের বাঙালি সমাজে তিনিই প্রথম 'হোম কেয়ার' চালু করে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সেবামূলক কার্যক্রমকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে অনন্য ভূমিকা রাখেন। তার হাত ধরেই নিউইয়র্কে হোম কেয়ার সেবার বিপুল প্রসার ঘটেছে। এখানে বয়স্ক বাবা মায়েদের সেবা যেমন নিশ্চিত হয়েছে, একইভাবে তৈরি হয়েছে বহু সংখ্যক হোম কেয়ার উদ্যোক্তা ও কর্মীবাহিনী। বহু মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে এই খাতে।

ড. স্যার আবু জাফর মাহমুদ মূলধারার রাজনীতিতে সক্রিয় থাকার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা ও অধ্যায়ন করছেন। বিশ্ব নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার জায়গাগুলো তিনি তার অধ্যায়ন ও চিন্তা দিয়ে আলাদা ব্যঞ্জনায় আবিস্কার করেছেন।

ড. স্যার মাহমুদ এশিয়া প্যাসিফিক, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার প্রান্তিক, দুর্যোগ কবলিত ও বিপন্ন মানুষের সেবায় সবসসময় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। জন্মভূমি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চালু রয়েছে তার নিয়মিত সেবা ও সহায়তা কার্যক্রম। এসব কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাক্ষরিত গোল্ড মেডেল ও আজীবন সম্মাননা লাভ করেন। জাতিসংঘের অনুমোদিত একাধিক সংস্থা তাকে প্রদান করেছে গ্লোবাল পিস অ্যাম্বাসেডর ও সম্মানসূচক ডক্টরেট এর মর্যাদা।

অসুস্থ হওয়ার জন্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমি প্রতিদিন প্রতিযোগিতা করেছি গতকালের নাসিরের সাথে আজকের নাসিরের। আমাকে সাহায্য করেছিল নাইকি কোম্পানির একটা রানিং এপ, দৌড়ই আমার একমাত্র এক্সারসাইজ। গত ২৭জুলাই বৃহস্পতিবার ম্যারাথন দৌড় নিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলেছিলেন মোহাম্মদ নাসির সিকদার। তিনি একজন ম্যারাথনার ও দৌড়বিদ। কাজ করছেন 'ওবিসিটি ফ্রি ওয়ার্ল্ড' নিয়ে। পেশায় একজন সফটওয়্যার অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার, কর্মরত আছেন বিশ্বখ্যাত কোম্পানি IBM-এ। নাসির সিকদার- ঢাকা কলেজ থেকে 'এইচ এস সি' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে পড়াশোনা শেষ করেছেন।

ম্যারাথন, একটি রোড রেস, যাকে দূরপাল্লার দৌড়ও বলা হয়। একসময় চূড়ান্তরকম ওবিসিটি আক্রান্ত নাসির শিকদার দৌড়ের মাধ্যমে ওবিসিটি মুক্ত হয়েছেন। নিজের সুস্থতা ও দৌড় জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন আরও হাজারও মানুষের সাথে। একটি ওবিসিটি মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন তিনি। ম্যারাথনে আসার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, '২০১৯ সালের শেষের দিকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, হার্টের ব্লক, হাই ব্লাড প্রেসার, উচ্চ কোলেস্টেরল ও স্লিপ এপনিয়া সহ অনেক বড় অসুখ ছিল। নিয়মিত ওষুধ খেতাম। শারীরিক অসুস্থতার কারণ জানতে যেয়ে ডাক্তার ও গবেষকদের নানান তথ্য ঘেঁটে বুঝলাম যে সেই তরুণ বয়সের স্বাস্থ্য আবারো ফিরে পাওয়া সম্ভব। টার্গেট করলাম যে কোন ভাবেই আমাকে ছাত্র জীবনের সেই তারুণ্যে ফিরে যেতে হবে। প্যাকেটজাত প্রসেসড খাবার, ভাজা-পোড়া খাবার, জেনেটিক্যালী মোডিফাইড খাবার থেকে বেরিয়ে আসলাম। এতে করে আমার ওজন এক বছরে ২০-২৫ পাউন্ড কমে গেল। এক্ষেত্রে আমেরিকান ডাক্তার স্টিফেন গান্ডি'র কথা উল্লেখযোগ্য। ছয়মাস পর আমি দৌড় শুরু করি, হার্টের সমস্যার জন্যে রান্নায় তেল বর্জন করি। এভাবেই এগিয়ে যাই।'

প্রথম কবে, কোথায়, কতগুলো ম্যারাথনে এ পর্যন্ত অংশ নিয়েছেন এ প্রসঙ্গে নাসির জানান, 'আমি সুস্থ হতে চাইতাম। প্রতিদিন এক ঘন্টায় পাঁচ মাইল দৌড়াতে শুরু করলাম। প্রথম দিকে হার্টে ব্যাথা করত। তেল বর্জনের জন্য হার্টের সমস্যা অনেকটাই চলে গেল। একটানা পনের ষোল মাইল দৌড়ানো দেখে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে ম্যারাথনে যোগদান করে বললেন। আইডিয়া পছন্দ হলো, এভাবেই আমার ম্যারাথন শুরু হয়। ২০২১ সালের মে মাসে আমি আট ঘন্টা দৌড়াই। প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ম্যারাথন করি সান ফ্রান্সিসকোতে। প্রথম সবকিছুতে মানুষ নার্ভাস থাকার মতোই আমি ম্যারাথনে নার্ভাস ছিলাম। তবে কোন সমস্যায় পড়লে আমি ইন্টারনেট থেকে সমাধান বের করেছি, ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করেছি। যেদিন ত্রিশ হাজার মানুষের মধ্যে আমি দৌড় শুরু করেছিলাম, প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম।

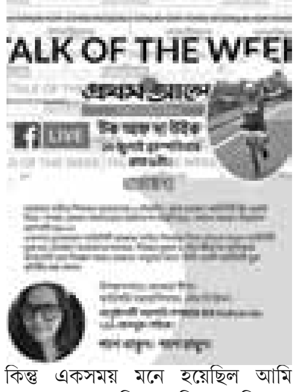

কিন্তু একসময় মনে হয়েছিল আমি আগের তুলনার দ্বিগুণ গতি পেয়েছি।

'অবিসিটি ফ্রি ওয়ার্লড্'- র প্রচার নিঃসন্দেহে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য সচেতনমূলক একটি কাজ। এই প্রচারে নানা ধরণের কাজ করে থাকেন নাসির সিকদার। তিনি বলেন, ওবিসিটি বা শারীরিক স্থূলতা এখন বিশ্বজুড়ে। বি-এম-আই(Body mass index) স্কেলে যখন কেউ ৩০ এর উপরে চলে যায় তখন তাকে ওভারওয়েট বলে এবং ওবিসিটির ধাপগুলো শুরু হয়। ওবিসিটিতে আক্রান্ত মানুষেরা অবশ্যম্ভাবী কিছু রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন ডায়াবেটিস, হার্টের ব্লকেজ, ব্রেইন ফগ, স্লিপ এপ্নিয়া, সহ আরো অনেক রোগের সম্ভবনা দেখা দেয়। এসব থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রথমে মাইন্ড সেট করে প্রতিদিন বাইরে একঘন্টা দৌড়াতে হবে। দৌড় ৯০ভাগ মানুষের জন্যেই সম্ভব, প্রমাণিত হয়েছে যে কোন বয়সেই দৌড় সম্ভব। জয়েন্ট ব্যাথার জন্যে অনেকে দৌড়াতে পারেন না। তবে আমার কাছে প্রমাণ আছে যে, দৌড়ের ফলে একটা সময় পরে শরীরে কোন ব্যাথা থাকে না। দৌড় শরীরকে পরিশোধিত করে, কোষে জমে থাকা টক্সিক বের করে দেয়।

আগামীতে 'ওবিসিটি ফ্রি ওয়ার্লড্ - নিয়ে নাসির সিকদারের রয়েছে পরিকল্পনা। এ সম্পর্কে তিনি জানান, 'সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আমার এই কনসেপ্ট তৈরি হয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়াতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি যদি মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারি তবেই আমি সার্থক। খাদ্যভ্যাস বদলানো এবং দৌড়ের মাধ্যমে মানুষের সুস্থ থাকা সম্ভব। শুধু ওবিসিটি নয়, সব অসুখই পালাবে। সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং ইউটিউবে চ্যানেলের মাধ্যমে আমি তেল ছাড়া রান্না করা শেখাই। বাঙ্গালী মা-বোনদের উদ্দেশ্যে বলবো, যে পরিবারের মায়েরা একটিভ সেই পরিবারের বাচ্চারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তাই সব মা'দের ঘরে ঘরে সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এভাবেই দৌড়বিদ মোহাম্মদ নাসির সিকদার দর্শকদের কাছে সম্পূর্ণ নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে সুস্থ থাকার উপায়গুলো বিশদ বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন রোকেয়া দীপা এবং কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রতি বৃহস্পতিবার সময় রাত নয়টায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানটি ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

তৃতীয় ফৌজদারি মামলায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

জানা গেছে।

সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এমন এক সময়ে এই অভিযোগ আনা হলো, যখন তিনি বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে সবার আগে রয়েছেন।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৪৫ পৃষ্ঠার ওই অভিযোগনামায় মোট ৪টি অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—মিথ্যা তথ্য দিয়ে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে জয়ী ঘোষণা করা থেকে কংগ্রেসকে বাধা দেওয়া এবং ভোটার দেওয়া রায় থেকে তাদের বঞ্চিত করা।

মামলার কৌঁসুলিরা বলেছেন, সেসময় নির্বাচনের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ইচ্ছা করেই নিজের মিথ্যা দাবিকে সত্য বলে প্রচার করতে তৎকালীন ভাইস পেন্সসহ শীর্ষ ফেডারেল কর্মকর্তাদের চাপ দিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি ক্যাপিটাল হিলে সহিংস হামলা চালাতে সমর্থকদের উসকে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং এভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করেছেন।

মঙ্গলবার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়েছে, 'নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরও, পরাজিত প্রার্থী (ট্রাম্প) ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই ২০২০ সালের ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের দুই মাসের বেশি সময় পর তিনি এই বলে মিথ্যা ছড়িয়েছিলেন যে, নির্বাচনের ফলাফলে জালিয়াতি হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই জিতেছেন।'

নতুন এই মামলায় ট্রাম্পকে আগামী বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনের ফেডারেল আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্পের এই মামলায় বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট জজ তানিয়া চুটকান। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের পক্ষে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিশেষ আইনজীবী জ্যাক স্মিথ। স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে ৪৫ পাতার ওই অভিযোগপত্রটি দাখিল করেন।

২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন জয়ী হন। এ নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ তুলে পরাজয় মানতে অস্বীকৃতি জানান তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বাইডেনের জয়ের সত্যায়নে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশন বসে। সত্যায়ন প্রক্রিয়া ঠেকাতে ট্রাম্পের উসকানিতে তাঁর সমর্থকেরা কংগ্রেস ভবনে (ক্যাপিটাল) হামলা চালান।

অভিযোগে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আরও ছয়জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন মার্কিন রাজনীতিক রুডি গিলিয়ানি বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৩ আগস্ট ট্রাম্পকে ওয়াশিংটনের একটি আদালতে তলব করা হয়েছে।

বাসা ভাড়া

Parkchester Bronx, 3 bed room Apartment with large living room, dinning & kitchen, close to trains / Buses/ Bangladeshi Gorceries/ Rstaurants/ Supermarkets/ other shopping complexes ST আগস্ট ২০২৩ হতে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718-973- 2802.

স্টুডিও রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্ক এ ট্রেন, ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথরুম, ১ কিচেন। যোগাযোগ: 347-260-7770, 347-891- 7145.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

১৭ স্ট্রীট উডহ্যাভেন জ্যামাইকা ট্রেন, বাস থেকে মাত্র ৩ ব্লকের মধ্যে। ২ বেডরুম, বাথরুম, লিভিং রুম, কিচেন। অধূমপায়ী, কর্মজীবী ফ্যামি- লির কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 631-871-3511

ফ্ল্যাট বিক্রয়

নোয়াখালী বসুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত পোস্ট অফিসসংলগ্ন ৫ তলা বাড়ি শাহানাজ ভিউ। প্রতিটা ফ্লোরে ৪টা ফ্ল্যাট। গ্যাস সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ বাংলাদেশ: 016-16531283. USA: 347-237-3012

বেসমেন্ট ভাড়া

৯০-৩৫, ১৮৪ স্ট্রীট হলিস নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। PS, স্বামী-স্ত্রী কিংবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 347-740-2701, 718-874-3675

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স সে ভিলেজের ২১৫ প্লেস এবং ৯২ রোডে ২ বেডরুম, ফুল বাথরুম, কিচেন, বড় লিভিং, ডাইনিং রুমের বেসমেন্ট আগামী আগস্ট মাস হতে ছোট ফ্যামিলির কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 646-897-5496

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train, bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

স্টুডিও ভাড়া

আগস্ট মাস থেকে জ্যামাইকা এলাকায় প্রাইভেট বাসার একটি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা কিচেন, বাথরুম এবং আলাদা প্রবেশ পথ। শুধুমাত্র একজন কর্মজীবী মহিলা/ দুইজন ছাত্রীর জন্য । যোগাযোগ: 347-221-4947

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা স্প্রিংফিল্ড গার্ডেন কিউ-৭৭, কিউ-৮৫ বাস এবং এলআইআরআর স্টেশনের নিকটে তিন বেড, লিভিং ডাইনিংসহ বড় বাসা আগস্ট থেকে ভাড়া হবে। স্টপ এন্ড শপ এবং স্কুল খুব নিকটে। যোগাযোগ: 646-532-1916.

বাসা ভাড়া

172 Verbena Ave, floral park, NY-11001 | প্রাইভেট হাউজের তৃতীয় তলায় (এটিক) ১ বেডরুম, লিভিং, ফুল বাথরুম ও কিচেন ভাড়া হবে। ভাড়া ১২০০ ডলার। (included). বাসার কাছে LIRR Floral park স্টেশন, বাস Q36 and N24 এবং N1. Preferred single per- son /2 people. যোগাযোগ: Mahabub, 631-520-8917; Zinnia 646-945-0209.

বাসা ভাড়া

৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ডহিল, ১ম তলায় ৩ বেড রুম বাসা ভাড়া হবে। A & J Train, Q-24, Q- 37 Bus 1 block. যোগাযোগ: 646-457-5505.

বাসা ভাড়া

উডসাইডে ৫৭ স্ট্রীট ও ব্রডওয়ে এর ক্রস স্ট্রীটে প্রাইভেট হাউজের এক তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট অতি সত্বর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৭৫০ ডলার। Only cou ple or Two bachelors. Tel: 212-470-3118

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৩২-৫৬, ৮৬ স্ট্রীট, নর্দার্ন বুলেভার্ড এর কর্নার এ ২ বেডরুমের নিউলি রিনোভেটেড এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-617- 3433.

রুম ভাড়া

১৪৫ লেকউড এভিনিউ, সাউথ জ্যামাইকা, মসজিদ আলকুবার সন্নিকটে, বেসমেন্টে ছোট একটি রুম একজন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। এখন উঠতে পারবেন। কিউ-40, কিউ-6, কিউ-60 বাস বাসার সামনে। যোগাযোগ 347-475-5883

বেসমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশ এন এবং ডব্লিউ ট্রেন সংলগ্ন বেসমেন্টে একটি বেডরুম শুধু ব্যাচেলারের নিকট ভাড়া দেয়া হবে । কিচেন ও বাথরুম আলাদা। Ad- dress: 1443, 29th Ave. Astoria, NY 11102. Con- tact: 917-340-3425, 347- 484-5013.

বেসমেন্ট ভাড়া

উডসাইড ৬১ স্ট্রীট ৭ ট্রেনের সংলগ্ন স্ট্রীটে সেমিবেসমেন্টে একটি বড় রুম একজন ব্যাচেলারের জন্য ভাড়া দেয়া হবে। অবশ্যই মুসলিম পরিবারের এবং অধূমপায়ী হতে হবে। আগস্ট মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 646-920-6448, 646-920- 4792.

বেসমেন্ট ভাড়া

৯০-৩৫, ১৮৪ স্ট্রীট হলিস নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। । স্বামী-স্ত্রী কিংবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে । যোগাযোগ: 347-740-2701,718-874-3675

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-686- 5591.

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ফ্যামিলি বাসায় মাস্টার বেডরুম মুসলিম অধূমপায়ী স্বামী-স্ত্রীর নিকট ১লা আগস্ট হতে ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগঃ 929-344-9248, 347-771-2282.

মহিলা রুমমেট চাই

ইয়াংকি ষ্টেডিয়ামের কাছে ১টি রুম একজন মহিলা/ছাত্রী এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। Bronx এর D train এর কাছে। যোগাযোগ: 986-837-7230

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড এবং ১০৮ এভিনিউতে ফুল রিনোভেটেড সেমি-বেসমেন্টে একটি স্টুডিও ১জন স্টুডেন্ট/ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 718- 839-5479

লোক আবশ্যক

কুইন্সে কনভিনিয়েন্ট স্টোরে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগ: 646-464-4245.

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া

হাওয়াড বীচ এ ৯০ স্ট্রীট, বিটুইন ১৬১-১৬২ এভিনিউতে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ৩ বেডরুমের বাসা বাড়া দেওয়া হবে। সেন্ট্রাল এসি, লিভিং রুম এবং পাকিং সুবিধা। হাইওয়ে বেল্ট পার্কওয়ে থেকে মিনিট এবং বাস, রেস্তোরাঁ, কেনাকাটা এবং ট্রেন স্টেশনে ৫ মিনিট যাত্রায়। যোগাযোগ: 646-457-5746 or contact

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগ: 917-650-0546.

বেসমেন্ট ভাড়া

১ বেডরুম বাথরুম, রান্নাঘর শুধু বড়দের জন্য। এস্টোরিয়া ৩৫-৪৭ ১০ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ 917-662- 0275, 718-205-8412.

বেসমেন্ট ভাড়া

150-16 Shore Ave Jamaica Ny 11433 1 বেডরুম এর বেসমেন্ট ভারা দেওয়া হবে। সাথে বাথরুম রান্নাঘর আর ছোটো একটি লিভিং রুম আছে। বাসার পাশেই মসজিদ, স্কুল, বাংলাদেশী গ্রোসারী এবং বাস ও ট্রেন বাসার কাছে। ই/জে ১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব। মোবাইল: (646) - 717-7404.

বেসমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়া ৪৬ স্ট্রীট সাবওয়ে আর, এম, ই ট্রেনের অতি নিকটে দুই বেডরুমের একটি বেসমেন্টের একটি রুম শুধু ভদ্র, শিক্ষিত, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারদের নিকট ভাড়া দেয়া হবে । কিচেন ও লিভিং রুম শেয়ার করতে হবে। 347-438-7884.

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগঃ 917-650-0546

এটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Hollis এ 197-03 99th road এর কাছে সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ণ রেনভেটেড ২টি রুম কিচেন বাথরুমসহ ৩জন ব্যাচেলার অথবা ছাত্রের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707 (২৪ ঘন্টা পাকিং এর সুবিধা আছে)

গাড়ি বিক্রয়

নিসান এন ভি -২০০, ১৪৮ হাজার মাইলস, ইয়ার ২০১৭, ক্লিন নাইস, ইয়ালো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। হুইল চেয়ার এক্সেস এবেল। যোগাযোগ 347-235-7322

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হেল্প ওয়ান্টেড

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিও এবং ১৬৪ স্ট্রিট এ অবস্থিত অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ জ্ঞানসম্পন্ন দায়িত্বান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট না থাকলেও সমস্যা নেই) আবশ্যক। যোগাযোগ (718) 839-5812

বেবি সিটার আবশ্যক

NewHyde Park এ N25/N26 Bus Stop থেকে ১০ মিনিট হাঁটা দূরে Part Time Babysitter আবশ্যক। সপ্তাহে ৫ দিন; 2 pm to 6pm. মেসেজ রাখুন 929-225-9363

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক । **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন** । দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন ।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর** ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বাসা ভাড়া হইবে

ভিক্টোরি ব্লুবার্ড এন্ড কুইনলান অভ্যেনুর উপর অত্যন্ত মনোরম, নিরিবিলি ও নিরাপদ পরিবেশে ১ (এক) বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সবরকমের শপিং দোকানপাট ১-২ মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাবে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী গ্রোসারী ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ভেরাজোনা ব্রিজ এবং i 278 এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে খুব সহজে এক্সিট নেয়া যায়। বাসা ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে যোগাযোগে: ফারুক হোসাইন মোবাইল : ৯২৯৪৪৪৫৩০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১লা আগস্ট হতে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম, সাবওয়ে '৩' ট্রেন (দুই ব্লক) ৪৬৯ জর্জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক। যোগাযোগ করুন: 917-362-3190

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

পাত্র চাই

সিলেটি পিতামাতার নিউইয়র্কে জন্ম নেয়া ডাক্তার এবং মে মাস থেকে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি প্রাপ্ত (২৬-৫-৬) নামাজি ও হিজাবী পাত্রীর জন্য ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 646-577-8290, e-mail: za-manmehdad227@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্রী চাই

US সিটিজেন ডিভোর্স পাত্রের জন্য (৫৫) ৫ ফট ৬” শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরিজীবি সু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স বা বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে পাত্রী চাই। 646-707-9614

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাএী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি :সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

•Emirates •Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines •Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla, Urdu, Arabic, English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব রকম বিল পে করা হয়।

ultra mobile, h2o, T-Mobile, univision mobile, Lycamobile

Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

যুক্তরাষ্ট্রে সন্ধান মিলল ‘কোভিড-১৯ নিয়ে গবেষণাকারী’ অবৈধ চীনা পরীক্ষাগারের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে চীনা মালিকানাধীন একটি অবৈধ ও গোপন পরীক্ষাগারের সন্ধান পেয়েছে কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে তদন্তের পর জুলাইয়ের শুরুর দিকে ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রেজনো শহরের একটি গুদামে গোপন সেই ল্যাবের সন্ধান পাওয়া যায়। গবেষণাগারটি থেকে জৈব প্রকৌশলের সহায়তায় বিশেষায়িত বেশ কিছু ইঁদুর পাওয়া গেছে। ইঁদুরগুলো কোভিড-১৯ ভাইরাস ধারণ ও বহনে সক্ষম।

ফ্রেজনো কাউন্টির কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইউএসএ টুডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গবেষণাগারটিতে বিপুল পরিমাণ সংক্রামক রাসায়নিক, চিকিৎসা বর্জ্য এবং কয়েক শ জৈব প্রকৌশলের সহায়তায় বিশেষায়িত বেশ কিছু ইঁদুর পাওয়া গেছে। ইঁদুরগুলো কোভিড-১৯ ভাইরাস ধারণ ও বহনে সক্ষম।

ক্যালিফোর্নিয়ার হেলথ অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগ গত সোমবার জানিয়েছে, নেভাদায় নিবন্ধিত ‘প্রেস্টিজ বায়োটেক’ নামে একটি চীনা চিকিৎসা সংস্থা ফ্রেজনো থেকে প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে একটি ছোট শহর রিডলিতে লাইসেন্সবিহীন গুদাম ও পরীক্ষাগারটি চালিয়ে আসছিল। রিডলি শহরের পরিচালক নিকোল জিবার মতে, কোম্পানিটি মূলত একটি ডায়াগনস্টিক ল্যাব স্থাপন করার কথা জানিয়েছিল।

জিবা ইউএসএ টুডেকে বলেন, তাঁদের কখনোই ব্যবসার লাইসেন্স ছিল না। শহরটিতে তাদের পরীক্ষাগারটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তারা রাতের অন্ধকারে কাজ করতেন।

জিবা জানান, ফ্রেজনো কাউন্টির পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট ২০২২ সালের ডিসেম্বরে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা এই ভবনের সঙ্গে একটি পানির লাইন সংযুক্ত দেখতে পান। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে বলা হয়েছিল যে ভবনটি খালি। পরে সেই ডিসেম্বরেই এই পরীক্ষাগারের বিষয়ে তদন্ত শুরু করে।

আদালতের নথি অনুসারে, পরে চলতি বছরের মার্চ মাসে আবারও পরীক্ষাগারটি পরিদর্শন করা হয়। সে সময় জানা যায়, সেখানে বিভিন্ন রাসায়নিক, সন্দেহজনক জৈব উপকরণ, শারীরের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তরল, কয়েক শ গবেষণা ইঁদুর এবং গবেষণাগারের অন্যান্য উপাদান রয়েছে।

এদিকে গত জুলাই মাসে চালানো অভিযানের পর প্রাপ্ত উপাদান-উপকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফ্রেজনো কাউন্টির জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তার বলছেন, তাঁরা এমন সব যন্ত্রপাতি খুঁজে পেয়েছেন, যা পরীক্ষাগারটিতেই তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে তারা প্রচুর পরিমাণে কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ টুল এবং গর্ভাবস্থা পরীক্ষা করার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন।

ফ্রান্সে পালিত হল নিউজ ২৪ টিভি চ্যানেলের অষ্টম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

বদরুল বিন আফরুজ, ফ্রান্স

ফ্রান্সে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের বৃহত্তম মিডিয়া গ্রুপ ইস্ট-ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের মালিকানাধীন ২৪ ঘণ্টার সংবাদভিত্তিক চ্যানেল নিউজ টোয়েন্টিফোর টেলিভিশনের অষ্টম বর্ষপূর্তি ও অষ্টম বর্ষে পদার্পণ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ৩১ জুলাই প্যারিসের ক্যাথসিমা ড্রিম ফুডরেস্টুরেন্টের হল রুমে আলোচনা সভা, কেক কাটার আয়োজন করা হয়।

ফ্রান্স বাংলাদেশে প্রেসক্লাবের নির্বাচিত সভাপতি ফেরদৌস করিম আখঞ্জির সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন নিউজ টোয়েন্টিফোর টেলিভিশনের ফ্রান্স প্রতিনিধি ফেরদৌস করিম আখঞ্জি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বৃহত্তর কুমিল্লা জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি শাহীন আরমান চৌধুরী, ইপিবি এর সভাপতি ফারুক খান, লিগ্যাল এইড এর পরিচালক এম এ আজাদ, বিকশিত নারীর সভাপতি তোফিকা শাহেদ।

এছাড়াও সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ফ্রান্স বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি শাহ সোহেল, মনোয়ার হোসেন, এমডি নুর, কমিটির পরিচিত মুখ আশিক আহমেদ, ইপিএস বাংলার প্রেসিডেন্ট এলান খান, মনোয়ার হোসেন মুজাহিদ, যুব ফ্রম সংগঠনের আশরাফুল ইসলাম শাহীন, সাংবাদিক সাবুল আহমেদ, বাংলা টেলিভিশনের ফ্রান্স প্রতিনিধি প্রতিনিধি রাসেল আহমেদ, দেশ টেলিভিশনের ফ্রান্স প্রতিনিধি বদরুল বিন আফরোজসহ কমিটির আরো অনেকে। সভায় বক্তারা বলেন, দেশের ২৪ ঘণ্টার সংবাদভিত্তিক চ্যানেলের মধ্যে বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকানাধীন নিউজ টোয়েন্টিফোর অন্যতম।

বিএএসজের সহযোগিতায় টি টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

সুব্রত চৌধুরী

২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার নিউজার্সি রাজ্যের ভরিস টাউনশীপের জন কনোলী পার্কে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জারর্সির সহযোগিতায় টি টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্রিকেট টুর্নামেন্টটির আয়োজক ছিল বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস ক্রিকেট ক্লাব।

টি টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিউ ইয়র্ক, আটলান্টিক সিটি, মাউন্ট হলির ক্রিকেট দল বিএফসিসি, চিটাগাং টাইগারস, আইকনিক ড্যাশার, ঢাকাইয়া নওয়াব অংশগ্রহন করে। চূড়ান্ত খেলায় ভরিস টাউনশীপের বিএফসিসি আটলান্টিক সিটির আইকনিক ড্যাশারকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। টি টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের স্পন্সর ছিল বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি , হ্যাপি ইভেন্টস ডেকর, গ্রাম বাংলা ফুড ও ই এক্স পি রিয়েলটর।

টুর্নামেন্টের সেরা বোলার নির্বাচিত হয়েছেন আবু সাঈদ ও সেরা ব্যাটার নির্বাচিত হয়েছেন ওয়াকার। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড নির্বাচিত হয়েছেন আজিজ। বিজয়ী ও বিজিতদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করেন প্রধান অতিথি বিএএসজের সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল ও বিশেষ অতিথি আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী।

ক্রিকেটপ্রেমী বাদশাহ নাসির উদ্দীন, দেলোয়ার শাকিল, ফকরুল হাসান, আবু সাঈদ, পিয়াল, তাজুল প্রমুখের অক্লান্ত পরিশ্রমে টি টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সফল সমাপ্তি ঘটে।

টরন্টোয় ফেনীবাসীদের পিকনিক ৩ সেপ্টেম্বর

উত্তর আমেরিকা অফিস

কানাডায় বসবাসরত বৃহত্তর ফেনীবাসীর পিকনিক আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর রোববার। অশোয়া লেকভিউ পার্কে এটি অনুষ্ঠিত হবে। কানাডায় কর্মব্যস্ত জীবনে প্রতিটি ফেনীবাসী যাতে নিজের জীবনের অবসর দূর করার মাধ্যমে বছরের একটা দিন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন অথবা প্রিয়জনদের সাথে বিশেষ সময় পার করে মানসিক তৃপ্তি এবং বিনোদন উপভোগ করা এই পিকনিকের মুল উদ্দেশ্য।

বালুকাময় সৈকত ও অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ অশোয়ার লেকভিউ পার্ক। টরন্টো থেকে এক ঘন্টা ড্রাইভ দূরত্বে অবস্থিত এ পার্কে অনুষ্ঠিতব্য এবারের পিকনিকে র‍্যাফেল ড্র, শিশুদের জন্য মজার মজার খেলা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মহিলাদের পিলোপাচিং, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর আয়োজন থাকবে।

পর্যটন নগরী বার্সেলোনার উদ্যোক্তা সালমা ইসহাক

বকুল খান, *স্পেন*

সালমা ইসহাক। আটপৌরে বাংলাদেশী একজন নারী। স্বামী প্রবাসী আসলাম উদ্দিনের সাথে ২০09 সালে বিয়ে হলে, উড়াল দেন ইউরোপের আকর্ষণীয় শহর বার্সেলোনায়। মামাশ্বশুর আলাউদ্দিন হক নেছার রাভালের ফ্রাগুয়া রেস্টুরেন্টে স্বামী (খেফে দ্যা কসিনেরো)প্রধান শেফের কাজ করেন। সেই সুবাদে রেস্টুরেন্টের কাজ শেখার জন্য কাজে ঢুকেন সালমা ইসহাক। যদিও নিকটাত্মীয় অনেকের কাছে সেই সুযোগ পাননি। স্বামীর ৭ বছরের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে মাত্র তিন মাসের মাথায় শুরু করেন ব্যবসা। প্রবল আগ্রহ ,অদম্য চিন্তাশক্তি নিয়ে ব্যবসায় পা বাড়ান , যদিও সময়টা খুব সহজ ছিলো না। কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে ,তাইতো থেমে যাননি।

ট্রেডিশনাল স্পেনিশ ও পাইয়েজার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বার্সেলোনার সেন্ট্রেতে গড়ে তুলেন এক এক করে তিনটি রেস্টুরেন্ট। তাও আবার পরিচালনার নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন সালমা ইসহাক নিজে। আত্মীয় অনেকের নিরুৎসাহ তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, পরিবার ও ব্যবসার পার্টনার হিসেবে স্বামী খুব আন্তরিক এবং ভালো মানুষ বলে তাঁকে সাহস যুগিয়েছেন। এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে। সালমা বলেন, স্বামী স্ত্রীর পরে মধ্যে বোঝাপড়া, বিশ্বস্ততা না থাকলে ব্যবসায় এগুলো সম্ভব নয়।

দেশ থেকে মায়ের কাছ থেকে বিশ হাজার ইউরো নিয়ে এসে শুরু করেছিলেন প্রথম ব্যবসা ২০১১সালে। বললেন, স্বামীর বাড়ির কেউ কিছু মনে না করুক , সেই চিন্তা থেকে মায়ের কাছে ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। প্রচন্ড ধৈর্য ,কঠোর পরিশ্রম করে মাত্র দুই বছরের মাথায় পরিশোধ করেন মায়ের দেয়া বিশ হাজার ইউরো। ২০১৩ সালে একটি এবং পরবর্তীতে ২০২১ সালে আরেকটি ব্যবসার যাত্রা শুরু করেন এ নারী উদ্যোক্তা। সাগরা দ্যা ফিমেলিয়া ,কাইয়ে প্রোভিসন্স ক্লথ এবং প্যারালেল। ১৭ জন স্টাফ নিয়ে তাঁর ব্যসায়িক পরিবার। সালমা ইসহাক সব সময় বাংলাদেশী লোকদের কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন ,বাংলাদেশের লোক বেশি কাজ করে তাহলে বেশি রেমিটেন্স বাংলাদেশে যাবে।

বাড়ি বিক্রয়

ব্রঙ্কসে E 229 স্ট্রিটে বাড়ি বিক্রয় হবে। Sell by Owner. বাড়িটিতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন পরিবার বসবাস করতে করতে পারবে। মূল্য 4 লাখ 75 হাজার ডলার। 929-218-3748

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।
বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।
আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি।
ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরয়েড
- এজমা
- বাতের ব্যথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

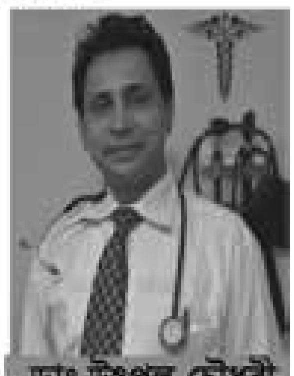

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide constructions
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work cashier sales, general help
Restaurant and more

Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারিত্বের অবসানে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান

উত্তর আমেরিকা অফিস

দখলদার ইসরায়েলের ক্রমাগত আগ্রাসনের দরুন ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। ফিলিস্তিনী ভূখন্ডে ইসরায়েলি অবৈধ দখলদারিত্বের অবসান ঘটানো এবং সেখানে ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য স্থায়ী শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকল্পে নিরাপত্তা পরিষদে এতদসংক্রান্ত গৃহীত রেজুল্যুশন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জোর আহবান জানাই।

৭ জুলাই বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি ও ফিলিস্তিনী প্রশ্নে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের উন্মুক্ত বিতর্কে ওআইসি গ্রুপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এমন মন্তব্য করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

বক্তব্য প্রদানকালে রাষ্ট্রদূত মুহিত সাম্প্রতিককালে জেনিন শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই আগ্রাসনের ফলে নারী ও শিশুসহ অসংখ্য বেসামরিক হতাহতের ঘটনা এবং গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক অবকাঠামোর ব্যাপক ধ্বংসের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত মুহিত দ্ব্যর্থহীনভাবে ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েল কর্তৃপক্ষের এই ক্রমাগত আগ্রাসনের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এই ধরনের আগ্রাসন শুধুমাত্র ফিলিস্তিনিদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে না বরং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে তাদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেয়, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে ব্যহত করে এবং সর্বোপরি তাদের মানবিক মর্যাদাকে গুরুতরভাবে অবমাননা করে।

স্থায়ী প্রতিনিধি মুহিত ইসরায়েলের এই আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার উপর জোর প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, জবাবদিহিতার অভাব ইসরায়েলকে ক্রমাগতভাবে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করতে উৎসাহিত করছে। ওআইসির পক্ষ থেকে তিনি ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরায়েলি অবৈধ বসতি স্থাপনের সমস্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ করার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েল কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের সম্পূর্ণ, স্বচ্ছ এবং স্বাধীন তদন্তের দাবি জানান।

পুত্রের কেলেঙ্কারি তাড়া করছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে

ইব্রাহীম চৌধুরী

ছেলে নিয়ে বিপাকেই আছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কর ফাঁকি দেয়ার অপরাধ আদালতে স্বীকার করেছেন। ছেলের দাম্পত্য বহির্ভুত সন্তানের দায় দায়ীত্ব নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে প্রেসিডেন্টকে। বিষয়টি শুধু প্রেসিডেন্টের জন্য বিব্রতকরই নয়, আসছে নির্বাচনে পুত্রের কেলেঙ্কারি তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২৮ জুলাই শুক্রবার প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হান্টার বাইডেনের চার বছরের মেয়েকে নিয়ে কথা বলেছেন। লান্ডেন রোবার্টস নামের এক নারী দাবী করে আসছিলেন, তাঁর গর্ভের মেয়েটি হান্টার বাইডেনের। নেভি নামের চার বছর বয়সের এ মেয়েটির দায় দায়িত্ব নিয়ে লান্ডেন আদালতে পর্যন্ত গিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট পুত্র হান্টার বাইডেনের সাথে মেয়ের ভরণ পোষণ নিয়ে একটা সমঝোতাও হয়েছে। এ নিয়ে হোয়াইট হাউস পর্যন্ত প্রশ্নবাণে জর্জরিত খোদ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ছেলের মেয়ে, নাতনিকে তিনি স্বীকার করে নিচ্ছেন কি না এমন প্রশ্নও উপস্থাপন করা হয়েছে।

শুক্রবার দেয়া এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, আমাদের ছেলে হান্টার ও নেভির মা লান্ডেন তাদের মেয়ে নেভির ভালোর জন্য একযোগে কাজ করছে। তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা যতোটা সম্ভব রক্ষা করে এ কাজটি করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বলেছেন, বিষয়টি রাজনৈতিক নয়। একান্ত পারিবারিক এ বিষয়টি প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট লেডি মিলে তাদের নাতনির জন্য যা ভালো, তাই করছেন বলে তিনি উল্লেখ করছেন।

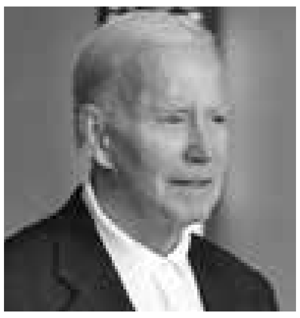

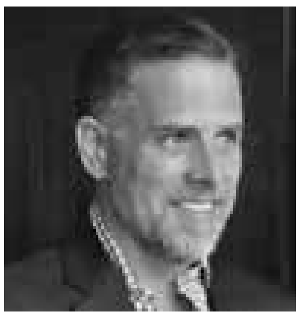

নিউইয়র্ক টাইমস এ নিয়ে এক প্রতিবেদনে বলেছে, আরকানসাসে থাকা নেভির সাথে তাঁর বাবা হান্টার বাইডেনসহ এবং দাদা দাদীর কখনো দেখা হয়নি। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নেভিকে নাতনি হসেবে গ্রহণ করেছেন কি না , এ নিয়েও প্রশ্ন উঠে।

২০২৯ সালে লান্ডেন রোবার্টস সন্তানের ভরন পোষণ নিয়ে মামলা করেছিলেন। হান্টার বাইডেনের সাথে তাঁর এ নিয়ে পরে আদালতেই সমঝোতা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডি হান্টার ও লান্ডেনকে সমঝোতার মাধ্যমে সন্তান নেভির ভালোর জন্য যা করণীয়, তা করার সুযোগ করে দিচ্ছেন।

সম্প্রতি কর ফাঁকি দেয়ার অভিযোগে আদালতে দায় স্বীকার করেছেন প্রেসিডেন্ট পুত্র হান্টার বাইডেন। অবৈধ অগ্নেয়াস্ত্র নিজের কাছে রাখার আরেকটি অভিযোগ তাঁর নামে ঝুলে আছে। মার্কিন বিচার বিভাগ হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে অন্যান্য অপরাধ নিয়েও তদন্ত চলমান রয়েছে।

আগামী বছরের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আরেকদফা প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন ইতিমধ্যে। রিপাবলিকান দলের এগিয়ে থাকা প্রার্থী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিদিন হান্টার বাইডেনের কাজকর্ম নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সমালোচনা করছেন। আসছে নির্বাচনে পুত্র বিষয়ক সমালোচনার প্রভাব পড়বে এবং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে এ নিয়ে তাড়া করবে বলে ডেমোক্রেটদের মধ্যেই আশংকা বিরাজ করছে।

ফ্রান্সে গাজীপুরবাসীর বনভোজন

বদরুন বিন আফরুজ, *ফ্রান্স*

নিজ এলাকার প্রবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ঐক্য আরো দৃঢ় করার প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বার্ষিক বনভোজন প্রবাসী গাজীপুরবাসীর জেলা সমিতির। সমুদ্রসৈকত প্লাজ দে কাবুতে ৩০ জুলাই রোববার সমুদ্র ভ্রমণে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন ফ্রান্স প্রবাসী গাজীপুরবাসী।

গাজীপুরবাসীর জেলা সমিতির ফ্রান্সের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিল্টন সরকার ও সাধারণ সম্পাদক ফারুক খানের তত্ত্বাবধানে ১০০ সদস্যের একটি

দল দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সমুদ্র ভ্রমণ উদযাপন করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি কাউসার মোড়ল। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন ফারুক খান ও মিল্টন সরকার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সোহাগ আহমেদ, রতন সরকার, আলমগীর, আমজাদ, সুলেমান সহ সংগঠনের আরো অনেকে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার মানুষ

হাঙ্গেরির নাগরিকদের ভিসা ছাড়াই প্রবেশাধিকার বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

হাঙ্গেরির নাগরিকদের ওপর একটি ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। হাঙ্গেরিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এবং একজন সরকারি কর্মকর্তার মতে, গত ৯ বছরে হাঙ্গেরির পাসপোর্ট দেওয়া প্রায় ১০ লাখ বিদেশির পরিচয় যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি। এই উদ্বেগের জন্যই নতুন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার থেকেই নতুন নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা ওয়েভার প্রোগ্রামে প্রযোজ্য হবে। এই প্রোগ্রামের আওতায় অন্তত ৪০টি দেশের পাসপোর্টধারীরা ভিসা ছাড়াই ব্যবসা বা পর্যটনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ৯০ দিনের জন্য প্রবেশ করতে পারেন। সদ্য নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসা হাঙ্গেরিও এই ৪০ দেশের একটি ছিল।

এ বিষয়ে এবিসি নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভ্রমণ অনুমোদনের জন্য ইলেকট্রনিক সিস্টেমের অধীনে হাঙ্গেরিয়ান পাসপোর্টধারীদের ভ্রমণের মেয়াদ দুই বছর থেকে কমিয়ে এক বছর করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ভ্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্রে একক প্রবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন।

একজন সিনিয়র মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, নিরাপত্তা উদ্বেগ সমাধানে হাঙ্গেরির সরকারের সঙ্গে কাজ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক বছরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় নতুন নিষেধাজ্ঞাটি আরোপ করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা আরও জানান, বিগত বছরগুলোতে হাজার হাজার হাঙ্গেরিয়ান পাসপোর্ট কঠোরতা ছাড়াই যাচাই করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে কিছু অপরাধীও রয়েছে, যারা নিরাপত্তাজনিত হুমকির কারণ এবং হাঙ্গেরির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।'

জানা যায়, হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান ২০১১ সাল থেকে হাঙ্গেরীয় বংশ দাবি করা অসংখ্য মানুষকে নতুন একটি প্রোগ্রামের আওতায় এবং সরল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নাগরিকত্ব দেওয়া শুরু করেন। এমনকি যাঁরা হাঙ্গেরিতে বসবাস করছেন না, তাঁদেরও এই প্রোগ্রামের আওতায় নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ প্রশস্ত করেন তিনি।

সমালোচকেরা দাবি করেন, ক্ষমতার মেয়াদ দীর্ঘায়িত করতেই এ ধরনের প্রোগ্রাম চালু করেছেন অরবান। ২০১০ সাল থেকে টানা ক্ষমতায় থাকা অরবান পুতিন ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত।

৬ আগষ্ট বিসিএ'র বার্ষিক বনভোজন

প্রতিনিধি

প্রতিবারের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন, ইনক (বিসিএ) বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করেছে। ৬ আগষ্ট রোববার মেরিল্যান্ডের স্যান্ডি পয়েন্ট স্টেস্ট পার্কে দিনব্যাপী আয়োজনে থাকছে নানান অনুষ্ঠানমালা।

বিসিএ'র প্রেসিডেন্ট শ্যামল ডি'কস্তা জানান, দিনব্যাপী বনভোজনে নানা পদের বাংলা খাবারের পাশাপাশি থাকবে শিশু-কিশোর ও সব বয়সের অতিথিদের জন্য থাকছে বয়সভিত্তিক খেলাধুলা। খেলাধুলা কমিটির আহ্বায়ক চৈতি লিমা কোড়াইয়া জানান, এবারের খেলাধুলার বিজয়ীদের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। সেই সাথে থাকছে লটারী ড্র। সহ সাধারণ সম্পাদক বিভাস ফ্রান্সিস রোজারিও জানান, বনভোজনে যে কেউ অংশ নিতে পারবে। এইজন্য পাঁচ বছরের উপরে সবাইকে ১২ ডলারের বিনিময়ে কুপন সংগ্রহ করতে হবে। সেই সাথে

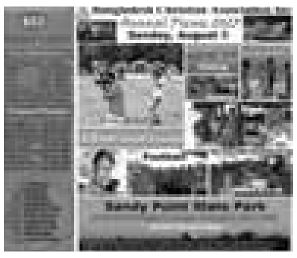

বিসিএ'র সদস্য হতে আগ্রহীদের জন্য থাকবে সদস্যপদ সগ্রহ বুথ। ৫ ডলারের বিনিময়ে সদস্য ফরম সগ্রহ করা যাবে। বিভাস আরও জানান, লটারিতে থাকছে গোল্ডেন ও সিলভার পুরস্কার। গোল্ডেন পুরস্কার ওয়াশিংটন-কানকুন ওয়াশিংটন ও সিলভার পুরস্কার ওয়াশিংটন-লাস ভেগাস-ওয়াশিংটন। গোল্ডেন ও সিলভার পুরস্কারের স্পন্সর ডেনিম টমাস রোজারিও, শরীফ আহমেদ ও তৌফিক মতিন।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

দুই বছরের কমিটি চলছে সাড়ে ৭ বছর ধরে

ভুয়া ভোটার নিয়ে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের তুলকালাম কান্ড

ইমা এলিস

দেশের উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রস্থ নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন কতিপয় ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতির ও অনিয়মের ফলে নিজস্ব ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিতে পদ আঁকড়ে ধরে থাকতে রাতের অন্ধকারে তৈরি করা অর্ধশতাধিক ভুয়া ভোটার। এ নিয়ে উক্ত সংগঠনের অভ্যন্তরে চলছে তুলকালাম কান্ড।

জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রস্থ নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নির্বাচন ও নতুন কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে সদস্য সংগ্রহ শেষে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। গত ৩০ জুন ছিলো ভোটার হওয়ার শেষ দিন। এদিনের ২৫১জন মেম্বারসহ সংগঠনের সর্বমোট ভোটার হয়েছে ৪১৭জন। এর আগে ১৬৬জন মেম্বারশীপ গ্রহন করেন। এই বৈধ ৪১৭জন ভোটার নিয়েই আগামীতে ফাউন্ডেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে সংগঠনের একটি সূত্র জানিয়েছে।

নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সাথে থাকে চলতি সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটার তালিকা নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা বিভ্রান্তি। ইতিপূর্বে ঘোষিত ৪১৭জন ভোটারের স্থলে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির সভাপতি ডা. আব্দুল লতিফের তথ্য মতে তার কাছে থাকা ১৫০ জনের স্থলে দুই শতাধিক সদস্যের আবেদন জমা রয়েছে বলে দাবী করায় এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে সংগঠনের নেতৃত্ব। অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে আসন্ন নির্বাচন। একই সাথে সংগঠনের সদস্যদের মাঝে বইছে বিভক্তির বাতাস। এ ঘটনায় প্রচুর সংখ্যক সদস্য তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন। তবে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে পূর্ব ঘোষিত ৪১৭জন ভোটার তালিকা দিয়েই আগামী নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন অধিকাংশ সদস্য।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, যুক্তরাষ্ট্রস্থ নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ২০০৯ সালে গঠন করা হলেও এর আত্মপ্রকাশ ঘটে ২০১০ সালে। কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এ সংগঠনটি। সমিতির বর্তমান ডা. মোঃ আব্দুল লতিফ ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হলেও তালবাহানা করে সাড়ে ৭ বছর স্বেচ্ছায় স্বপদে বহাল রয়েছেন। নিউ ইয়র্ক প্রবাসীদের কাছে তার তেমন কোন পরিচিত নাই বলে এই পদ ধরে রেখে নিজের পরিচিতি বাড়াতে চান। গত তিন বছর ধরে কমিটির কোন সভাও করতে পারেননি তিনি।

রাজনীতিতে ঘাপটি মেরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গত সপ্তাহে কংগ্রেসে বক্তৃতা করছিলেন। এ সময় তিনি তোতলাতে শুরু করেন। কথাও বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সংবিৎ ফেরে তাঁর। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকেও দুবার হোঁচট খেতে দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাধর রাজনৈতিক নেতারা যে বিশ্বের বেশির ভাগ গণতান্ত্রিক দেশের নেতাদের চেয়ে 'বুড়িয়ে' গেছেন, বাইডেনের হোঁচট আর ম্যাককনেলের তোতলানোর ঘটনা তারই উদাহরণ। জো বাইডেনের বয়স এখন ৮০ বছর। যুক্তরাষ্ট্রের এযাবৎকালের সবচেয়ে প্রবীণ প্রেসিডেন্ট তিনি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জনমত জরিপ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য বলছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের গড় বয়সের (৬২) চেয়ে জো বাইডেনের বয়স ১৮ বছর বেশি।

বাইডেনের চেয়েও প্রবীণ রাষ্ট্রপ্রধান আছেন। তিনি আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট পল বিয়া। তাঁর বয়স ৮৯ বছর। পল বিয়া বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ রাষ্ট্রপ্রধান। তবে মজার বিষয় হলো, বাইডেন সবচেয়ে প্রবীণ রাষ্ট্রপ্রধান না হলেও চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বরিচ (৩৭) বা সম্প্রতি ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়া সানা ম্যারিনের (৩৭) 'দাদুর বয়সী' তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রবীণ প্রেসিডেন্ট হলেও কংগ্রেসের কিছু সদস্যের চেয়ে বাইডেন বয়সে ছোট। সিনেটে রিপাবলিকানদের নেতা ম্যাককনেলের বয়স এখন ৮১। গত বুধবার ক্যাপিটল হিলে একটি সংবাদ সম্মেলনে কথা বলার মাঝখানে থেমে যান তিনি। এরপর ২১ সেকেন্ড নিশ্চুপ ছিলেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তাঁর সংবিৎ ফিরে। প্রশ্ন শুনে তিনি বলেন, 'আমি ঠিক আছি।' সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনার পর ম্যাককনেলের শারীরিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকে। কেউ কেউ উদ্বেগও প্রকাশ করেন। তবে ওই ঘটনার পর থেকেই যে তাঁর সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এমনটা নয়। এর আগে গত মার্চে পড়ে গিয়ে আঘাত পেলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আর এর জন্য চিকিৎসা নিতে হয়েছিল তাঁকে। যদিও গত শুক্রবার ম্যাককনেলের কার্যালয় থেকে বলা হয়, তিনি পূর্ণ মেয়াদেই; অর্থাৎ ২০২৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবেন। তখন তাঁর বয়স হবে ৮৪।

সিনেটে ম্যাককনেলই যে বয়োজ্যেষ্ঠ, তা কিন্তু নয়। যেমন আইওয়া অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান সিনেটর চাক গ্রাসলি (৮৯), ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনেটর ডায়ানে ফেইনস্টেইন (৮৯) ও ভারমন্টের সিনেটের বার্নি স্যান্ডার্স (৮১) ম্যাককনেলের চেয়েও বড়।মার্কিন কংগ্রেসের অনেক আইনপ্রণেতার বয়স এখন সত্তরের কোঠায়।

জনমত জরিপ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ফাইভথার্টিএইটের হিসাব বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের

> ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার সেন্টার ফর পলিটিকসের পরিচালক ল্যারি সাবাতো বলছেন, 'বয়স পঞ্চাশ বা ষাটের কোঠায় রয়েছে, এমন ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে হবে। ফলে নির্বাচিত হলে দুই মেয়াদে আট বছর সুস্থভাবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

সিনেটরদের বর্তমান গড় বয়স ৬৫ বছর ৩ মাস। গড় বয়স হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটি হচ্ছে 'প্রবীণতম' সিনেট। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যা হিসাবে নিলে দেশটির মানুষের গড় বয়স ৩৮ বছর ৮ মাস। বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের আন্তর্জাতিক সংগঠন ইন্টারপার্লামেন্টারি ইউনিয়নের হিসাব বলছে, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টে আইনপ্রণেতাদের গড় বয়সে মার্কিন সিনেটের অবস্থান সপ্তম; অর্থাৎ পার্লামেন্টগুলোর মধ্যে মার্কিন সিনেটরদের গড় বয়স সপ্তম সর্বোচ্চ। এর মধ্য দিয়ে প্রবীণদের দেশ হিসেবে পরিচিত জাপান, ইতালি ও গ্রিসের পার্লামেন্টকে টপকে গেছে যুক্তরাষ্ট্র।

বাইডেনের বয়স ও সম্প্রতি একাধিকবার তাঁর হোঁচট খাওয়ার ঘটনার পর এমন প্রশ্নও উঠেছে, তিনি কি দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে লড়াই করার সক্ষমতা রাখেন? গত জুনে বালুর ব্যাগের ওপর দিয়ে হেঁটে মঞ্চে যেতে দেখা যায় তাঁকে। তিনি চলাফেরাও করেন 'সাবধানে'। ২০২৪ সালে হবে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বাইডেন। তাঁর পূর্বসূরি ৭৭ বছর বয়সী ডোনাল্ড ট্রাম্পও রিপাবলিকানদের প্রার্থী হতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও জোরালো। যদি তা-ই হয়, তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁরা আবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেন ও ট্রাম্পের প্রার্থিতা নিয়ে রয়টার্সের জনমত জরিপে দেখা গেছে, বেশির ভাগ আমেরিকানই চান না বাইডেন বা ট্রাম্প আবার প্রার্থী হন।

ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার সেন্টার ফর পলিটিকসের পরিচালক ল্যারি সাবাতো বলছেন, 'বয়স পঞ্চাশ বা ষাটের কোঠায় রয়েছে, এমন ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে হবে। এর ফলে যেটা হবে, নির্বাচিত হলে দুই মেয়াদে আট বছর সুস্থভাবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। সবাই জানে, এর পেছনে যুক্তি কী। কিন্তু গত নির্বাচনেও আমাদের সামনে এ রকম (দুই প্রবীণ বাইডেন-ট্রাম্প) প্রার্থী ছিলেন। আগামী নির্বাচনেও হয়তো তা-ই হতে যাচ্ছে। এটাকে বিরক্তিকর পছন্দ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিকল্পহীন বাস্তবতায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘটবে শান্তিপূর্ণ কর্মসুচীর আদলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলেই সরকারের টনক শেষ বারের মতো নড়ে উঠবে বলে তারা মনে করছেন। পরিস্থিতি নাজুক করার মধ্য দিয়েই সামনে এগিয়ে যাচ্ছে মুখোমুখি দুই পক্ষ।

বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীন মহলের অবস্থান স্পষ্ট। তারা সংবিধানের বাইরে যাবেন না। আদালতে বাতিল হওয়া তত্বাবধায়ক সরকার নামের আলোচনায় তারা নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে আলোচনায় ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের কোন আগ্রহ নেই।

অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রেখে নির্বাচনে না যাওয়ার পক্ষে অনড় অবস্থানে বিএনপি সহ তাদের মিত্ররা। বিএনপি আন্দোলনের মাধ্যমে মাঠ গরম রাখলেও তাদের ভরসা বাইরের শক্তি। আন্তর্জাতিক মহল, বিশেষ করে পশ্চিমাদের চাপ বৃদ্ধি করে তত্ববধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে সরকারকে বাধ্য করার কৌশলকেই গুরুত্ব দিচ্ছে বিএনপি। মাঠের রাজনীতিতে বিএনপি একা। সরকারি দল ও পুলিশকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে তাদের। এমন আন্দোলনের পরীক্ষায় বিএনপি বেশ বড় পরীক্ষার সম্মুখীন।

অহিংস আন্দোলনে রাজপথে বিএনপি নির্ভিঘ্নে দাঁড়াতেও পারছে না। ২৮ জুলাই ঢাকায় সহাসমাবেশ সফল হয়েছে। ব্যাপক লোকজনের অবস্থান এবং সরকারের উস্কানির মুখেও নিজেদের দ্রোহী অবস্থা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। পরদিন ২৯ জুলাই ঢাকার প্রবেশপথে বিএনপির লোক সমাগম ভালো হয়নি। ধারনা ছিল, ঢাকার প্রবেশ পথে সরকার বিরোধীরা টানা অবস্থান নিয়ে ঢাকার প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেবে। পুলিশ ও সরকারের নজরদারীতে এসব কিছুই ঘটেনি।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি রয়েছে বিএনপির বর্তমান দাবী দাওয়ার প্রতি। যেভাবেই হোক সরকারকে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে তারা সক্ষম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপীয় মিত্ররা বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিস্থিতির উপর কড়া নজরে রাখছে। নেপথ্যের কারণ যাই হোক এবং সরকার মুখে যাই বলুক আন্তর্জাতিক এসব মহলকে অবজ্ঞা করে একতরফা নির্বাচনের পথে সরকার গেলে তা আত্মঘাতী হয়ে উঠবে। আবার বিএনপির দাবী অনুযায়ী নির্বাচনে গেলে হিতে বিপরীত হবে। বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়ামীলীগকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন দলটি। ভোটের বাক্সে বিএনপি জামাত এক হয়ে আওয়ামীলীগ ঠেকাবে, এ নিয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই।ক্ষমতাচ্যুত অবস্থায় নিজেদের অবস্থান কী হতে পারে, এ নিয়ে আওয়ামীলীগে উদ্বেগ বিরাজ করছে।

মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা জোরালো ও বর্ধিত হতে পারে। এমন অনেক কিছুই গুজব আকারে ভেসে বেড়াচ্ছে। চেষ্টা করেও এসব নিয়ে কোন নিশ্চিত তথ্য বেড় করা সম্ভব হচ্ছে না। এসব সমীকরণের বাইরে নেপথ্যে আলাপ আলোচনাও অব্যাহত রয়েছে। প্রকৃত কী আলোচনা হচ্ছে, কোন পথে সামনের দিনগুলোর রাজনীতি- এসব নিয়ে কারও কোন স্পষ্ট ধারনা নেই। দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্বই কেবল সব বলতে পারেন। আওয়ামীলীগ প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানেন, তিনি কী করবেন। তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন দলের নেতা কর্মীরা।

অপরদিকে বিএনপির সব কর্মসুচী আনুমোদন হয়ে আসছে লন্ডন থেকে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের অনুমোদন ছাড়া কোন কর্মসুচী, এমনকি কোন বিবৃতি পর্যন্ত দেয়ার সুযোগ নেই বিএনপির।উভয় দলের একাধিক শীর্ষ নেতার সাথে কথা বলে এমনই জানা গেছে। তারা আসলে কিছুই জানেনে না। পরিস্থিতির জন্য তারা শুধু নিজেদের অনুমান, আশংকা ও আশাবাদের কথাই জানান। এসব নিয়ে আলোচনায় নিজেদের নামটাও তারা প্রকাশ করতে চান না।

বিএনপি ভিন্ন এক কর্মসুচী নিয়ে কাজ করছে বলে জানা গেছে। এ কর্মসুচী হচ্ছে, নেতা কর্মীদের আর শহরমুখী না করে মাঠে নামানো। সেপ্টেম্বরের শুরুতে বা আগস্টের শেষ দিকেই তারা 'এক আওয়াজ' নামের একটি কর্মসুচী ঘোষণা করতে পারে। সমস্ত বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে বিএনপি তাদের নেতা কর্মিদের নির্দেশ দেবে বাসা বাড়ির সামনের সড়কে একদফা ফ্যাস্টুন নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে। দিনব্যাপী এ অবস্থানে নেতাকর্মিদের কেউ কোথাও যেতে হবে না। শহরমূখী যাতায়াতের প্রয়োজন নেই। এক দফা দাবীর ফেস্টুন হাতে লোকজন দাঁড়াবে নিজের বাড়ির সামনে সড়কপথে। সরকার বিরোধী লোকজনকে গ্রাম পর্যায়ে জড়ো করে, ওয়ার্ড কমিটি, মহল্লা কমিটি সবাই নিজ নিজ দায়িত্বে দাঁড়াবে। দেশ জুড়ে এমন কর্মসুচী সফল করার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে হ্যালিকপ্টার ভাড়া করা হবে। হেলিকপ্টারে কেন্দ্রীয় নেতারা বিভাগ অনুযায়ী এমন 'এক আওয়াজ' অবস্থান কর্মসুচী তদারক করবেন। হেলিকপ্টারে নেতাদের টহল দেয়ায় আন্দোলনে নতুন মাত্র পাবে। লোক সমাগম বাড়বে। এমন আন্দোলনে জন উৎসাহও দেখা যাবে, কম ঝুকিপূর্ন বলে লোকজনের ব্যাপক অংশগ্রহণ ঘটবে বলে তারা মনে করছেন। দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের দেখানো হবে, সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ এক দফা দাবী নিয়ে অহিংস আন্দোলনে রাস্তায় নেমে পড়েছে। এমন কর্মসুচীকে বাঁধা দিতে আওয়ামীলীগ একই সময়ে পাল্টা কর্মসুচী গ্রহণ করলে, সংঘাত সংঘর্ষ গ্রাম পর্যায়ে চলে যাবে। ছড়িয়ে পড়া এমন সংঘর্ষ পুলিশ বিডিআর দিয়ে থামানো সম্ভব নাও হতে পারে মনে করছেন কর্মসুচী প্রণেতারা। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করা একজন মধ্যসারীর বিএনপি নেতা আন্দোলনের এ কর্মসুচীর ব্যাপারে খবর রাখছেন। কর্মসুচীটি নিয়ে বেশ গোপনে কাজ চলছে এবং লন্ডন থেকে চূড়ান্ত করা হলেই তা ঘোষণা করা হবে বলে জানালেন।

ম্যারিল্যান্ডে 'বাংলাদেশ উৎসব'

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বারের মত এবারো নানা আয়োজনে ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ উৎসব।' বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন ৩০ জুলাই রোববার ম্যারিল্যান্ডের জার্মানটাউনের সেনেকাভ্যালী হাই স্কুলে এই উৎসবের আয়োজন করে। উৎসবে কথামালার সাথে ছিল কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত পরিবেশনা, নৃত্য, তবলা ও বাঁশির একক ও দ্বৈত পরিবেশনার মত মনমুগ্ধকর সব আয়োজন; যা উৎসবে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে দারুন সাড়া ফেলেছে। উৎসবের উদ্বোধন করেন ম্যারিল্যান্ড স্টেট ডেলিগেট লিসলি লোপেজ। স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি হাসান চৌধুরি। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার ছিলেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান ডেভিড ট্রোন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ম্যারিল্যান্ড মন্টগোমারি কাউন্টির কাউন্সিল এট লার্জ লাউরি এ্যানি শেইলি, কংগ্রেসম্যান ডেভিড ট্রনের উপদেষ্টা কবিরুল ইসলাম, লেখক ও আইটি প্রফেশনালদের সংগঠন বাইটপোর সভাপতি শামসুদ্দিন মাহমুদ। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশী সংস্কৃতিকে আমেরিকার মুলধারায় তুলে ধরার লক্ষ্যে ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণিল ও নানা আয়োজনে সাজানো এ উৎসবে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেন শিল্পী সেলিম চৌধুরী ও বিন্দু কনা, মাহবুবা কাইয়ুম, এসকে কায়সার, তারেকুর রহমান জনি, সংগীতা ব্যানার্জি, কবিতা, গান, নৃত্য, তবলা ও বাঁশির একক ও দ্বৈত পরিবেশনা অনুষ্ঠানে যোগ করে ভিন্ন এক মাত্রা। অনুষ্ঠানে মন মাতানো নানা পরিবেশনা ও সাজানো-গোছানো আয়োজনে দর্শকরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের উৎসব উপহার দেয়ার জন্য আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন দর্শকরা। আগামীতেও এ ধরনের উৎসব আরো বড় পরিসরে হবে- এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তারা। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্বধানে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সারোয়ার মিয়া, সহ সম্পাদক ও উৎসব ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান মুতালিব মামুন ও অর্গাইনাজিং সেক্রেটারি তানভির হোসেন, আলতাফ হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, ইসমাঈল হোসেন, আওয়াল হক।

আদালতের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে, তারেক রহমানের নেতৃত্বে জনগণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, সেটাকে বিভ্রান্ত করতে অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকারের এটি একটি কুটচাল। এক দফার আন্দোলনকে নেতৃত্ব শূন্য করতে আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে প্রতিহিংসা মেটানো হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তারেক রহমান ও জোবাইদা রহমানের সাজা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'জনগণ এই রায় মানে না। জনগণ বিচারের নামে এই প্রহসন, এই ফরমায়েশি রায় ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে। এটা একেবারে পরিষ্কার যে সরকার তার প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে সরিয়ে দেওয়া, আসন্ন নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা বলতে চাই, এসব করে বিএনপির চলমান আন্দোলন দমানো যাবে না।'

সংবাদ সম্মেলনে মামলার অভিযোগে সম্পদের যেসব বিবরণী দাখিল করা হয়েছে—তা মিথ্যা, কাল্পনিক, সাজানো ও ভিত্তিহীন বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব। রায়ের প্রতিবাদে কোনো কর্মসূচি দেওয়া হবে কি না জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমাদের কর্মসূচি তো একটাই। এই সরকারের অবিলম্বে পদত্যাগ, সংসদ বিলুপ্তি। এক দফা দাবির মধ্যেই সবকিছু আছে। এরই মধ্যে সারা দেশে বিক্ষোভ করেছে নেতা-কর্মীরা।'

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান ও আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা বা আ.লীগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগ সবসময় জনগণের পাশে আছে এবং আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনা কখনো পালিয়ে যায় না, বরং তার দলের একমাত্র লক্ষ্য দেশবাসীর জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন।

'আওয়ামী লীগ পালানোর পথ পাবে না' বিএনপির এমন বক্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ কখনো পালায় না, পালিয়ে যায়নি কখনো।'

মঙ্গলবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে কৃষক লীগ আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাদের বিরোধীদল, যদিও তারা সংসদে নেই, বলে- আমরা নাকি পালাবার কোনো পথ খুঁজে পাব না। তারা হুমকি দিচ্ছে।'

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, 'যিনি এই ভাষণ দিয়েছেন- তাকে তিনি মনে করিয়ে দিতে চান যে, শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ কখনো পালায় না, পালিয়ে যায়নি কখনো।'

তিনি ১/১১ সরকারের সময় দেশে ফেরার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক জিয়া আর রাজনীতি করবেন না বলে মুচলেকা দিয়ে ২০০৭ সালে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। এখন তারা, যাদের দলের নেতা একজন দণ্ডিত, তারা বড় বড় কথা বলছে।'

তিনি বলেন, 'আপনারা (বিএনপি নেতারা) তো ইতোমধ্যেই পলাতক রয়েছেন। একজন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামির অধীনে তারা কীভাবে এত বড় কথা বলতে পারে?'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হুমকি ও কঠোর বাধা সত্ত্বেও তিনি দেশে ফিরেছেন।

'সেসময় আমি বিদেশে ছিলাম। তারা (১/১১ সরকার) আমি দেশে ফিরি, তা চায়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমাকে আসতে দেয়নি। সব আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সকে আমাকে নিয়ে ঢাকায় না নামতে বলা হয়েছিল। ঢাকায় তাদের অবতরণ করতে দেওয়া হয়নি' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এমন নির্দেশনা দেওয়ার পরও আমি জোর করে বাংলাদেশে ফিরে আসি।'

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, তার দলের নেতাকর্মীদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে, যারা বিমানবন্দরে যাবে- তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কিন্তু 'আমাদের নেতাকর্মীরা তাতে কর্ণপাত করেনি বরং আমি যখন ঢাকায় অবতরণ করি, তখন হাজার হাজার মানুষ বিমানবন্দরে জড়ো হয়েছিল।'

তিনি বলেন, 'আমি সমস্ত রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ফিরে এসেছি।'

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী ও কৃষিমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এতে বক্তব্য রাখেন। কৃষক লীগের সভাপতি সমীর চন্দ্র চন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি।

শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্টের অন্যান্য শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা শেষে শোকের মাস উপলক্ষে কেআইবিতে রক্তদান অভিযানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়া ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার মতো গণহত্যা চালিয়েছেন।'

তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের প্রায় ২১ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে, অনেককে নির্যাতন করা হয়েছে, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া এবং দখল করা হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা এমন অপকর্ম করেও টিকে থাকতে পারেনি। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং সহনশীলতা দেখাচ্ছে।'

আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর বিএনপি কর্তৃক ২০০১ সালের পর দমন-নিপীড়ন চালানো এবং ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে অগ্নিসন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা যদি এর এক শতাংশও প্রতিশোধ নিতাম, তাহলে এখন আপনার হদিস পাওয়া যেত না। আমরা প্রতিশোধে বিশ্বাস করি না।'

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'আমরা তাদের (বিএনপি) রাজনীতি করতে কোনো বাধা বা বিধিনিষেধ আরোপ করিনি। পুলিশের বাধার কারণে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাদের দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করতে পারতো না, অথচ ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার সময় সেখানে পুলিশ ছিল না।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'বিএনপি নেতাদের মনে রাখা উচিত যে, খালেদা জিয়াকে ভোট কারচুপির অভিযোগে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর ৪৫ দিনও তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারেননি।'

তিনি বলেন, 'বিএনপি ২০০৬ সালে দেড় কোটি ভুয়া ভোটার নিয়ে আরেকটি নির্বাচনের পরিকল্পনা করেছিল (জানুয়ারি ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল), কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচন বাতিল করা হয়েছিল।'

অপ্রতিরোধ্য ডোনাল্ড ট্রাম্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সোমবার প্রকাশিত এ জরীপে দেখা গেছে ফ্লোরিডার গভর্নর ডি সেন্তিস কোনভাবেই জনপ্রিয়তায় ট্রাম্পের কাছাকাছি আসতে পারছেন না। ট্রাম্পের পক্ষে দলের ৫৪ শতাংশ লোকজন এবং ডি সেন্তিসকে সমর্থন করছেন মাত্র ১৭ শতাংশ দলীয় লোক।

রিপাবলিকান দলের অন্য কোন প্রার্থিই দলের তিন শতাংশের বেশি সমর্থনে নেই। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন টানা জনপ্রিয়তা ধরে রাখায় আসছে নির্বাচনে তাঁর মনোনয়ন প্রাপ্তি অবধারিত করে তুলেছে। দুই অপরাধ মামলায় অভিযুক্ত হয়েও তাঁর প্রার্থিতা নিয়ে দলের মধ্যে কোন প্রশ্ন নেই। যদিও আমেরিকার উদারনৈতিক মহল এবং রাজনীতি নিয়ে ভাবিত মহলের এ নিয়ে উদ্বেগের কোন শেষ নেই। অপরাধ আইনের

বিচার , রাষ্ট্রীয় গোপন নথিপত্র যত্রতত্র ফেলে রাখার অপরাধ কাঁধে নিয়েও দলের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। রিপাবলিকান দল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগকে যেন কোন পাত্তাই দিচ্ছে না। ২০২০ সালের নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর ৬ জানুয়ারির নারকীয় ঘটনার জন্যও দলটি ট্রাম্পের পক্ষ থেকে তাদের সমর্থন উঠিয়ে নেয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। নিউইয়র্ক টাইমসের জরীপে দেখা গেছে রিপাবলিকান দলের ৭১ শতাংশ লোকজন মনে করে ট্রাম্পের পেছনেই তাদের দাঁড়ানো উচিত। মাত্র ২২ শতাংশ রিপাবলিকান মনে করে ট্রাম্পের পক্ষে দাঁড়ানর কোন দায় তাদের নেই। ৭১ শতাংশ রিপাবলিকানই মনে করে ট্রাম্প কোথাও কোন অপরাধ করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ ভুয়া।

গত ২৪ মে থেকে ফ্লোরিডার গভর্নর ডি সেন্টিস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রচারণা শুরু করেন। দুই মাসেও তাঁর প্রচারণায় কোন জোয়ার দেখা যায়নি। ফলে যারা মনে করছিলেন, রিপাবলিকান দলে গভর্নর ডি সেন্তিস ট্রাম্পের প্রতিদন্ধী হতে পারেন তারা হতাশই হয়েছেন। রিপাবলিকান দলের কোন ঘোষিত প্রার্থীই আলোচনায় নেই এখন। নিকট ভবিষ্যতে এর কোন পরিবর্তনের আলামতও দেখা যাচ্ছে না।

আসছে নির্বাচনের আগেই ট্রাম্পের বিচার প্রক্রিয়া আদালতে শুরু হবে। এসব বিচারে দণ্ডিত হলে, তিনি আপিল করবেন। এ অবস্থায় আইনগতভাবে তাঁকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার কোন সুযোগ দেখা যাচ্ছে না। ট্রাম্প নিজে ঘোষণা দিয়েও রেখেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের যেকোন পরিণতি হোক, তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন না।

আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমমারের মতো আদালতে অপরাধ আইনের মামলা কাঁধে নিয়ে একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী নির্বাচন করবেন। আসছে নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থীতা এখনও ঠিক হয়নি। দলীয় প্রাইমারীর মাধ্যমে প্রার্থিতা নিশ্চিত হওয়ার নিয়ম এবং সেপথেই সব প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে। যদিও আসছে দলীয় প্রাইমারীতে ট্রাম্পকে ঠেকানোর কোন প্রার্থী এখনই দেখা যাচ্ছে না। দলের লোকজন আপাতত সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে।

তাতে দল ও দেশের পরিণতি কী হবে , এ নিয়ে দলের মধ্যে তেমন কোন উৎকণ্ঠা দেখা যাচ্ছে না।

দানবীয়রূপে ডেঙ্গু, আমাদের করণীয়

মাযহার মান্নান

ডেঙ্গুর ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং অনেকে মারা যাচ্ছে। ডেঙ্গুর এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে স্কুল কলেজ বন্ধ রাখাটাই ভাল ছিল। এদিকে বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটিও বাতিল করা হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে। এডিস মশা নিয়মিত তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে।অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে এডিস মশার বিস্তার। মশার সাথে আমাদের যুদ্ধের ইতিহাসটা বেশ পুরোনো।প্রতিবারই আমরা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি। তবে তাতে লজ্জার কিছু নেই। জয় পরাজয় থাকবেই।কিন্তু এই যুদ্ধে আমাদের সক্ষমতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন জনমনে তৈরি হয়েছে। ধারাবাহিক পরাজয়ের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কিন্তু আমরা এত শক্তিশালী হয়েও তাদের সাথে যুদ্ধ করে কি একবারও জিততে পারবো না?

আমাদের দুর্বলতা তাহলে কোথায়? বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ সহ সকল হিংস্র প্রাণিকে আমরা ঘায়েল করে ফেলেছি, অথচ সামান্য এই কীটের কাছে আমরা কেন এত অসহায়? সবুজ ঘাসের উপর বসে আড্ডা দেয়ার অভ্যাস আমার বেশ পুরোনো। গরমের দিনে সন্ধ্যায় ঘাসে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়ার মজাই আলাদা। কিন্তু বেরসিক মশা তা সহ্য করতে নারাজ। মশা মারার জন্য কামানের প্রয়োজন হয় না, তবে কামানের চেয়ে ঢের শক্তিশালী পরিকল্পনা এবং সেই অনুযায়ী উদ্যোগের প্রয়োজন হয়। আর আমাদের ঠিক এখানেই দুর্বলতা। গরম আসতে না আসতেই মশার উপদ্রব শুরু হয়েছে। বরাবরই মশা নিধনের অনেক কেচ্ছা কাহিনী আমরা শুনেছি। যারা শুনিয়েছে তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী হয়তো চেষ্টা করেছেন। আমাদেরও গাফিলতি রয়েছে অনেক। খাল কেটে কুমির আনতে আমাদের জুরি মেলা ভার।

মশার বাধাহীন বংশ বিস্তারের জন্য যা যা করোনীয় আমরা তা করছি। পুরো পরিবেশকে মশার জন্য আমরা প্রস্তুত করে দিচ্ছি। সেই মশাই যখন আমাদের সাথে মিতালী করতে আসে তখন আমরা অস্থির হয়ে উঠি। সব দায় অন্যের ঘাড়ে দিতে পারলেই যেন বাঁচা। বংশ বিস্তারের অধিকার সবারই আছে। মশারও আছে। বংশ বিস্তারের জন্য প্রতিটি জীব নিজ চেষ্টায় অনুকুল পরিবেশ তৈরি করে নেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মশা চরম ভাগ্যবান। কষ্ট করে তাদের পরিবেশ তৈরি করতে হয় না। আমরাই তাদের পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছি। প্রবাদে আছে যেমন কর্ম তেমন ফল। আমরা মশার বংশ বৃদ্ধিতে প্রতিনিয়ত সহায়তা করে যাচ্ছি। আবার একই সাথে তাদের নিধনে বুক চাপরাচ্ছি। এ ধরনের স্ববিরোধী বা প্যারাডকসিক্যাল কর্মই প্রধান অন্তরায়। তবে মশক নিধনে যাদের হাতে কিছু বিস্ফোরক রয়েছে তাদের ভুমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিটি করপোরেশনের অনেক বেশি দায়িত্ব রয়েছে মশক নিধনে।

ডেঙ্গুর প্রকোপ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে। গত ছয় মাসে প্রায় ২০০ মানুষ ডেঙ্গুতে মারা গেছেন। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কয়েক হাজার। গত বছর ২৮১ জন ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছিলো। প্রায় ৬৩০০০ মানুষ ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলো। ১৯৬৫ সালে দেশে ডেঙ্গু প্রথম সনাক্ত হয়। কিন্তু ২০০০ সালের পর থেকে সেটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে আমাদের উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ ছিল না। যার ফলে ডেঙ্গুর বিস্তার আজ দানবীয় রূপ নিয়েছে। এখন ডেঙ্গুকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রনে আনতে না পারি তবে এটা মহামারি আকার ধারণ করবে। গত তিনটি বছর করোনার ছোবলে আমরা দিশেহারা ছিলাম। এখন শুরু হয়েছে ডেঙ্গুর যন্ত্রনা। এডিস মশা নিয়ে আমাদের সচেতনতারও যথেষ্ট অভাব আছে। প্রতিটি মানুষ নিজ থেকে সচেতন না হলে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা থেকে আমাদের মুক্তি নেই। যেসব কারণে ডেঙ্গুর বিস্তার ঘটে সেই সব কারন দূরীকরণে যথেষ্ট ঘাটতি দৃশ্যমান। প্রায় তিন কোটি লোকের বাস ঢাকা শহরে। ছোট্ট এই জায়গায় কোটি জনতার চাপে পরিবেশ একেবারেই নাজুক রূপ ধারণ করেছে। আমরা সবাই একে অন্যের উপরে দায় চাপিয়ে দায়িত্ব শেষ করতে চাই। কিন্তু এটা কোন সমাধান হতে পারে না। রাষ্ট্রকে মশক নিধনে বাজেট বাড়াতে হবে। বিদেশ থেকে ভাল মানের ঔষধ এনে ছিটাতে হবে। মশক নিধনের সাথে যারা জড়িত তাদের নিয়েও নানা অভিযোগ শোনা যায়। মশা নিধনের ঔষধের স্বল্পতার কথা প্রায়ই সোনা যায়? কিন্তু কেন? আমরা যদি পদ্মা সেতুর মত কাজ করতে পারি তাহলে মশা কেন নিধন করতে পারবো না? রাষ্ট্রকে অনেক বড় দায়িত্ব নিতে হবে। মশক নিধনে জনবল বাড়াতে হবে। ভাল ঔষধ ছিটাতে হবে। পরিবেশ পরিস্কার রাখার জন্য প্রশাসনকে কঠোর অবস্থানে যেতে হবে। এভাবেতো আর চলতে পারে না।

পৃথিবীতে যত ধরনের কীট আছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে মশা। এটি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া সবই বহন করে এবং এর কামড়ের মাধ্যমে এগুলি ছড়ায়। এখন পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রজাতির মশার সন্ধান পাওয়া গেছে। মশা ১৫ টি ভয়ংকর রোগ ছড়ায়। এদের মধ্যে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জিকা ও ইয়েলো ফিভার অন্যতম। মশার প্রকোপ এতটাই বেশি যে প্রতি বছর ২০ আগস্ট পালিত হয় মশা দিবস। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বছরে বিশ্ব প্রায় ৭০ কোটি মানুষ মশা বাহিত রোগে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায় প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ। গত ৩০ বছরে ডেঙ্গুর হার বেড়েছে প্রায় ৩০ গুণ।

মশার কামড়ে অতিষ্ঠ থাকে না এমন মানুষ এদেশে খুঁজে পাওয়া দূরুহ। শীতের আগমন ঘটছে। ইদানিং মশার উৎপাত কিছুটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মশার বিস্তার রোধে বহুমুখী পদক্ষেপ এখনই নেয়া জরুরী।

একটি স্ত্রী মশা খুব অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত বংশ বিস্তার করতে পারে। সাধারণত ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় মশার প্রজনন বেশি হয়। মশায় আক্রান্ত একটি ভাইরাস থেকে চার ঘন্টায় ১০০ থেকে প্রায় এক হাজার ভাইরাস জন্ম নেয়। একটি স্ত্রী মশা সাধারণত ৫ থেকে ৭ সপ্তাহ পর্যন্ত বাঁচে। এই সময়ের মধ্যে একটি স্ত্রী মশা তিন থেকে চার বার প্রজনন করে থাকে।। মশা তার জীবনচক্রের প্রথম ২ সপ্তাহ সাধারণত পানিতে কাটায়। এরা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তখন এদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মশার জীবনচক্র চারটি পর্যায়ে হয়ঃ ডিম, শূক, মূককীট, আর পূর্ণাঙ্গ মশা। পূর্ণাঙ্গ নারী মশা বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে। আমরা সবাই মশা নিধনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠি। কিন্তু একটি বিষয় আমরা নজর কম দেই। আর তা হল মশার লার্ভা। এই লার্ভা ধ্বংস না করতে পারলে কোনমতেই মশার নিধন সম্ভব নয়। লার্ভা নিধন সবচেয়ে জরুরী। আর এর জন্য দরকার সমন্বিত উদ্যোগ। আমরা নানা উপায়ে মশার কামড় থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। কয়েল ও স্প্রে ব্যবহার করে মশা তাড়াই। কিন্তু এ দুটিই স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের জন্য। মশারি টাঙিয়ে ঘুমানোটা নিরাপদ। মশা নিধন করতে হলে মশার উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রজনন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। মশার বিস্তারের পিছনে বড় কারণগুলির মধ্যে রয়েছে পরিবেশ দূষণ, ঘনবসতি, জনসংখ্যার আধিক্য, অসচেতনতা, আবর্জনা, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন, জলাবদ্ধতা, অপরিকল্পিত পয়ঃনিষ্কাশন, জলবায়ুর পরিবর্তন, অতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার, অনিয়মিত মশক নিধন প্রক্রিয়া। যে কারণগুলি উল্লেখ করলাম এগুলির সবকটিই এদেশে প্রবল। কাজেই মশা খুব দ্রুত বিস্তার করে। মশার কামড়ে যে শুধু অসস্তি লাগে তাই নয়, বরঞ্চ এর কামড়ে নানা প্রকাশ রোগ বিস্তার লাভ করে। এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর সহ নানা জটিলতা দেখা দেয় শরীরে। মশা নিধনের কাজটি মুখে যত সহজে বলা যায় বাস্তবে তা সম্ভব নয়। মশা নিধন করতে হলে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবেঃ ১. নমুনা সংগ্রহ করা ২. লার্ভা সনাক্ত করা ৩. প্রজনন বন্ধ করা ৪. কার্যকরী ঔষধ ছিটানো ৫. পরিবেশ পরিষ্কার রাখা ৬. জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ৭. অতিরিক্ত কীট নাশকের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া ৮. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিরাপদ করা।

আমরা সাধারণত দেখি যে মশার প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে কিছু ঔষধ ছিটিয়েই যেন দায়িত্ব শেষ। শুধু ঔষধ ছিটিয়ে মশা নিধন আদৌ সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিকূল পরিবেশেও মশার টিকে থাকার সক্ষমতা বেড়েছে। অর্থাৎ আগে যে সাধারণ ঔষধে কাজ হতো, এখন আর তা হচ্ছে না। ডেঙ্গু নিধনে বর্তমানে উবাকিয়া পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে থাকে। বদ্ধ বা জমা পানিতে কেরোসিন বা মবিল ঢেলেও মশক নিধন করা যায়। তবে পদ্ধতিটি স্বাস্থ্য সম্মত নয়। তাহলে মশা কিভাবে নিধন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে মশার ডিমকে যদি ধ্বংস করে দেয়া যায় তাহলে খুব সহজেই মশা নিধন করা সম্ভব। সরকারের একার পক্ষে মশক নিধন কখনোই সম্ভব নয়। পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সবার। সবাই সচেতন না হয়ে শুধু কারও উপর দায় চাপিয়ে দিলেই কাজ হবে না। তাই রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। প্রবাদে আছে মশা মারতে কামান দাগা। কথাটির মাঝে কঠিন সত্য লুকিয়ে আছে। মশা মারতে হয়তো কামান দরকার হয় না, কিন্ত কামানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী পরিকল্পনা দরকার হয়। একমাত্র সঠিক পরিকল্পনা তার সেটার সঠিক বাস্তবায়নই পারে মশার বিস্তার রোধ করতে।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রনে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক গঠনগুলিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারে। রাষ্ট্রে অনেক বেকার যুবক আছে। এসব বেকার যুবকদের কিছু আর্থিক সহায়তা দিয়ে রাষ্ট্র তাদের কাজে লাগাতে পারে। এছাড়াও বি এন সি সি সহ নানা থরণের প্রশিক্ষিত শ্রেণিকেও রাষ্ট্র কাজে লাগাতে পারে। ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে তেমন প্রচারনা দৃশ্যমান নয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে ডেঙ্গু নিয়ন্তনে কাজ করা যেতে পারে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন কিছুটা উত্তপ্ত। সবার নজর হয়তো সেদিকে। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে ডেঙ্গুর প্রকোপে ভয়াবহ সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। তাই এখন সমন্বিত উদ্যোগই একমাত্র ভরসা।

দেশ প্রেম

রতন শরীফ

নিউরোলজিস্টের ওয়েটিং রুমে আমরা বেশ কয়েকজন রুগী বসে আছি। আমার দুই পাশে চার জন ভারতীয়। এক পাশে এক জোড়া বয়স্ক দম্পতি। আরেক পাশে মেয়েসহ পৌড় এক ভদ্র লোক। বাবা ভদ্রলোক অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। মেয়েটি মাঝে মাঝে উত্তর দিচ্ছে। ভদ্রলোকের মনে হয় কথা বলার রোগ আছে। বয়স্ক দম্পতির সাথে কথায় কথায় বের হলো - উনারা দুজনেই আমার ক্লায়েন্ট। ফোনে যোগাযোগ আছে তবে প্যানডেমিকের কারনে কয়েক বছর দেখা হয়নি বলে চিনতে পারিনি। আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হলাম। কথা পাগল ভদ্রলোক বয়স্ক দম্পতির সাথে আমাকে হিন্দী বলতে শুনে বেশ অবাক হলেন। ভদ্রলোক কেরালার - হিন্দীতে তেমন পারদর্শীতা নেই। ইংরেজীতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন।

সারাজীবন প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে জড়িত ছিলেন। সেই সুবাধে অনেক দেশ ভ্রমন করেছেন। এক সপ্তাহ আগে আমাদের কুরবানী ঈদ গেলো। জানতে চাইলেন - ঈদ কেমন হলো, কি পরিমান মাংস এই কয়েক দিনে সাবাড় করলাম ! বললেন যে বিফ উনার খুব প্রিয়। কথা প্রসংগে আরও বললেন যে ভারতে গরু জবাই নিয়ে কিছু ধর্মান্ধ লোকের অহেতুক বাড়াবাড়ি অনুচিত। আমি বললাম - ধর্মীয় কারন দেখিয়ে এমন অরাজকতা সরকারী দলের পৃষ্টপোষকতায়ই হচ্ছে। অথচ ভারতের রপ্তানি আয়ের একটা বিরাট অংশ আসে বিফ থেকে। আরও উল্লেখ করলাম যে বিশ্বের দ্বীতিয় বৃহত্তম বিফ রপ্তানিকারক দেশ হলো ভারত। এটা শুনে তরুণী বিস্ময়ে হতবাক। আরও বললাম - যেই দেশে গরু জবাই নিয়ে হুলুস্থুল চলে সেই দেশে রপ্তানির জন্য কিভাবে সরকারীভাবে হাজার হাজার গরু জবাই করা হয় ! এটা তো নীতিগত

ভাবে বেমানান। তরুনী আমার সাথে সহমত প্রকাশ করলো। এই দেশে বেড়ে উঠা তরুনী এতো কিছু জানতো না। ভদ্রলোক কিছুক্ষন চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন যে বিফ রপ্তানির জন্য গরুগুলি ভারতে জবাই হয় না। হাজার হাজার গরু নাকি জবাই করার জন্য বাংলাদেশে পাঠানো হয়। সেখানে প্রসেস করে সেই বিফ বাংলাদেশ থেকেই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। আমি প্রতিবাদ করে বললাম যে প্রতি বছর কুরবানীর আগে ব্যবসার জন্য অনেক গরু চোরাই পথে বাংলাদেশে পাচার হয়। কিন্তু ভারতের পক্ষে রপ্তানির জন্য বাংলাদেশে কোন বিফ প্রসেসিং প্লান্ট আছে বলে আমার জানা নেই। তরুনী আবারও সহমত প্রকাশ করলো। ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

আমি মনে মনে ভদ্রলোকের প্রশংসা করলাম এই জন্য যে উনি গরু জবাই নিয়ে ধর্মান্ধতার নিন্দা করলেও নিজের দেশের বিরুদ্ধে যাননি। একজন বিদেশীর সামনে নিজের দেশকে অসম্মান করেননি। অথচ আমরা কথায় কথায় নিজের দেশকে অসম্মান করি। রাজনৈতিক ভাবে আমাদের ভিন্ন মতবাদ থাকতেই পারে। কিন্তু দেশটা তো আমাদের জন্মভুমি। এখানে অন্য দেশের লোকজনের সামনে নিজেদের রাজনৈতিক ধান্দাবাজীর জন্য রাস্তাঘাটে মারামারি করি। ভুলে যাই যে বিদেশীরা আমাদেরকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনে না। শুধু জানে যে রাস্তাঘাটে মারামারিতে লিপ্ত এই জানোয়ার গুলি প্রবাসী বাংলাদেশী। আবার কিছু লোক নিজের মতলব হাসিলের জন্য দেশের বিরুদ্ধে অনবরত লিখে যাচ্ছেন। অনেক সময় খবরের অথেনটিসিটি যাচাই না করেই সোস্যাল মিডিয়ায় পোষ্ট দেন। অনেকে মজা করার জন্য টিকটক ভিডিও বানায়। কিছু জ্ঞানপাপী লোকজন আবার সেই টিকটিক ভিডিওকে খবরের সোর্স বানিয়ে পোষ্ট দেয়। আমরা ভুলে যাই যে বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়েই আমরা আজ প্রবাসী। আমাদের শিকড় যেখানে, সেই দেশটির নাম বাংলাদেশ।

গৃহযুদ্ধে ছারখার মণিপুর, ’চিত্রাঙ্গদার দেশে’ কীভাবে ফিরতে পারে শান্তি?

সুব্রত বিশ্বাস

মণিপুর বললেই বাঙালির মনে আঁক হয়ে যায় ’চিত্রাঙ্গদা’র কাব্যসৌন্দর্য! ব্রম্মচর্য ব্রত নিয়ে মণিপুরে এসেছেন মধ্যম পান্ডব। অনুদিকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী তথা ওক্ষ রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। সেই প্রণয়লীলার কথাই মনে পড়ে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটির কথা উঠলে। অথচ বর্তমানের ছবিটা একেবারে আলাদা। জাতি দাঙ্গায় চলতে থাকা মণিপুর সেই কাব্য সুষমার একেবারে বিপরীতে অবস্থান করছে। অনেক চেষ্টাতেও সেই অশান্তি মেটার নাম নেই। সংখ্যাগুরু মেতেই জনজাতির সঙ্গে রক্তাক্ত সংঘাত চলছে কুকি-ঝোমি ও অন্যান্য আদিবাসীদের। প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে শান্তি ফিরতে পারে মণিপুরে? কোন পথে মিলবে সমাধান সূত্র?

সমাধানের পথ খুঁজতে প্রথমে সমস্যাটাকেই একটু বিস্তারিত ভাবে বোঝা প্রয়োজন। আসলে জনজাতিদের মধ্যে লড়াই নতুন কিছু নয় মণিপুরে। কিন্ত্র সাম্প্রতিক সমস্যার ক্ষেত্রে রয়েছে সংখ্যাগুরু মেইতেইদের তফসিলি উপজাতির তকমা দাবি। কুকি-ঝোমি ও টাংখুল নাগাদের মতো রাজ্যের সংখ্যালঘু আদিবাসীদের ভয়, মেইতেইরা এই তকমা পেলে তাদের অস্তিত্ব সংকট বাড়বে। পাহাড় ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত অন্যান্য এলাকায় মেইতেইরা ঢুকে পড়লে তাদের উপর নেমে আসবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের খাঁড়া। হাতছাড়া হবে জমি। তাই তারা এর প্রতিবাদ শুরু করেছিল।

এদিকে মেইতেইদের দাবি ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে তাদের কিন্তু স্বীকৃতি ছিল উপজাতি হিসেবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মণিপুরের অন্তর্ভুক্তির পরে তার সেই তকমা হারায়। এই ’ব ◌না’র বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বৈ ব ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়টি। আর তখন থেকেই বচসার সূত্রপাত। অন্যান্য উপজাতিরা মেইতেইদের ’অন্যায়’ সুবিধা দিতে নারাজ। তাদের দাবি, মেইতেইরা মণিপুরে অনেকটাই অগ্রসর। এমনকি বিধানসভাতেও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি তারাই। এই পরিস্থিতিতে তাদের তফসিলি উপজাতি-ভুক্ত করলে শিক্ষা থেকে কর্মক্ষেত্রে সবেতেই পিছিয়ে পড়বে কুকি-নাগা ও অন্যান্য উপজাতিরা।

এখানেই শেষ নয়। সমস্যার মেঘ ঘনাচ্ছিল গত বছর থেকেই। মণিপুর বিধান সভায় ২০২২ সালের গোড়াতেই প্রস্তাব পেশ হয় রাজ্যে এনআরসি লাগু করার। মায়ানমার থেকে আসা চিন-কুকি জনজাতির বহু মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে মণিপুরে ঢুকে পড়েছেন বলে অভিযোগ। সেই সময় থেকেই অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু চলতি বছরের মার্চে একতরফা ভাবে সশস্ত্র কুকি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ফ্রন্ট ও কুকি ন্যাশনাল অগ্রানাইজেশন-এর বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে মণিপুরের বিজেপি সরকার। গত শতাব্দীর সাতের দশকে তৈরি তিনটি গির্জা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এরপরই। তখন থেকেই প্রতিবাদ শুরু করেছিল ক্রিস্টান কুকিরা।

এরপরই মে মাসে মেইতেইদের তফসিলি উপজাতির তকমা দেওয়ার বিরোধিতা করতে মিছিল বের করে ’অল ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন অফ মণিপুর। কার্যতই আগুনে ঘি পড়ে এরপর থেকেই। ক্রমেই বাড়তে থাকে হিংসা। আর তা যেন চলে যেতে থাকে হাতের বাইরে। গোটা দেশের উদ্বেগ বাড়িয়ে গত প্রায় মাস তিনেক ধরেই মণিপুর অশান্ত।

এদিকে অশান্তি থামাতে পারছেন না বলে ক্রমেই কোণঠাসা মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং। তার ওপর তিনি নিজেই মেইতেই জনজাতির প্রতিনিধি। ফলে তার বিরুদ্ধে কুকিদের বাড়তি ক্ষোভের কারণ রয়েছে। অভিযোগ, অসমের বড়োদের মতোই মণিপুরের নির্দিষ্ট এলাকায় স্বায়ত্বশাসন পাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছিল কুকি-ঝোমিরা তা সত্যি হতে পারছে না বীরেনের জন্যই। এদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও তার উপর সন্তুষ্ট নয় বলেই শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় ইস্তফাও দিতে চেয়েছিলেন তিনি। যদিও শেষ পর্যন্ত একপ্রস্ত নাটকের পরে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন।

চলতে থাকা সংঘর্ষে কার্যতই রক্তস্নাত মণিপুর। সেনা নামিয়েও নিয়ন্ত্রণে আসছে না পরিস্থিতি। মৃতের সংখ্যা শতাধিক। এমতাবস্থায় জুনে রাজ্যে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলাও ও জনসাধারণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন বীরেন। এরপর দিল্লি ফিরে গোটা পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রিপোর্ট দেন শাহ। কিন্তু এরপরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, মেইতেই-কুকি সংঘাতে রাশ টেনে মণিপুরকে শান্ত করার অন্য কোন পদক্ষেপ করা দরকার? কুকি নেতাদের দাবি হয় পৃথক রাজ্য নয়তো খ্রিস্টান মিজোরামে অন্তর্ভুক্তি। এছাড়া বিক্ষোভের আগুন নেভার উপায় নেই। যদিও এমন কিছু নিশ্চিত ভাবেই কাম্য নয় এবং কেন্দ্র এমন কোনও পদক্ষেপ করবেও না, তা নিশ্চিত বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সেক্ষেত্রে রাজ্যের ভেতরে কয়েকটি অ লে কুকিদের স্বায়ত্বশাসন দিয়ে তবেই তফসিলি উপজাতির তকমা দেওয়ার পথে হাটতে পারে সরকার। তাহলে দুই তরফেই অসন্তোষের মাত্রা ততটা থাকবে না। ফলে শান্তি ফেরানোর পথ পরিস্কার হতে পারে। যদিও সেক্ষেত্রেও সমস্যা থাকবে। কেননা কুকি ও মেইতেইরা সবসময় একে অপরের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে থাকে। তাই একপক্ষের কোনও বিষয়ে লাভ হলে অন্যপক্ষ বিক্ষোভের আগুন জ্বালাতেই পারে। ফলে অশান্তির আঁচ অব্যাহত থাকার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তবুও দু’পক্ষকে শান্ত করতে এর কাছাকাছিই কোনও পদক্ষেপ করা যেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। আপাতত যা পরিস্থিতি তাতে এর বাইরে কোনও পথ দেখা যাচ্ছে না। যে কোনওভাবেই হোক সাম্প্রদায়িকতার বিষে বিপন্ন চিত্রাঙ্গদার দেশে ফের শান্তি ফিরুক সেই কামনা করে দেশের মানুষ।

অশান্তি থামাতে পারছেন না বলে ক্রমেই কোণঠাসা মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং। তার ওপর তিনি নিজেই মেইতেই জনজাতির প্রতিনিধি। ফলে তার বিরুদ্ধে কুকিদের বাড়তি ক্ষোভের কারণ রয়েছে। অভিযোগ, অসমের বড়োদের মতোই মণিপুরের নির্দিষ্ট এলাকায় স্বায়ত্বশাসন পাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছিল কুকি-ঝোমিরা তা সত্যি হতে পারছে না বীরেনের জন্যই।

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক
SE CI
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR
শোকাবহ আগস্ট
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের
শহীদগণ সহ ১৫ই আগস্টের সকল শহীদদের প্রতি
বিনম্র শ্রদ্ধা

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের স্পন্দনে
হে জাতির পিতা, তুমি আছো, তুমি রবে চিরকাল
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

তোমার সন্তানেরা তোমার সন্তান নয়। জীবনের নিজের প্রতি নিজের যে তৃষ্ণা, তারা হলো তারই পুত্রকন্যা। তারা তোমাদের মাধ্যমে আসে, তোমাদের থেকে নয়। এবং যদিও তারা থাকে তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু তাদের মালিক তোমরা নও। তুমি তাদের দিতে পারো তোমার ভালোবাসা, কিন্তু দিতে পারো না তোমার চিন্তা, কারণ তাদের নিজেদের চিন্তা আছে।" কাহলিল জিব্রানের বিখ্যাত "সন্তান" কবিতার প্রথম কিছু লাইন। লাইনগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকা গভীর কথাগুলো আমাদের মাতৃ-পিতৃ মন কিছুতেই মানতে চায় না। আরো ভালবাসতে গিয়ে আমরা বিপদ ডেকে আনি। বাবা-মা হয়েও ভুল করে বসি, আর তখনই সন্তানেরা দূরে চলে যায়। বাবা-মা'র প্রতি ভালোবাসার বীজ সন্তানদের বুকের নরম মাটিতে বাবা-মা'কেই বপন করে দিতে হয়। আর অন্য দিকে আছে কঠিন সংগ্রাম আর সাফল্যের গল্প। বিয়ে নামক সামাজিকতার মধ্যেও থাকে ধোঁকাবাজির খেলা। বিশ্বাস ভঙ্গের পর অবুঝ মন পুনরায় বিশ্বাস করতে চায় না। স্বপ্নের প্রেমিক পুরুষের কাছে প্রতারিত হয়ে জীবনের তাগিদে আবারো ঘুরে দাড়ায় কোন এক নারী। অনুপ্রেরণা পেয়ে এই শহরের কেউ একজন হয়ে ওঠে প্রতিবাদী, স্বাবলম্বী। প্রাপ্তি আর কষ্টের মিলিত মিস্রণে এগিয়ে চলে উত্তর আমেরিকার জন-জীবন। এরকম ভিন্নমুখী দুটো সত্য গল্প নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের উত্তরের জনপদের পাতা। ধন্যবাদান্তে-**সোহানা নাজনীন/ফরিদা ইয়াসমীন**

সাহসী এক প্রতীক-অর্পা

বাইরে বিদ্যুৎ চমকের সাথে শব্দটা জানলার কাচ পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। অর্পা চমকে উঠলো। জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখলো, বৃষ্টির মাখামাখি। বৃষ্টির শব্দ অর্পার ভীষণ পছন্দ। ওর স্কুল বন্ধ হয়েছে প্রায় এক সপ্তাহ হতে চললো। স্কুল বন্ধের দিনগুলো অনেকটা অলসভাবে কাটে তার। স্কুল খোলা থাকলে সকালে নাস্তাটা ঠিকমত করা হয়না অর্পার। তাই আজ ছুটির দিনে নাস্তা শেষ করে বারান্দায় আয়েস করে বসেছে চা নিয়ে। বাইরে মুশল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে। চা'য়ে চুমুক দিতে দিতে অর্পা বৃষ্টি দেখছে আর হারিয়ে যাচ্ছে অতীতের দিনগুলোতে।

আমাদের জীবনে বহু গল্প থাকে। গল্পের আড়ালেও গল্প থাকে। কখনো সেই গল্পগুলো হয় তিক্ত, যন্ত্রণার। কখনো আবার দিনশেষে সেই গল্পে থাকে সুখ, তৃপ্তি ও সফলতা।

স্বামীর বদৌলতে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসে অর্পা ১৭ ছুঁই ছুঁই বয়সে। এসেই সে প্রেগনেন্ট হয়ে যায়। ১৮তে যেতে না যেতেই এক ছেলে সন্তানের মা হয়। চার বছর পর আবারো আরেক ছেলে সন্তানের জন্ম দেয়।

কিন্তু অর্পার মন পড়ে থাকে সেই স্কুলঘরে। কুইন্স এর পথে হলুদ স্কুল বাসগুলো দেখলেই তার মন উতলা হতো বই খাতা নিয়ে আবারো স্কুলে যেতে।

তার কোলে তখন দুই অবুঝ শিশু। তাছাড়া সে থাকতো শ্বশুরালয়ে। সেখানে ছিল বহু বাধা বিপত্তি। নারী মানেই যেন সেখানে স্বামী সহ পরিবারের সবার নির্দেশ পালন করা কেবল। শশুর পক্ষের ভাষ্য ছিল, মেয়েরা হলো পায়ের জুতা, লাগলে লাগবে না লাগলে ফেলে দিবে।

দিনরাত সংসারে কাজ করা, বাচ্চা দেখা আর শশুর পক্ষের লোকদের কথামত চলা ছিল অর্পার দৈনন্দিন রুটিন। নিজের মত প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। একা ঘর থেকে বের হতে দিত না। মৌখিক, মানসিক নির্যাতন চলতো রোজ। বাংলাদেশে নিজ পরিবারের সাথেও মনমতো কথা বলতে পারতো না, হোমফোনের প্যারালাল লাইন থেকে শশুরপক্ষ সব কথা শুনতো। কথার গড়মিল হলেই চলতো গালাগালি। এতসব বাধা নিষেদের মধ্যে কিশোরী অর্পার স্কুলে গিয়ে পড়তে চাওয়া ছিল-অবাস্তব এক স্বপ্ন।

একদিন অর্পা তার জা'কে বলল, আমি পড়তে চাই। জা হেসে কটাক্ষ করে বললেন, 'এই দেশে পড়া কী মুখের কথা নাকি? তুমি পড়বে? পড়তে যোগ্যতা লাগে। স্বপ্ন দেখতে থাকো। সমস্যা নাই।'

অর্পার খুব গা'য়ে লেগেছিল কথাটা। সেদিনই সে সিদ্ধান্ত নেয়, যে করেই হোক এ দেশে তাকে উচ্চশিক্ষা নিতেই হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু তাকে সাহায্য করার কেউ ছিল না।

একদিন অর্পার পাশের ফ্ল্যাট থাকা এক বাঙালির সাথে দেখা হয় তার। সেদিন বাড়ির লোকজন কোনো এক কাজে বাইরে ছিল। অর্পা প্রতিবেশীকে ডাকে ঘরে। সেই ফাঁকে অর্পা তার সব কষ্টের কথাও জানায় প্রতিবেশী মহিলাকে। সেই মহিলা নিউইয়র্কের কলেজে তখন পড়াশোনা করছিলেন এবং সাবস্টিটিউট টিচার হিসাবে স্কুলে কাজ করছিলেন। প্রতিবেশী মহিলা অর্পাকে স্কুলে ভর্তি হবার সকল ধরনের সাহায্য করবেন বলে জানান। কীভাবে কী করতে হবে সে সম্পর্কে পরাপর্শ দেন। কিন্তু অর্পার তো প্রথমে নিজ পরিবার থেকে অনুমতি নিতে হবে। তারা তো অর্পাকে পড়তে দিবে না!

একদিন অর্পা তার দেশে থাকা শাশুড়িকে কল করে পড়াশোনার কথা জানায়। শাশুড়ি তাকে মেয়ের মতো দেখতেন। আর দেখবেই না কেন? অর্পা দেশ ছাড়ার সময় তার বহু সোনার গহনা শাশুড়িকে দিয়ে এসেছিল। সুযোগ পেলেই স্বামীর থেকে ১০/২০ ডলার জমিয়ে সাদা এনভেলাপে করে শাশুড়িকে মেইল করতো। তাই অর্পা ছিল তার শাশুড়ির আদরের বৌ।

যাই হোক, অবশেষে অর্পা কৌশলে শাশুড়ির সাহায্য পেতে সফল হলো। শাশুড়িকে কথা দিল, যদি অর্পা পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করে, তবে সে বাংলাদেশে শাশুড়ির পড়ে থাকা খালি জায়গায় একটা দো'তলা বিল্ডিং করে দেবে। শাশুড়ি ভীষণ খুশি হলেন এবং অর্পার পড়াশোনায় যেন স্বামী, জা, ভাসুর কেউ বাধা না দেন সে ব্যবস্থা করলেন।

শুরু হলো অর্পার হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে যাত্রা। শুরুতে বাচ্চাদের বেবিসিটারের কাছে রাখতো সে। যেহেতু তখন কাজ করতো না, তাই বেবিসিটিং এর বিনিময়ে অর্পা সপ্তাহে দুইদিন বেবিসিটার মহিলার বাচ্চাকে টিউশন করতো। এভাবেই ২ বছর পার হবার পর অর্পার মা চলে আসেন এদেশে। তারপর মা'ই তার বাচ্চাদের দেখতেন। এসোসিয়েট সম্পন্ন করে অর্পা পার্ট টাইম সরকারি চাকরিতে যোগ দেয়। সেই সাথে চলতে থাকে বাকি পড়াশোনা। ঘর সংসার, পার্টটাইম চাকরি, বাচ্চা, শশুরালয়, পড়াশোনা-এভাবেই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্পা একে একে ব্যাচেলর, মাস্টার্স-ইউনিভার্সিটি লেভেল পার করে। লাইসেন্স নেয় শিক্ষকতার।

আজ পিছনে ফিরে তাকালে অর্পার মনে পড়ে, এমনও দিন পার করেছে সে যখন পরীক্ষার আগের দিন তার ইন্টানেট বন্ধ করে দেয়া হতো পরিবার থেকে। কখনো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিড়ে ফেলা হতো পরীক্ষার আগের দিন। তবু অর্পা হার মানেনি। পড়াশোনা অব্যাহত রেখেছে, পাশাপাশি চাকরি।

শাশুড়িকে দেয়া কথামত অর্পা ঠিকই চাকরির দুই বছরের মধ্যে প্রায় ৪২ হাজার ডলার ব্যয়ে একটা দু'তলা বাড়ি করে দেয় বাংলাদেশের জমিতে।

কিন্তু ওই যে, মেয়েরা উচ্চশিক্ষিত হলে, প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের চোখ খুলে যায়-এমনটাই ভাবা হতো অর্পার নিউইয়র্কের পরিবারে, বিশেষ করে জা আর ভাসুরের কথায়-ই চলতো তার স্বামী। তাই পড়াশোনা আর চাকরিই হয়ে উঠে অর্পার সংসার ভাঙার কারণ।

তবে হ্যাঁ! অর্পার চোখ খুলেছিল গুহায় থাকতেই। আর তাই সে নিজ প্রচেষ্টায় সেই গুহা থেকে বের হতে সর্বপ্রথম স্কুলশিক্ষা গ্রহণ করাকেই বেছে নিয়েছিল। সে জানতো, একমাত্র শিক্ষাই পারবে তাকে সামনে বাড়াতে, সকল পথ উন্মুক্ত করে দিতে। শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এবং অর্পা সফলও হয়েছে। আজ সে নিউইয়র্কের একজন উচ্চশিক্ষিত নারী। আজ অর্পা নিউ ইয়র্কের স্কুলশিক্ষক। এখানে আসতে কতইনা কাঠ খড় পোহাতে হয়েছে তাকে।

আমাদের বাঙালি সমাজে এখনো বহু নারী পরাধীন। বিশেষ করে আমেরিকার মতো জায়গায় এতো সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক নারীরা এখনো নিজ স্বপ্নকে মাটিচাপা দিয়েই দিন পার করেন। কারণও আছে। অনেকেই নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে বের হতে পারেন না। অনেকের নানা ব্যক্তি-সামাজিক দায়বোধ থাকে। আবার অনেকে আসলে জীবনটাকে এভাবেই গুছিয়ে নেন। অথচ অন্ধকার গুহায় বাস করতে করতে আমরা আলোর কথা ভুলেই যাই।

আমাদের অন্ধকার গুহা থেকে বের হতে হবে। অর্পার মতো সাহস নিয়ে।

দূরত্ব

"আচ্ছা, আপনি কিভাবে বাচ্চার সাইকোলজি বুঝলেন? কে আপনাকে শেখালো?"

"কেন? আপনার নিজের বাচ্চার মন তো আপনাকেই বুঝতে হবে।"

"এই যে এদেশে বাচ্চাদের কিভাবে মানুষ করে তুলতে হবে, তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে। আপনার কোন গার্জিয়ান ছিল না আমেরিকায়, তাহলে কার থেকে বুদ্ধি নিয়েছিলেন?"

ফোনের মধ্যে এভাবেই আমাকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন জিনাত আপা। উনি প্রায়ই আমাকে ফোন করেন, এটা ওটা নিয়ে জানতে চান, মাঝে মাঝে অন্যায় আবদারও করেন। আমি মাথা ঠান্ডা রেখে এড়িয়ে যাই। বুঝতে পারি জিনাত আপা কেমন যেন একটা অস্থিরতায় ভোগেন। কিছু একটা না পাবার অতৃপ্ততা উনাকে তাড়া করে ফেরে। আমি উনাকে বোঝাই, বলি,

"আপা, বাচ্চাদের আমরা জন্ম দিয়েছি কিন্তু তাই বলে তো ওদের স্বাধীনতা কিনে নেই নাই। ওরা আলাদা মানুষ, আলাদা স্বপ্ন আছে, ভিন্ন ইচ্ছা আছে। আমরা প্যারেন্টসরা সেই স্বপ্নের বিরুদ্ধে যেতে পারিনা।"

"তাই বলে কি ওদেরকে যা খুশী তাই করতে দিতে পারি? বাবা-মা কোনদিন খারাপ চায় না, ওদের ভালোর জন্যেই তো এদেশে এসেছি। এতো কষ্ট করলাম, ওদের বড় করলাম আর ওরা এখন এসবের মুল্য দেয় না। ভাবতে পারেন এইজন্যে আমার আর আমার স্বামীর মনে কত কষ্ট?"

ফোনের ওপারে কথা বলতে বলতে জিনাত আপা রাগে লাল হয়ে যাচ্ছেন টের পাই। হয়তো আক্ষেপ করে কখনও কাঁদতে শুরু করেন। ইন্টারনেট থেকে পড়া প্যারেন্টিং সম্পর্কে লেখাগুলো উনাকে ভেঙ্গে বুঝিয়ে বলি,

"দেখেন আপা, দেশে বাচ্চা মানুষ করা আর প্রবাসে মানুষ করা এক্কেবারে ভিন্ন দুই জিনিস। এখানে আমাদের বাচ্চারা দুইটা জিনিস মোকাবিলা করে, স্থানীয় কালচার আর দেশীয় কালচার। আর আমরাও পদে পদে ভুল করে ফেলি, জোর করে ওদের ওপর চাপিয়ে দেই অনেক কিছু। আর তখনই বাঁধে বিপত্তি, বাচ্চারা দূরে সরে যেতে থাকে। আঠারো পার হলে তো কথাই নেই, এডাল্ট ডিসিশানের দোহাই দিয়ে আলাদা হয়ে যাবে। আর কলেজ শুরুর সময় এমনিতেই ওদের একটা সুযোগ আসে বাবা-মা ছেড়ে দূরে চলে যাবার। সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ফেলে, এরপর আমরা একলা হয়ে যাই।"

জিনাত আপা লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, টেনে টেনে বলেন, "বইন, সবই তো ঠিক ছিল, কিন্তু আমি কিছু ভুল করে ফেলছিলাম। ওদেরকে আমি খুব গাল-মন্দ করতাম, আর মারতাম খুব।"

"বলেন কি? এদেশে বাচ্চাদের গায়ে কেও হাত তোলে? শুধু এই দেশে না, এখনকার যুগে আর বাচ্চাদের পিটায় না কেও। একথা জানলে সোশ্যাল ওয়ার্কারের লোকেরা এসে আপনার বাচ্চা নিয়ে চলে যেত, জানেন সেকথা?"

আমি আঁতকে উঠি, জিনাত আপাকে দেখে কখনো এতোটা রুক্ষ আর মেজাজী মনে হয়নি। ধর্মপ্রাণ একজন মানুষ, স্বামীটা নিরীহ ধাঁচের, পোশাকে রীতিমতো বাঙ্গালিয়ানা স্বভাবের। জিনাত আপা একদিন সব ভেঙ্গে বলেন আমাকে। ডিভি নিয়ে আমেরিকায় উনারা যখন এসেছিলেন ছেলেদুটো তখন ছোট। এখানের স্কুলে ভর্তি হয়ে তারা মেধার পরিচয় রাখতে শুরু করে। বাধ্য এবং মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের মায়ের হাতের পিটুনি খেত। কারণ গুরুতর কিছুই ছিল না। জিনাত আপার স্বামীর একলার ইনকাম যথেষ্ট ছিল না নিউইয়র্কের মতো বড় শহরের জন্যে। তার উপর সেই আয়ের একটা বড় অংশ চলে যেত বাংলাদেশে। দেশের বাড়িতে দালান উঠত, আত্মীয়ের বিয়ে হত, ভাইয়ের ছেলেদের পড়াশোনার খরচ হত। অথচ আমেরিকায় জিনাত আপাদের হাত-পা মেলে একটু হাসি আনন্দ করে দিন কাটত না। একসময় বাধ্য হয়েই আয় বাড়ানোর জন্যে জিনাত আপা কাজ শুরু করে। ছেলেদুটোর তখন উঠতি বয়স, তাদের আরো সময় দেয়া উচিত, কথা বলা উচিত। সারাদিন বাইরের কাজ শেষে জিনাত আপা যখন শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতো তখন বাচ্চাদের অবুঝ আবদার আর দস্যিপনা তাকে স্বস্তি দিত না। এলোমেলো সংসার আর জমানো কাজের পাহাড় দেখে তিতিক্ষে জ্বলে উঠতেন তিনি। ছেলেদের ছোটখাট দুষ্টামিতে চিল্লিয়ে গালি দিতেন, কখনো গায়ে হাত তুলে ফেলতেন। এখানেই ছিল উনার চরম ভুল, যা পরবর্তীতে ছেলেদের মনে এক বিশাল অনাগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। ছেলেরা বড় হল, ভালো রেসাল্ট করে নামকরা কলেজে গেলেও বাবা-মা'র সাথে দূরত্ব বাড়িয়ে দিল। বড় ছেলে ইউ এস আর্মিতে জয়েন করার কারণে ট্রেইনিং আর পোষ্টিং নিয়ে সেই যে বাড়ির বাইরে পা দিল আর কোনদিন বাড়ি ফিরলো না। ছোট ছেলে গ্রাজুয়েশন করার সময় ডরমে গেল, খুব অল্প বাসায় আসতো। একই শহরে তারা থাকে কিন্তু দেখা হয় না, অল্প দেখায় বাবা-মা'র মন ভরে না।

সারাদিন বাইরের কাজ শেষে জিনাত আপা যখন শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতো তখন বাচ্চাদের অবুঝ আবদার আর দস্যিপনা তাকে স্বস্তি দিত না। এলোমেলো সংসার আর জমানো কাজের পাহাড় দেখে তিতিক্ষে জ্বলে উঠতেন তিনি। ছেলেদের ছোটখাট দুষ্টামিতে চিল্লিয়ে গালি দিতেন, কখনো গায়ে হাত তুলে ফেলতেন। এখানেই ছিল উনার চরম ভুল

আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম,

"আপা, ওদেরকে কোনদিন নরম স্বরে বুঝিয়ে বলেন নাই? নিজের দোষ স্বীকার করে সরি বলেন নাই? এদেশের বাচ্চারা কিন্তু সরি বলাতে খুব খুশি হয়।"

"বলেছিলাম, অনেক কেঁদেছিলাম একসময়। কিন্তু আমাকে "ড্রামা কুইন" বলেছিল এজন্যে। ওরা বিশ্বাস করতে চায় না যে আমি ওদের কথা ভেবে কষ্ট পেতে পারি।"

এখন জিনাত আপা আর উনার স্বামী দুজনেই কাজ কমিয়ে দিয়েছেন। দুই বেডরুমের একটা ভাড়া বাসায় থাকেন, সব বাঙ্গালি অনুষ্ঠানে জমায়েত হন। কালে ভাদ্রে ছেলেদুটো কল দেয়, তাঁরা যেন ভিন গ্রহের মানুষ। উনাদের আর্থিক কষ্ট নেই কিন্তু বুক জুড়ে আছে হাহাকার, যা অন্যকে দেখানো মুশকিল।

মন কাঁদে

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

প্রবাস কখনও হয় না দেশ। যতই বলি না কেন প্রবাসে আমরা ভাল আছি বেশ।প্রবাস একটা যান্ত্রিক জীবন।প্রায়ই ব্যস্ত থাকতে হয় কাজে। মন হুহু করে কাঁদে যখন মনে পড়ে প্রবাসীদের নিয়ে সেই গান (আবার তুমি আসবে দেশে আমায় কথা দাও)। প্রিয়তমার আকুতি চলে এসো আবার তাড়াতাড়ি । অথচ আমরা প্রবাসীরা কত ভালবাসার মানুষ দেশে রেখে প্রবাস নামক জেলে পড়ে থাকি। ফোনে কথা বললে বাচ্চারা যখন কাঁদে আমরাও কেঁদে ফেলি। পরিবারের সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আর কথা বলে যায় না, নিশ্চুপ হয়ে যেতে হয়। হ্যালো হ্যালো বলি। ফোনে দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

কি সান্তনা দিব? বলার ভাষা হারিয়ে ফেলি। আমরা মাঝে মাঝে চুপ হয়ে বোবা কান্না কাঁদি। চোখে পানি টলমল করে। মনটা কত খারাপ থাকে। মুখের হাসি কোথায় যায় চলে? কাজে গেলেও চিন্তা করি, বাসায় আসলে আরো বেশি চিন্তা করি। চিন্তা না করলেও চিন্তা কোথায় থেকে চলে আসে? রাতে শুলে ধরে না ঘুম। কত রাত জেগে বসে থাকি। মাঝে মাঝে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে ফেলি। মন কেমন আনচান করে। অনেক সময় মাথায় হাত দিয়ে কত কিছু ভাবি। মনের দুঃখ ভুলে যাওয়ার জন্য গুণ গুণ করে গান করি। কত নাটক দেখি, কত সিনেমা দেখি । কোন কিছুই ভাল লাগে না। দেশের জন্য মন কাঁদে।

দেশের কোন খারাপ সংবাদ শুনলে মন আরো বেশি কাঁদে।যদি শুনি দুর্ঘটনায় লোক মারা গেছে, বন্যায় দেশ ডুবে যাচ্ছে, খরায় দেশ পুড়ে যাচ্ছে, অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষটি হচ্ছে, মানুষ অনেক কষ্টে আছে । আত্নীয় স্বজন কারো অসুখের কথা শুনলে বা কেউ মারা গেলে কত কাঁদি প্রবাসে বসে। বাবা মা'র কথা মনে পড়লে মন আরো বেশি কাঁদে। বাবা, মায়ের মৃত্যুর সংবাদ শুনলে মনে হয় কলিজা যাচ্ছে ফেঁটে। মন চায় এখনি টিকিট কেটে দেশে যাই চলে। চার দেওয়ালের মাঝখানে বসে হাউমাউ করে কাঁদি।

বিদেশে না আছে তেমন আপনজন। বিপদ আপদে সৃষ্টিকর্তা ছাড়া তেমন কাউকে পাওয়া যায় না। কত যে সৃষ্টিকর্তা কে ডাকি। বিদেশে নিজের সব কাজ নিজেই করতে হয়। ইচ্ছা হলেই কাজ থেকে ছুটি নেওয়া যায় না। অনেক সময় অসুস্হ শরীর নিয়েও কাজে যেতে হয়। কখন রাত যায় আর কখন দিন আসে বোঝা যায় না। কত প্রবাসী কত অমানবিক পরিশ্রম করে। বিদেশে কেউ অসুস্হ হয়ে হাসপাতালে পরে থাকে। অনেকে লাশ হয়ে দেশে ফিরে। কত প্রবাসীর লাশ থাকে মর্গে পড়ে। কতজন আবার বিদেশে এসে জেলে থাকে পড়ে। দেশ থেকে প্রবাসের উদ্দেশ্য রওনা দিলে দেশের সব কিছু তাঁকিয়ে দেখে বারে বারে। তারা ভাবে আর কি ফিরে আসতে পারব দেশে। ফোনে কতজন কল দেয় কখন প্লেনে রওনা দেবে। প্রবাসীরা কথা বলার সময় মনের অগোচরে হাউমাউ করে ফেলে কেঁদে।

আমরা যারা প্রবাসী শারীরিক ভাবে বিদেশে থাকলেও মানসিকভাবে দেশে থাকি। দেশে যাওয়ার জন্য মনটা ব্যাকুল থাকে। অনেক সময় ছেলে মেয়ে জিজ্ঞাসা করে বাবা কবে আসবে দেশে? তাদের কাছে বলি এই তো চলে আসবো। এভাবে কতবার যে বলি। মন কাঁদে।

দেশের কত কিছুর কথা মনে পড়ে। দেশে রাস্তাঘাট, হাঁটবাজার, স্কুল কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা আরো যে কতকিছু। দেশের মাটি কখনও ভোলা যায়? গানে বলে (এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি)। আমরা যারা প্রবাসী শারীরিক ভাবে বিদেশে থাকলেও মানসিকভাবে দেশে থাকি। দেশে যাওয়ার জন্য মনটা ব্যাকুল থাকে। অনেক সময় ছেলে মেয়ে জিজ্ঞাসা করে বাবা কবে আসবে দেশে? তাদের কাছে বলি এই তো চলে আসবো। এভাবে কতবার যে বলি। মন কাঁদে। মাঝে মাঝে গা হাত পা থরথর করে কাঁপে। মুখের ভাষা যায় হারিয়ে। ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকতে থাকতে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যায়। ভালো খাবারও ভালো লাগে না। মনে হয় কলিজা ফেটে দীর্ঘ নিশ্বাস বের হচ্ছে। কাজে যাই মন খারাপ করে। হাসিখুশি যায় জীবন থেকে চলে। প্রবাসীরা অপরের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের নিয়ে ভাবার আর সময় পায় না। নিজের শরীরের নিয়মিত যত্ন নিতে পারে না। মুখ রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায়। কত দাগ মুখে পড়ে যায়। চিন্তা করতে করতে মাথার চুল পেকে যায়। শরীরে এক সময় অসুখ বিসুখ এসে বাসা বেঁধে ফেলে। স্মরণশক্তি লোভ পেতে থাকে । কর্মক্ষমতাও কমে যেতে থাকে। তারা কত বেদনাভরা জীবন নিয়ে প্রবাসে বাস করে।

এক সময় তাদের চাওয়া আর পাওয়ার কিছু থাকে না। বিদেশে দীর্ঘ সময় পার করে দেশে আসে ফিরে দেখে কতজন গেছে দুনিয়া ছেড়ে চলে। তারা অপরের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়। অনেক প্রবাসী তার কষ্টের উপার্জিত অর্থ আর ভোগ করতে পারে না। শেষ বয়সে যখন ভোগ করবে অসুস্হ হয়ে থাকে বেডে পড়ে থাকে। সৃষ্টি কর্তাকে ডাকে আর কাঁদে হাউমাউ করে।

মৌলিক মানবিক সংগ্রামের আবহে কবিতা ও কথাশিল্পের ভুবনে বিচরণ-আলী সিদ্দিকীর

এইচ বি রিতা

একজন সম্পাদক ইতোমধ্যে তৈরি করা একটি লিখিত পণ্য পোলিশ করেন। একজন লেখক বইয়ের ধারণার সাথে নিজ বিকাশ ঘটান এবং লেখেন। ইতিহাসে এমন কিছু যাদুকর আছেন, যারা একই সাথে ছিলেন সম্পাদক এবং লেখক। এর প্রধান একটি উদাহরণ হলো- টনি মরিসন। আমাদের চারপাশে এমন আরো কিছু উদাহরণস্বরুপ ব্যক্তি রয়েছেন যারা একই সাথে সম্পাদক এবং লেখক। আলী সিদ্দিকী তাদেরই একজন।

সাহিত্যের ওয়েবজিন- মনমানচিত্রের সম্পাদক হলেন আলী সিদ্দিকী। মনমানচিত্র-ইতোমধ্যেই দেশ-বিদেশে আমাদের সকলের প্রিয় একটি সাহিত্য প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। আলী সিদ্দিকী এমন একজন লেখক, যিনি সাহিত্য শিল্প এবং সৃজনশীল লেখার জন্মদিতে বিভিন্ন ধরন এবং কৌশলের লিখিত শব্দগুলির ব্যবহার খুব যত্নের সাথে গেঁথে নেন তাঁর কবিতা ও অন্যান্য লেখায়।

একজন 'কবি আলী সিদ্দিকী'র সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে হলে বলতেই হয়, তিনি মানুষের মৌলিক মানবিক সংগ্রাম আবহে কবিতা ও কথাশিল্পের ভুবনে বিচরণ করেন। শেকড়ঘনিষ্টতা, জাগৃতি, বোধ আর মননের নিগূঢ়তায় গড়ে তোলেন কাব্যবোধের জীবনসম্পৃক্ততা। মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিচিত্র সম্পর্কের গ্রন্থি-আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, ব্যক্তি ও সমাজকেন্দ্রিক মানবিকমূল্যবোধ, প্রাত্যহিক জীবনের দ্বান্দ্বিকতা তার লেখনীর প্রতিপাদ্য বিষয়। সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জটিল ও দুঃখময় জীবনসংগ্রাম তার গদ্যের জিয়নকাঠি। ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা, অন্ধত্ব আর অমানবিকতার বিরুদ্ধে এবং প্রগতিশীল মানবিক মুক্তচিন্তারসপক্ষে সোচ্চার তার লেখনী। সুদীর্ঘ সময় মুক্তবুদ্ধির চর্চায় সম্পৃক্ত থাকলেও প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে তিনি বরাবরইপ্রচারবিমুখ।

আলী সিদ্দিকীর একটি কবিতা "প্রতিপক্ষ হয়ে উঠি"-আমাকে ভীষণ নাড়া দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, লেখক যে ভাবমূর্তিতে কিছু একটা রচনা করেন, পাঠক সব সময় তার সঠিক বা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হোন না। তবু পাঠক হিসাবে আমরা সেটাকেইতিবাচক ভূমিকায় নিজ মতো বিশ্লেষণে টানতে পারি। ক্ষুদ্রজ্ঞানে আমার এমনই একটি চেষ্টা আজ।

"প্রতিপক্ষ হয়ে উঠি"-কবিতায় তিনি লিখেছেন,

"যে সন্ধ্যেটা এখন লালচোখে এগিয়ে এলো
ছড়িয়ে দিলো জাঁহাবাজ অন্ধকার চারদিকে
মটকে দিলো প্রাণবন্ত রোদেলা দিনের ঘাড়
আমি তার প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছি।"--

স্বচ্ছ সোনালি দিন শেষে সন্ধ্যা এগিয়ে এলো 'লালচোখে'-যা হিংস্রতা বা ক্ষোভের প্রতীক আর 'সন্ধ্যা'-শত্রু বা প্রতিপক্ষ ছড়িয়েদিল 'জাঁহাবাজ অন্ধকার' চারদিকে- অর্থাৎ কূটবুদ্ধি ছড়িয়ে পড়েছে কবির চারপাশে, মটকে দিচ্ছে প্রাণবন্ত রোদেলা দিনের ঘাড়অর্থাৎ চারপাশের অরাজকতা ধ্বংস করতে চাচ্ছে মানুষের শক্তি, সতত মনন, অথচ তখনো কবি জেগে উঠছেন তীব্র প্রতিবাদে, হয়ে উঠছেন প্রতিপক্ষ-'আমি তার প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছি।'

"এমনিতে আমার জমিনের মাটি সেঁতসেঁতে
বহুকাল ধরে তার হাঁড় মজ্জায় পচন ধরেছে
অসুস্থ ফলনে মন-মগজ হয়েছে আগাছাময়।"--

হয়তো কবি এখানে সময় ও বয়সের সাথে মন ও শরীরের ক্ষয় বা লড়াই করার শক্তি, ধৈর্যহীনতার কথা বলতে চেয়েছেন।

"মনোরম সন্ধ্যেরা উপভোগ্য রঙিন পেয়ালায়
বহুরূপী মুখোশধারী জমকালো রম্য উল্লাসে
অন্ধকারে মাংসাশী হয় দাঁতাল মানুষের দল
আমি দানব প্রহরের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠি।"--

বহুরূপী মানুষদের নিয়েই এই সমাজ, এই বিশ্ব। যে প্রিয় মুখ আলিঙ্গলে গতকাল ভালোবাসা দেখিয়েছিল, সে-ই আজ সুযোগবুঝে পিঠে ছুড়ি বসাতে তৎপর হবে। এ কেবল ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি নয়, সমাজ থেকে সমাজ, সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতি, বিশ্বাস থেকে বিশ্বাস, দেশ থেকে দেশ সর্বত্রই চলে দখলদারিত্ব। চলে মানুষের অস্তিত্ব, বিশ্বাস, সংস্কৃতি বিলুপ্ত করে দেয়ার প্রচেষ্টা। কবি তবু সামনে বাড়তে পিছ পা হোন না, সাহস নিয়ে দানব প্রহরের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেন।

"আমার মাটিতে মেশানো আছে রোদের বীজ
অনন্ত সূর্য ফোয়ারা সঞ্চিত আছে গোলাঘরে
আছে শতাব্দীর সেরা রক্ত জমাট পাটাতন।"--

রোদের বীজ, গোলাঘরে, রক্ত জমাট পাটাতন-অন্যায় অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কবির হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি করে, একটি আওয়াজ যাসমাজ ও বিশ্বের কাছে পৌঁছায়।

"তুমি জানো কারা ছড়িয়েছে অন্ধকারের বিষ
কারা কোষে কোষে পুঁতে দিয়েছে চির বন্ধ্যাত্ব
তোমার কসম প্রিয়তম শপথ আমার মাটির
আততায়ী অন্ধকারের আমি প্রতিপক্ষ।"--

আততায়ী অন্ধকারের বিরুদ্ধে কবি মাটির শপথ নিচ্ছেন। কী সেই আততায়ী অন্ধকার? কাকে রক্ষা করবেন বলে? দেশমাতৃকা? সমাজ-সংস্কৃতি, কিংবা ব্যক্তিসত্তা?

তাঁর লেখা এমন অসংখ্য কবিতা রয়েছে, যা পড়তে পড়তে মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। একবার নয়, একাধিকভার পড়তে হয়।পাঠক হিসাবে তাঁর কবিতা আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করে, ভাবনায় ফেলে। তাঁর লেখা প্রতিবাদী কবিতাগুলো আমাকে নতুন করেভাবায়, নতুন করে জাগিয়ে তোলে। আলী সিদ্দিকী প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নিয়মিত একজন লেখক ও কবি। উত্তরেরসাহিত্য, কবিতার এক পাতা-প্রায়ই তিনি সুষমামণ্ডিত করেন শৈল্পিক ঘ্রাণে।

আলী সিদ্দিকীর আরো একটি কবিতা "মাৎসোন্যায়"-

খসে পড়া রোদের দগদগে ক্ষত ঢাকতে
গিয়ে হাঁফাচ্ছে সর্বহারা
বিকলাঙ্গ একটি দিন
ঝুলে আছে ইলেক্ট্রিক শক খাওয়া কাকের মতোন
বেরিয়ে আসা জিভের ডগায় চলছে
অন্ধমাছিদের তুমুল উৎসব
ধারেকাছে আকাশ-বাতাসের নেই বিলাপ ।

নদনদী সাগর মহাসাগর উগরে দেয় শুধুই
রুপোলী মানুষ আর মানুষ
নারী পুরুষ বৃদ্ধ যুবা শিশু- নুলো অন্ধ
কালা রুগ্ন মোটা নাদুসনুদুস মানুষ
ক্রমে জনপদ হয়ে যায় মানুষময়, মানুষিক

জনপদে শুরু হয় হল্লাবাজির বিকট উৎসব
সর্বত্র ছড়িয়ে খুবলে নেয়া লাশ
বুক উপড়ানো থেতলানো যুবতী মাছ
ঘরে ঘরে নিরুদ্দিষ্টের লম্বা ফর্দ হিসহিসিয়ে হাসে পিশাচ
খিলখিল হাসে তল্লাটে।

লুট হয়ে যাওয়া দিনের মতো তুমিও নিরুদ্দেশ
হাপরের মতো নামে উঠে বুক
আগুন নেই একটুও
নেতিয়ে গেছে বলবান স্বপ্নের অদম্য সেই দ্রোহ
হার্মাদেরা জান্তব উল্লাস মগ্ন
বাধাহীন দুর্দমনীয়।

আলী সিদ্দিকীর এ যাবত প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ মোট ১৬টি।

গল্পঃ শঙ্খসোহাগ, রাজেশ্বরীর দায়, ঘোরবন্দী, অন্ধশিকার এবং নীলমনি। তাঁর উপন্যাসঃ প্রলম্বিত আঁধার এবং প্রতিপক্ষকাল।প্রবন্ধঃ আসুন, সত্যবাদীদের অভিনন্দন জানাই, তিমিরানন্দে বাংলাদেশ এবং পলিমাটির পাঁচালী কবিতাঃ মেঘদ্রোহী সূর্যসখাএবং মনোময়। কাব্যগ্রন্থঃ ষষ্ঠশরের গীত, মায়াকাঞ্চন মালীর পৌরাণিক উনুন, মানুষই আহার্য, ধর্মাবতার এবং অন্তর্লোকেরআনাজপাতি।

আলী সিদ্দিকী, চট্টগ্রাম শহরের রামপুর ওয়ার্ডে জন্মেছেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভেনিয়ায় বসবাস করছেন পরিবার নিয়েএবং একটি বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত আছেন।

আজ আমাদের সকলের প্রিয় এই মানুষটির জন্মদিন। প্রথম আলো উত্তরের সাহিত্য-এর পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই প্রাণঢালাভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। শুভ জন্মদিন আলী সিদ্দিকী।

খ্যাতনামা আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের একজন গুণমুগ্ধ ভক্তছিলেন, যদিও তাঁদের মধ্যে কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। থিয়েটারে আততায়ীর গুলিতে ১৮৬৫ সালের ১৪ই এপ্রিল প্রেসিডেন্টআব্রাহাম লিংকনের নিহত হওয়ার ঘটনা কবি হুইটম্যানকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিলো। হুইটম্যান প্রেসিডেন্ট লিংকনের এইহত্যাকাণ্ড নিয়ে চারটি কবিতা লিখেছিলেন, যার মধ্যে 'O Captain! My Captain!' কবিতাটি সবচেয়ে বিখ্যাত। এই কবিতা১৮৬৫ সালে নভেম্বরের ৪ তারিখ 'দ্য স্যাটারডে প্রেস' নামক একটি সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো।লিংকনের হত্যাকান্ড নিয়ে লেখা হুইটম্যানের চারটি কবিতা একসাথে "President Lincoln's Burial Hymn" নামে ১৮৮১সালে হুইটম্যানের "প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' কাব্য সংকলনে প্রকাশিত হয়। এখানে কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'O Captain! My Captain!' কবিতাটি অনূদিত হলো।

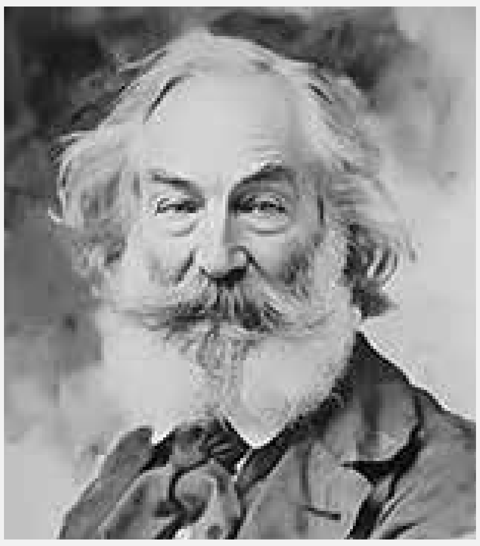

হে অধিনায়ক! আমার অধিনায়ক!

হে অধিনায়ক! আমার অধিনায়ক! আমাদের সন্ত্রস্ত যাত্রা হলো সমাপ্ত,
এই জাহাজ সয়েছে প্রতিটি ঘাত, আমরা পেয়েছি পুরস্কার আরাধ্য,
বন্দরের কাছে এসে শুনছি ঘণ্টাধ্বনি, মানুষের হর্ষ,
ষ্টি তবু স্থির এই অর্ণবপোতে, নির্ভীক ও বিমর্ষ;
কিন্তু হৃদয়! এই হৃদয় প্লাবিত লাল রক্তক্ষরণে,
আমার অধিনায়ক শায়িত ওই পাটাতনে,
অন্তিম যাত্রায় শীতল ও নিশ্চল।

হে অধিনায়ক! আমার অধিনায়ক! জেগে ওঠো, শুনো ঘণ্টাধ্বনি;

জেগে ওঠো- তোমার জন্যে উড়ছে পতাকা- বিউগলে সুর;
তোমার জন্যে ফুলের তোড়া, এই জনসম্মুদ্দুর-
ডাকছে তারা তোমায়, কৌতুহলী মুখে দুলছে এপাশওপাশ,
হে অধিনায়ক! এখানে শায়িত প্রিয় পিতার লাশ!
তোমার মাথার নিচে এই বাহু!
তবু পাটাতনে যেন দুঃস্বপ্ন অতল,
তুমি পড়ে আছো শীতল ও নিশ্চল।
আমার অধিনায়ক নিরুত্তর, ঠোঁট তাঁর ধুসর, বাকহারা,
বাহুতে নেই কোন অনুভব, মেলে না সাড়া
নোঙর ফেলেছে নিরাপদে জাহাজ, যাত্রা হয়েছে শেষ,
সেই ভয়াল যাত্রা এনেছে সম্পদ অশেষ;
উল্লাস করো তীরে, ঘন্টা বাজাও!
কিন্তু আমি শোকতপ্ত চরণে,
হাঁটছি পাটাতনে আমার অধিনায়ক শায়িত
যেখানে শীতল ও নিশ্চল।

মূল: ওয়াল্ট হুইটম্যান

অনুবাদ: তানভীর ইসলাম

সাহিত্য একাডেমির নিয়মিত সাহিত্য সভা

পলি শাহীনা

২৮ জুলাই শুক্রবার জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক'র নিয়মিত মাসিক সাহিত্য সাহিত্য আসর। কণ্ঠশিল্পী তাহমিনা শহীদের সংগীত দিয়ে শুরু হয় আসরের নিয়মিত কার্যক্রম।

আলোচনায় অংশ নিয়ে লেখক হাসান ফেরদৌস বলেন, যিনি কবি তাঁর পক্ষে না লিখে থাকা সম্ভব নয়। ভালো হোক, মন্দ হোক, তাঁকে লিখতেই হবে। আমার বেদনার কথা, একাকীত্বের কথা, আনন্দের কথা, এককথায় কবিতা হচ্ছে আমিকে প্রকাশ করার অস্ত্র। সাহিত্য একাডেমিতে সবার কবিতা শুনে মনে হচ্ছে ক্রমশ সকলে নিজস্ব কণ্ঠস্বর তৈরি করছে। কাঠিন্য কবিতার দরজা নয়, সহজগামিতা কবিতার অন্যতম প্রধান প্রক্রিয়া। কবিতা পড়ে যদি কিছু ধরতেই না পারলাম, না বুঝলাম, সে কবিতা পড়ার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে আগত লেখক সিরাজুল ইসলামের পঠিত 'রক্তমাংস' গল্পটি সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, এটি একটি আধুনিক জীবনের গল্প। এই গল্পে আধুনিক জীবনের যে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে, অপ্রিয় হলেও সত্য এই যন্ত্রণা যেন আমাদের সকলের। আপনার চাওয়া আমার চাওয়া, আপনার সুখ আমার সুখ, আপনার বেদনা আমার বেদনা, যখন অভিন্ন হয়ে যায় তখনই তা স্বার্থক সাহিত্য হয়ে উঠে। দেশ থেকে আগত কবি জাফর আহমদ রাশেদের পঠিত কবিতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যাঁরা লিখছেন বোধের আরো গভীরে প্রবেশ করেন, অন্তরের চোখ দিয়ে দেখেন।

লেখক ফেরদৌস সাজেদীন বলেন, এই হচ্ছে আমাদের সাহিত্য একাডেমি। দিনদিন সাহিত্য একাডেমির গুণগত সাহিত্য মান বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি আমাদের জন্য বড় পাওয়া। তিনঘণ্টা ধরে চুপচাপ একে অপরের গল্প-কবিতা-ছড়া, আলোচনা শুনছে নিবিষ্ট মনে, সাহিত্য একাডেমির এরচেয়ে বড় অর্জন আর কী হতে পারে! পিনপতন নীরবতায় সত্যিকারের সাহিত্য আসরের চিত্র খুঁজে পাই এখানে এসে। আমাদের এই শহরে সাহিত্য একাডেমি একদল সাহিত্য কর্মী বরাবর উপহার দিয়ে আসছে। বিশ্বাস করি আগামী সময় সহানুভূতির চোখে একদিন বর্তমান সাহিত্য একাডেমির দিকে তাকাবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

কবি তমিজ উদদীন লোদী বলেন, আমরা যখন লিখতাম অবলম্বন ছিল, খাতা, কলম ইত্যাদি। আমাদের সঙ্গে পাঠকের সেরকম যোগাযোগ হতো না। এখন যাঁরা লিখছেন প্রযুক্তির কল্যাণে পাঠকের সরাসরি মন্তব্য পাচ্ছেন। লেখক-পাঠক কাছাকাছি আসতে পারছেন। এটি ভালো দিক। আমরা যতই বলি রাজনীতি বহির্ভূত সাহিত্যের কথা, আদতে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডিসি কোনটাই রাজনীতি বহির্ভূত নয়। আমরা প্রায় সকলে মিলে একটাই যেন কবিতা লিখে যাচ্ছি দশকের পর দশক ধরে, খুব আলাদা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না। সবকিছু ফিরে ফিরে আসছে। আশা রাখছি, আগামী প্রজন্ম নতুন করে ভাববে, লিখবে।

ঠিকানা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, সাহিত্য একাডেমির অগ্রগতি দেখে ভালো লাগছে। আমাদের প্রত্যাশা বেড়ে যাচ্ছে। আশা করি সকলের প্রত্যাশানুযায়ী উদ্যোগ তাঁরা নিবেন।

নীরা কাদরী কবি শহীদ কাদরীর সঙ্গে লেখক হুমায়ুন আহমেদের ২০১১ সালে সাক্ষাতের পর কবিকে নিয়ে হুমায়ুন আহমেদের লেখা 'ব্লাক ফ্রাইডে' পাঠ করেন। পাঠের আগে তিনি তাঁদেরকে ঘিরে স্মতিচারণ করেন।

আবৃত্তিকার জি.এইচ.আরজু বলেন, আপনারা যাঁরা কবিতা লেখেন আমাকে দিবেন, আমি আপনাদের কবিতাগুলো পড়তে চাই। কথা বলার পর তিনি আবৃত্তি করেন। সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ বলেন, সাহিত্য একাডেমিতে এসে সকলের পাঠ, আলোচনা শুনে ভীষণভাবে বিমোহিত হই। নাট্যকর্মী এবং নির্দেশক খাইরুল ইসলাম পাখি বলেন, আমার গলা আড়ষ্ট, এবং আমি কিছুটা শংকিত এখানে কথা বলার জন্য। এতসময় ধরে সকলের কথা শুনে এমনটাই অনুভূত হচ্ছে। খুব ভালো লাগছে, আগামীতেও যেন আসতে পারি এখানকার বন্ধুদের মাঝে এই আশা রাখছি।

শিল্পকলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা মনিকা রায় বলেন, এখানে যাঁরা আসেন প্রায় সকলেই লেখেন, পড়েন, আমি আসি শিখতে। সাহিত্য একাডেমির শুরু থেকে ছিলাম, আছি, এবং থাকব। আসরে আবৃত্তি করেন, মুমু আনসারী, পারভীন সুলতানা, তাহরীনা পারভীন প্রিতী, ও মুনমুন সাহা।

এবারের আসরে যাঁরা স্বরচিত কবিতা, ছড়া পাঠ করেন তাঁরা হলেন, কাজী আতীক, শামস আল মমীন, হোসাইন কবীর, হুমায়ুন কবীর ঢালী, আনোয়ারুল হক লাভলু, রাণু ফেরদৌস, বেনজীর শিকদার, রিমি রুম্মান, রওশন হাসান, ফারহানা হোসেন, লুৎফা শাহানা, সুমন শামসুদ্দিন, সুরীত বড়ুয়া, রওশন হক, শামস চৌধুরী রুশো, আনোয়ার সেলিম, জান্নাতুল আরা জলি, সুলতানা ফেরদৌসী, আলম সিদ্দিকী, রওশন সরকার নীপা, মিয়া এম আসকির, ইমাম চৌধুরী, বিমল সরকার, সবিতা দাস, তাহমিনা খান, পলি শাহীনা প্রমুখ।

আসরে উপস্থিত ছিলেন, আবেদীন কাদের, হুসনে আরা বেগম, শুক্লা রায়, নাসির শিকদার, মিশুক সেলিম, আকবর হায়দার কিরণ, এনামুল হক দিপু, জুয়েদ আহমেদ, নাসিমা আক্তার, মাহবুব রহমান, শিব্বীর আহমেদ, শেলী জামান খান, পারভীন পিয়া, শাহনেয়াজ রাহীম, সিসিলিয়া মোরাল, রাহাত কাজী শিউলি, সাবিনা উর্বি, সেলিম আফসারি, বিধান পাল, বাবু, আশিক মাহমুদ, আমিরুল ইসলাম প্রমুখ। সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং আগামী আসরের আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন সঞ্চালক মোশাররফ হোসেন।

পোস্টমর্টেম

ভজন দত্ত

পোস্টমর্টেমের ভেতর অহম নেই
জ্বালা-যন্ত্রণা স্মৃতি-বিস্মৃতি
কথা-রাখা বা না-রাখার দায় নেই।

সব ঘৃণা ভালোবাসা হয়ে গেছে,
না-কি, ঘৃণা ভালোবাসা!
ছুরিতে তার কিছুই জানা যায় না।

নিথর দেহের ওপর ছুরির চুম্বনদাগ
মুছতে মুছতে সূঁচ আর সুতোর দ্বন্দ্ব।
ধন্দে ধন্দ বাড়ে সন্ধ্যায় বাড়ে সন্দ।

সব দাগ মুছে দেওয়ার প্রতীক্ষায়
বুকের ভেতর নিশ্চুপ চিতা
চিতা সাজাও, তোমরা চিতা সাজাও গো...।

প্রেমের কবিতা

আবদুল বাতেন

আমাকে কাবু করেছে, তার ওষ্ঠের অসুখ। অন্ধ করেছে
তার কেশের কালসাঁঝ। কোথায় যাব-
তাকে ফেলে? কোন সুখ সিংহাসনের আশায়?

তার বাঁকা দাঁতের বিজয়োৎসবে, ঊর্মি আন্দোলিত
বয়ফ্রেন্ড আমি। গলার তিল তার ছড়ায় সৌরভ
ক্রীতদাস করেছে আমাকে তার স্তনের উর্বরতা।

মুড়িয়ে মেঘে অন্তর আরশ, কেন যাব- পদদলে তার
প্রণয় পতাকা? প্রেমাসক্ত আমাকে
আরও মাতাল করুক তার শরীর শরাবের নেশা।

তোমাকে ডাকিনি আমি

শম্পা ঘোষ

তোমাকে বলিনি ফিরে আসতে
তবু বৃষ্টি হয়ে প্রলোভন দেখাতে থাকো,
হৃদয়ের একপাশে যন্ত্রণাতে তোমাকে ছুটি দিয়েছিলাম অথচ
জোনাকির মতো রাতের মাঝে তুমি অস্তিত্ব প্রমাণ কর বার বার,
ঝরে যাওয়া বেলফুল মূল্যহীন তবু সে ফুলের সমাহারে তোমারি সুগন্ধি-
ব্যর্থ নিশানায় বারবার ফিরিয়ে আসো
আমায় অনায়াস জোরে ছুঁড়ে দিয়েছো যখন তখন,
মেঘের কাছে মেঘমল্লার দূরে থাকবে কে কার!
ফিরে তাকানো হয়নি তবুও নতুন ঝরণা হয়ে তুমি মিশেছো মাটিতে
হৃদয়ের স্পর্শ অনুভূতিতে একাকীত্ব
ডাক দিয়ে যায় বারবার ,
তোমাকে তো ডাকিনি আমি-
নিঃস্বতার জগতে তবু ফিরে ফিরে
ঠিক চলে আসো তুমি।

কোনও এক ভ্রান্তি সময়ে

বিলকিস ঝর্ণা

প্রত্যন্ত আতুরঘর টানে আমাকে
টানে অনলে পরিপাটি মেঘ
রোজ ধুয়ে যাওয়া অসুখের শরীর রোদে পুড়ে
অশ্লীলতার ভেতর জমে থাকে স্বাচ্ছন্দ্যে পুরনো শীতকাল
আর, ঘন্টাধ্বনি বেজে চলে এতিমদের পানশালায়।
ওপারে মুখর যে অভাবিত গান
এপারে তার সুর কেটে গেছে নিভৃতে
কোনও এক ভ্রান্তি সময়ে।

কাঁচপোকাদের ভুল সঙ্গমে বহুপূর্বেই জীবাশ্ম হয়ে গেছে
একটা দুখিনী নীল প্রজন্ম।
মানুষ সে সময় হাফ ছেড়ে বাঁচবার প্রয়াসে
গড়ে তুলেছিলো কিছু পালক প্রমোদ প্রাসাদ
প্রশান্তিময় স্নানঘর
নৃত্যশালা
অতঃপর আধুনিক মৌলিক বেশ্যালয়।

আর আধুনিক হাটখোলায় দারিদ্র্য জুয়া-মদের আড্ডা।
এরই আরেক নাম সভ্যতা -নয়তো স্খলন।
স্খলন জানে না বলে বেনারসী হাওয়ায় উড়ে
লাল সোনালি বেনারসী
খেলনার ঘুড়ি হয়ে আকাশে উড়ে
তার প্রতিটি সুতোয় মুড়ে থাকে গাঢ় রঙিন আত্মহত্যা।

কবি

দ্বীন মোহাম্মাদ দুখু

ভাপ উঠা ভুখ রোদের ভেতর
হাওয়াই মিঠাই মঞ্চে দাঁড়িয়ে
যিনি বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেন
খুন, দুর্গম পথ মাড়িয়ে
তিনি কবি, রাতের ডাহুক
কোন আঁধারে যাবেন হারিয়ে?

স্লোগানে মুখর জনতা রাজার বহরের পিছে ছোটে
প্রজা রাজা কিংবা রাণীর উঠোনে
কবে সাম্যের ফুল ফোটে
কালের স্রোতে ভাটার কবি
সাম্য তার তর্জনী আর ঠোঁটে।

ইতিহাসের লাল হৃৎপিণ্ড আকুঞ্চন খুনে খুব তড়পালে
নি:শ্বাসের স্বাক্ষর অস্ত যায় কফিন চুমু দেয় মাসুম গালে
মৃত ঘাটে বসে কবি চার ফেলে- জীবন তোলেন জালে।

রক্তিম চোখে কীসের শোকে ভগবান বুকে মেরে চাবুক
বেজন্মার জাত বিষ ধারাপাত মরণ খেলায় নিপীড়িত মুখ

নিষ্ঠুর পথে জীবন রথে কবির কথাতেই প্রীতির ঝাড়ফুঁক।

মৃত্যুর দরোজা খুলে

এম এ রহমান

প্রতিদিন ভেঙে যাচ্ছি তুমুল ঢেউয়ে
ক্ষয়ে যাচ্ছে মাটি
ক্ষয়ে যাচ্ছে বন
বড় হচ্ছে নদী

যাপনের ঘোলাজলে যুবতী নদীর স্রোত
ফেলে যাচ্ছে বালু
ফেলে যাচ্ছে পলি
ভেসে ওঠে চর

প্রতিটি রাতের বারান্দায় পায়চারি করে ঘুম
দেখে যায় অমাবস্যা
বৃষ্টিভেজা সংসার
আর দূরের নক্ষত্র

তবুও সময় হাঁটে- হেঁটে হেঁটে যায়...
আমি তার পিছু-পিছু
নিয়ে যেতে চাই কিছু
মৃত্যুর দরোজা খুলে...

শীসমহল দাদুর কুলগাছ আর আমাদের চঞ্চলা কাকী

সুলতানা আফরোজ

সেই কুল গাছটা কবে কোথায় কীভাবে কাটা পড়লো ঠিক জানিনা। সচরাচর এমন প্রশস্ত ডালপালা আর বিশালতায় গভীরশীতল ছায়া দেয়া কুল গাছ চোখে পড়েনা। আমাদের চড়ুইভাতি, কচুরিপানা, পেপেরোমিয়ার মতো মিছেমিছি সবজি, চুলারপোড়া লালমাটি, চিনিবালি, কলাপাতার থালা বাটি-এসব উপকরণে সাজানো হেঁসেল ছিলো এই কুল গাছ তলা।গাছেরমালকীন আমার দাদার চাচাতো ভাইয়ের বেগম শীসমহল বানু বলতেন, "এইডা হইলো বারোমাইস্যা বাট্টা বড়ই! জন্মের বেসাদ।তাও তার শান্তি নাই! পাড়ার বেবাকে সারাবছর কী মজায় এই ফল হাপুস হুপুস খায়, বুঝিনা। পারলে গাছের গোড়া ভাঙ্গায়াশরবত খায়! এইবার তোর দাদারে বইলা কাটতাছি, এর তলে গুড়াগাড়ার আওদানী বন্ধ করতাছি, দাঁড়া!"

বাতের ব্যথায় কাতর বুড়ির হয়তো হৈচৈ ভালো লাগতো না। মাঝেমাঝে আমাদের ওপর লাঠিচার্জও চলতো। আমরা হাসাহাসিকরে দিগ্বিদিক্ শূন্য হয়ে ছুটতাম।কত স্মৃতি আমাদের শৈশব-কৈশোরের সেই তাকে ঘিরে। সারাবছরই ফল দিতে কৃপণতা করতোনা সে। অথচ, তার সঙ্গীবিহীন প্রস্থান আয়োজনহীন,ঠিকানাবিহীন গন্তব্যের কোনো দূর সীমানায় তার কাঠকয়লা জীবনওহয়তো ধুলিতেও নিশ্চিহ্ন আজ।

সেদিন পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ সে জায়গাটাতে থেমে গেছি যেখানে সে ছিল। সে গেছে তো গেছে, যারা গেছে তো গেছে কিন্তু জ্যান্তচোখ থেকে, অবিরল দোল খাওয়া সময় থেকে, তার বা তাদের তো নিস্তার নেই। আঘাতের ভার বইতে না পেরে যন্ত্রণায়বাড়িছাড়া হয়ে রক্তরা যেমন ধেয়ে আসে ফিনকি বেয়ে, তেমন করে গলগল করে মূহুর্তরা ব্রেনের লোব থেকে লোবে ছুটোছুটি করেআমাদের উদ্দীপিত করে-তখন তাকে বলি স্মৃতির ঘা।

কুল গাছ থাকা জায়গাটাতে এসে তেমন ঘা খেলাম সেদিন।

ওই তো গজ বিশেক পরেই চঞ্চলা কাকীর ঘর। পাড়ায় সুন্দরী হিসেবে খুব খ্যাতি ছিল তার। খুবই সাদামাটা, তার স্বামী শহীদকাকাকে ভেড়া বানিয়ে রাখাতেও তেমনই ছিলেন পটু।

প্রায়ই দেখতাম খুব সাজগোজ করে কাকাকে নিয়ে আত্মীয়ের বাড়ি কিংবা শপিংয়ে বেরুতেন। কলতলায় বসে কাকার গায়েসাবান মেখে মেজে গোসল করাতেন। চুল আঁচড়ে, স্নো পাউডার মাখিয়ে কাকী তাকে যতই সভ্য করতে চেষ্টা করতেন, ততই কাকাউসখুস গজদন্তের বাহার ছড়িয়ে খিটিমিটি করতেন, বিরক্ত হতেন।

কাকীর জন্য খুব মায়া হতো। ছোট হলেও এইটুকু বুঝতাম কাকার এলেবেলে স্টাইলবিহীন জীবনযাপন থেকে বেশ দূরে ছিলপরিপাটি চঞ্চলা কাকীর মন। কষ্টেসৃষ্টে কেবল মানিয়ে নেয়ার গভীর চেষ্টাটা চলছিল তার।

একদিন লুকোচুরি খেলতে গিয়ে লুকাতে গিয়েছিলাম তার খাটের নিচে। হঠাৎ দেখলাম খোলা দরজাটা কে যেন আঁটকে দিলো।ভাবলাম হয়তো কাকা এসেছেন। দৌড়ে বেরিয়ে যাকে দেখলাম সে খুব পরিচিত নয়। ভয় পেয়ে তাকে ক্রস করে দরজা খুলেবেরিয়ে এসে দম নিলাম।ভাবলাম কাকীর ঘরে সে লোকটা কে? কেন?

তারপর সে সব ভাবা ভুলেও গেলাম। একদিন স্কুল টিফিনের সময় দলবেঁধে ঝালমুড়ি খাওয়ার সময় দেখলাম সেই লোকটাঝালমুড়ি নিতে এসেছে। একটু দূরে রিকশায় চঞ্চলা কাকী বসা। আমি সেদিকে ছুটতে চাইলে বন্ধুরা আঁটকে দিলো। বললো, "আরে পাগলী! এটা তোর কাকী হবে কী করে, এটা ঐ লোকের ফেইমিকা। তুই ভুল দেখলি।"

এসব বলে এরা হাসাহাসি করছিলো। আমার কেমন কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কোথাও কিছু গড়মিল হচ্ছে। ভালো কিছু নয়।

তার কাছে মায়ের মতো অনেক আদর পেয়েছি। ঈদ সকালে সবার আগে আমাকে চুল বেঁধে সাজিয়ে দিতেন। বাবার বাড়ির মিষ্টিমিষ্টি গল্প বলা সেই চঞ্চলা কাকী দূরের কোন রথে কোন দূরদেশে চলে গেছেন। তাই মনে হলো অনেকটাক্ষণ।

বাড়ি ফিরে মা কে বলতে গেলে, মা উল্টো আমাকে শাসন করলেন।বড়দের ব্যাপারে এত কিছু বলতে নেই, ভাবতে নেই। নিজেরকথা ভাবতে বলার সাথে সাথে আমাকে তার বাড়ি যেতেও বারণ করলেন। কুল গাছতলা আর চঞ্চলা কাকীর বাড়ির সাথেআড়ি এঁকে দিতে পারলো মা! খুব কান্না পেল। অভিমান হলো মায়ের ওপর।

এর বেশ কিছুদিন পর বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার পথে কাকী পথ আগলে দাঁড়ালেন। কেন তার বাড়ি যাচ্ছি না, কে নিষেধ করেছেসেসব বলতে বলতেই সামনে দাঁড়ানো এক রিকশায় আমাকে নিয়ে ছুটলেন। ভালোবাসতাম তাকে খুব। তার সঙ্গ পাচ্ছি সে ভেবেসুখ হচ্ছিল। কোন একটা জুয়েলারি দোকানের সামনে আসার পর দেখা গেলে রিকশার ভাড়া মেটাচ্ছেন সেই তরুণ টাইপেরলোকটা। জানিনা কেন, খুব রাগ হলো তাকে দেখে।

"উনি আমার পড়সী এক ভাই, তোমার মামা হয়"-বলেই পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার সাথে। কিন্তু লোকটা কেমন অসহজআচরণ করেছিল পরিচিত হতে। জানিনা কেন, পারলে সে ছুটে বাঁচতে চাইছিল যেন।

কাকী, কাকার দেয়া তার সব অলংকার নিউ মডেলে গড়তে এসছেন। একা বলেই আমাকে সাথে নিয়ে এসেছেন।এসব বললেনআমাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেগুলো তুলে দিচ্ছিলেন লোকটার হাতে। খুবই রহস্যময় লাগছিল।

রিকশায় ফেরার পথে চুপ ছিলাম। নীরবতা ভেঙে কথা ফুটলো তার মুখে। "আমার কিছুই আমি ব্যাংকে রাখিনা। সব তার কাছেরাখি। বাড়িতে চুরি হতে পারে তাই।"

এর কিছুদিন পর এক সন্ধ্যায় খুব কান্নাকাটির রোল শোনা গেল। চঞ্চলা কাকীর ছেলেময়ে দুটো 'মা চোখ খুলো' বলে চিৎকারকরে পাড়া কাঁপাচ্ছিলো। সেখানে সবার সাথে দৌড়ে ছুটে গিয়ে যা দেখেছি তাতে এখনও বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা চঞ্চলা কাকী মেঝেতে শুয়ে আছে। চারপাশে তার অবুঝ শিশুদের মাতম, তার শাশুড়ি শীসমহলদাদীর বুলেটের মতো গালি! পাড়ার বৌ ঝি'দের নাক সিটকানি মনোভাব কেন এই মৃত মানুষটার ওপর, বুঝে উঠতে পারিনিসেদিন।

হঠাৎ চোখে পড়লো সেই লোকটা রাজার মতো চেয়ারে বসা, লোকজনকে দাফন কাফনের সহজ পথের কথা বলছেন। পাশে বসাতার সুন্দর নতুন বৌ। যে অলংকারে সে সেজেছে, তা দেখে আমার চোখ ঝলসে উঠলো। তার কাছে কাকীর গচ্ছিত রাখা, নিউমডেলে গড়া অলংকারগুলোই তো সে-সব।

"মা অই মা! নতুন বৌ, খুব ভালো আর লাজুক মেয়ে! আসতে চাইছিল না। আমি জোর করে নিয়ে আসলাম।শুনলাম আমারআপন ফুপাতো বোন চঞ্চলা, মারা গেছে বিষ খেয়ে। তাকে একবার দেখে না গেলে ফুপু কষ্ট পাবেন। তাই আসা। যাই তবে"-শীসমহল দাদুকে কথাগুলো বলে দুই জোড়া রহস্যময় পা হেঁটে চলে গেল সামনের দিকে।

তখন ইচ্ছে করছিলো তার টুঁটি চেপে ধরি। কিন্তু, ছোটরা অনেক ছোট কাজও করতে পারে না। এখনও ইচ্ছে করে লোকটাকে খুঁজেবের করে ফাঁসিতে ঝুলাই। কারণ? জানিনা তো! তবে, চঞ্চলা কাকীর বিষপানে মৃত্যু আর সে....! কোথায় যেন খুব গভীর সম্পর্কেসম্পর্কিত!

বাকি সবাই কি তা জানতো? বিধাতাই হয়তো জানেন শুধু।

MUNA
CONVENTION
AUGUST 18-20, 2023
MUNA
CONVENTION
2023
Quran
Guidance for Humanity
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER
1101 Arch St, Philadelphia, PA 19107 (North Broad St. Entrance)
SPEAKERS
IMAM OMAR SULEIMAN
IMAM SUHAIB WEBB
HARUN O RASHID
SHEIKH ABDUL NASIR JANGDA
IMAM SULEIMAN HANI
MUFTI HUSSSAIN KAMANI
ABDELRAHMAN MURPHY
DR. ALTAF HUSAIN
MAWLANA LUTFUR RAHMAN
USTADH WAHAJ TARIN
DR ABDUS SALAM AZADI
MUHADDES MAHMUDUL HASSAN
UST. TAIMIYYAH ZUBAIR
DUNIA SHUAIB
FOR REGISTRATION & BOOKING BAZAAR
WWW.MUNACONVENTION.COM
SPECIAL OFFER
20% OFF
If Registered By
JULY 31ST, 2023
CONVENTION HIGHLIGHTS
Separate Youth Conferences
Children's Learn & fun
Lecture Series
Sister's Programs
Young Sisters Programs
Health Clinic
Halal Food Court
Cultural Events
Matrimonial Services
Parallel Sessions
Bazaar & Expo
Entertainment
MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)
www.muslimummah.org
718-277-7900
munaconv@gmail.com

DR. ABU ZAFAR MAHMOOD BECOMES KNIGHT OF ST. JOHN OF JERUSALEM

Dr. Sir Abu Zafar Mahmood, Global Peace Ambassador

Dr. Abu Zafar Mahmood received the Knight of St. John of Jerusalem on July 29, 2023 at the Imperial Hotel, Vung Tau, Vietnam with a traditional ceremony which is 1099 years old - from the Knight Commander Prof. Dr. Sir Lakshman Madurasignhe.

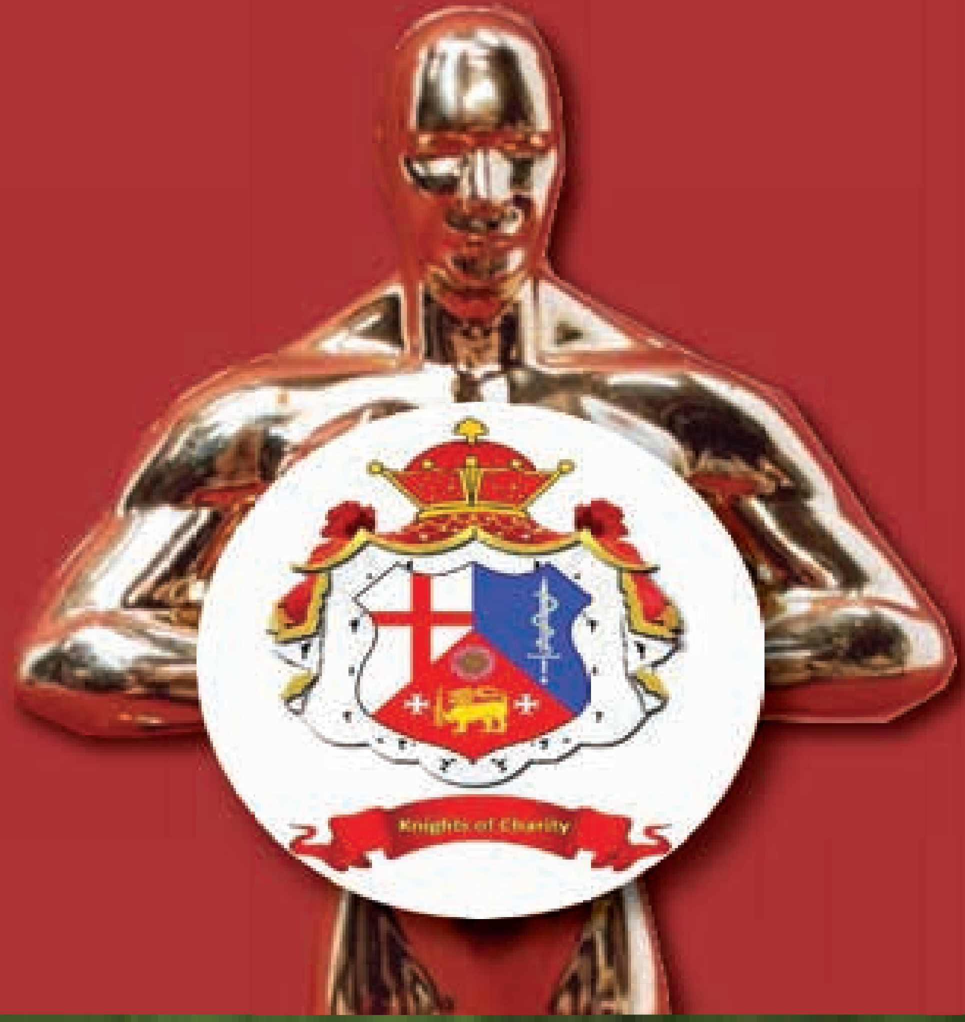

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
888-212-3237

CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH INC.

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
3 August 2023, Thursday, Issue 333
৩ আগস্ট ২০২৩, ১৯ শ্রাবণ ১৪৩০, ১৬ মহররম ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

তৃতীয় ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

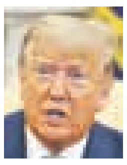

ডোনাল্ড ট্রাম্প

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আবারও ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়েছে। ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল বদলে দেওয়ার প্রচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ নিয়ে বিগত চার মাসের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন তিনি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

ড. মাহমুদকে নাইট অফ সেন্ট জন অফ জেরুজালেম উপাধি

ভিয়েতনাম

উত্তর আমেরিকা অফিস

গ্লোবাল পিস অ্যাম্বাসেডর ড. আবু জাফর মাহমুদ নাইট অফ সেন্ট জন অফ জেরুজালেম উপাধি লাভ করেছেন। ২৯ জুলাই শনিবার ভিয়েতনামের ভাং তাও শহরের ইমপেরিয়াল হোটেলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ১০৯৯ সাল (৯’শ ২৪ বছর যাবৎ কার্যকর) থেকে ঐতিহ্যবাহী আনুষ্ঠানিকতায় তাকে ওই উপাধি প্রদান করা হয়। গ্লোবাল কনসরটিয়াম অফ সাইন্স

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

টক অব দ্য উইক

অসুস্থ হওয়ার জন্য মানবদেহ তৈরি হয়নি

নাসির সিকদার

সোহানা নাজনীন

‘আমাদের শরীরের ভিতরে কোন মেকানিজম বা কেমিস্ট্রি নাই যেটা শরীরকে অসুস্থ করে তুলবে। অসুস্থ হওয়ার পিছনে আমাদের অনিয়ম কাজ করে। তাই বলবো, আমি সুস্থ আছি, আমার শরীরের প্রতিটি কোষ শতভাগ কর্মক্ষম। সুতরাং আমি যাই করি না কেন আমার শরীর তা সাপোর্ট করে।

এই সফলতার পিছনের কাহিনী হচ্ছে,

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

বিপা’র ৩০ বছর উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন আওলাদ হোসেন খান

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিপার ৩০ বছর পূর্তি উৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

উত্তর আমেরিকায় বাংলা সংস্কৃতি এগিয়ে নেয়ার পথিকৃৎ সংগঠন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস বিপা। সংগঠনটি বর্ণাঢ্য আয়োজনে ৩০ বছর পূর্তি উৎসব করেছে। ২৯ জুলাই বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় চারদিনের উৎসব। নিউইয়র্কের জ্যাম্যাইকা আর্ট সেন্টারে উৎসবের উদ্বোধন করেন বিপা’র প্রথম পৃষ্ঠপোষক ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আওলাদ হোসেন খান। বিপা’র ৩০ বছর উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই উৎসবের প্রথম দিনই নাচ-গান আর ঢাক-ঢোলের গগন বিদারী আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠে উৎসব স্থল।

মুল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুরুর আগে বাংলা সংবাদমাধ্যমের লোকজনের সাথে মতবিনিময় করেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। হলের সমানে নির্মিত মঞ্চে সন্ধ্যায় ফিতা কেটে উৎসবের উদ্বোধন করেন বিপা’র প্রথম পৃষ্ঠপোষক ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আওলাদ হোসেন খান। উড়ানো হয় নানা রঙের বেলুন। এরপর আমন্ত্রিত অতিথি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলামকে সাথে নিয়ে কেক কাটেন উদ্বোধক আওলাদ হোসেন খান। উৎসবের উদ্বোধনী দিনের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো সঙ্গীত, নৃত্য, ছোটদের কবিতা আবৃত্তি, আলাপন প্রভৃতি। প্রবীর সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর উপস্থাপনায়

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

Anz Home
Mohammad J. Abedin CPI
917-701-5748

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে দক্ষতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX
Hashan Chowdhury Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights

খলিল'স ফুড
Khalil Biryani House
Khalil Halal Chinese
Khalil Pizza & Grill
Khalil Supermarket
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

মতিন MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432

Home & Habitat Realty Corp.
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave, 2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA Founder & CEO

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
গাড়ী এক্সিডেন্ট
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ. ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

OPEN 7 DAYS
Best service is our Goal
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

আপনি কি TLC লাইসেন্স নিতে চান?
আমরা আছি আপনার সাথে...
OTHER SERVICES:
Unlimited Classes, Practice Test,
TLC Application,
Fingerprint Appoinment,
Drug Test Information,
6 Hr. Defensive
Driving Course
24 HR TLC COURSE IN BENGALI ENGLISH
TLC FINAL EXAM
TLC RENEWAL COURSE
DISTRACTED DRIVING COURSE (PEC)
WHEELCHAIR CLASS
আপনার টিএলসি লাইসেন্স রিনিউ করছেন??
J1 Drivers Training
www. jamaicaonetrainers.com, Email: j1driverstraining@gmail.com
87-12 175th Street, Jamaica, NY 11432 (Corner of Hillside Ave)
74-09 37th Ave, Suite # 301, (3rd Floor) Jackson Heights, NY 11372
CALL US NOW
JAMAICA 718-206-9200
JACKSON HEIGHTS 718-433-9101

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com